Printed & Published
By
N. N Das.
at the Bee Press
33, Guru Prosad Chaudhuri Lane.
Calcutta.
for
Messrs J. K. Sarma & Co.
33, Guru Prosad Chaudhury Lane.
Calcutta.

উৎসর্গ পত্র

যাঁহাদের
যত্নে ও স্নেহে
এ দেহ বৰ্দ্ধিত,
যাঁহাদের চরিত্র এ
জীবনের আদর্শ, সংসারের
প্রতি কার্য্যে যাঁহাদের মধুর
শান্ত মূর্ত্তি স্মৃতিপথে উদিত হয়,
পরলোক হইতে, যাঁহারা প্রতি নিয়ত
আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন
আমার ইহ জীবনের প্রত্যক্ষ
দেবতা সেই জনক-জননীর
চরণে এই সামান্য
পুস্তকখানি
উৎসর্গ
করিলাম।

ভূমিকা

সূচনা—পুরঞ্জন মৌলিক গ্রন্থ নহে। ইহা বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলি প্রণীত 'প্রমিথিয়স্ আনবাউণ্ড্' (Prometheus Unbound) নামক নাট্য কাব্যের অনুবাদ মাত্র। 'প্রমিথিয়স্ আনবাউণ্ড্' (Prometheus Unbound) একাধারে দার্শনিক, নৈতিক ও পৌরাণিক কাব্য। ইহার রচনার পারিপাট্য, নৈতিক আদর্শ ও হিন্দু পুরাণের সহিত অনেকটা ঐক্য দেখিয়া আমি এই অনুবাদ কার্য্যে আকৃষ্ট হই। ইহার অনেক স্থান দুর্ব্বোধ, অথচ আমি ইহার কোনও উৎকৃষ্ট টীকা সম্বলিত সংস্করণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই নিমিত্ত এবং ছন্দ ও ভাষার সৌন্দর্য্য অথবা হিন্দু পুরাণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ অনুবাদ কার্য্যে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পৌরাণিক অসামঞ্জস্যের উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি স্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাব্যের প্রথম অঙ্কে প্রমিথিয়স্ ও ধরাদেবীর কথোপকথনে ধরাদেবী স্ত্রী রূপে চিত্রিতা হইয়াছেন। তথায় প্রমিথিয়স্ তাঁহাকে মাতৃরূপে সম্বোধন করিতেছেন, আবার চতুর্থ অঙ্কে চন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রণয় সম্ভাষণে কবি তাঁহাকে পুরুষ রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, সেখানে ধরাদেবী প্রণয়ী ও চন্দ্র প্রণয়িনী। হিন্দু পুরাণের আদর্শ অনুসারে ও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার্থ আমি চতুর্থ অঙ্কে চন্দ্রকে প্রণয়ী ও ধরাকে প্রণয়িনী রূপে অনুবাদ করিয়াছি। আবার এই প্রণয় সম্ভাষণে কবির লেখনীতে এই পাত্র পাত্রী স্থানে স্থানে

পরস্পরকে ভ্রাতা ও ভগিনী রূপে সম্বোধন করিয়াছেন। এইরূপ সম্বোধন হিন্দু রুচির অনুযায়ী নহে বলিয়া আমি ইহার অনুসরণ করি নাই। এ স্থলে আর একটি বিষয় বক্তব্য এই যে হিন্দু পুরাণে আমরা সচরাচর তপোলব্ধ বলে বলীয়ান অসুরের হস্তে প্রথমে দেবতার নির্য্যাতন ও পরে দেবতার কৌশলে অসুরের পতন ও দেবগণের মুক্তিলাভ অঙ্কিত দেখিতে পাই ; কিন্তু ইস্‌কিলাসের 'প্রমিথিয়স্ বাউণ্ড্' ও শেলি প্রণীত 'প্রমিথিয়স্ আনবাউণ্ড্' কাব্যে আমরা ইহার বিপরীত চিত্র অর্থাৎ প্রথমে দেবতার হস্তে দানবের লাঞ্ছনা ও পরে দেবতার পতনে দানবের মুক্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হই। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই সহানুভূতির ধারা এক দিকেই অর্থাৎ প্রথমে লাঞ্ছিত ও পরে মুক্তের দিকেই প্রবাহিত হয়। ইহার কারণ এই যে গ্রীক্ ও হিন্দু উভয় পুরাণেই পুণ্যের লাঞ্ছনা ও সাধনা বলে মুক্তি এবং পাপের ক্ষণিক জয় ও পরে পতন বর্ণিত হইয়াছে। তবে এ ক্ষেত্রে দানব পুণ্যের অবতার, ও দেবতা পাপের অবতার রূপে অঙ্কিত ; অন্য ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত।

কাব্যের আদর্শ—গ্রীক্ কবি ইস্‌কিলাস (Aeschylus) প্রণীত 'প্রমিথিয়স্ বাউণ্ড্' (Prometheus Bound) কাব্য পাঠে তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইংলণ্ডের কবিকুলচূড়ামণি শেলি তাঁহার 'প্রমিথিয়স্ আনবাউণ্ড্' কাব্য রচনা করেন। 'প্রমিথিয়স্' (Prometheus) অর্থ আত্মা। ইস্‌কিলাসের 'প্রমিথিয়স্ বাউণ্ড্' কাব্যের বিষয় আত্মার বন্ধন ; শেলির কাব্যের বিষয় আত্মার মুক্তি। স্বভাবতঃ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মুক্ত আত্মা এই জগতে আসিয়া জড়তা পাশে আপনাকে আপনি বদ্ধ করিয়া নানা দুঃখে পতিত হন, ও পরে সাধনা-বলে অনাত্মা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তি লাভ করেন। আমাদের হিন্দু দর্শনেরও ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। ইস্‌কিলাস্ ও শেলির কাব্যে জুপিটারকে স্বেচ্ছাচার পরায়ণ প্রভুরূপে অঙ্কিত করায় এই উভয় গ্রন্থোদ্দিষ্ট আদর্শের সহিত হিন্দু দর্শনোদ্দিষ্ট

আদর্শের অনেকটা পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ইস্‌কিলাসের রচনা ভঙ্গীতে বোধ হয় যে প্রভুর ইচ্ছা সৎই হউক আর অসৎই হউক, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছা মিলাইয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকারই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু শেলি এরূপে মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে যাহা ধ্রুব, যাহা সত্য ও যাহা ন্যায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সাধন মার্গে আরোহণ করিব, সত্য হইতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হইব না, ইহাতে যদি ভগবান বিরূপ হয়েন, গ্রাহ্য করিব না। উভয় কাব্যেই প্রমিথিয়স্‌ বিদ্রোহী। কিন্তু হিন্দু দর্শনের পরমাত্মা অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বর্য্য-শালী, অথচ করুণাময়, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, শিবরূপী, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হওয়ায় মানবাত্মার যেমন একদিকে বিদ্রোহী হইবার কথা উঠিতেই পারে না, অপর দিকে তেমনই তাঁহার আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিবারও আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ এ মতে যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব, আর যাহা ন্যায়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার অনুসরণ করা এবং ভগবানের ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে মিলাইয়া দেওয়া, একই কথা।

গ্রীক্‌ পুরাণের ছায়াবলম্বনে লিখিত শেলির এই গ্রন্থখানি রূপক-কাব্য। বাস্তব-জগতে এ চিত্রের কোনই অস্তিত্ব নাই। মানব-হৃদয় এ নাট্যের অভিনয় ক্ষেত্র এবং মানব-হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়ই ইহার পাত্র-পাত্রীগণ, আর কেহ বা মঙ্গলময়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিশ্বপ্রেম, ও সেই প্রেমের বলে মানবাত্মার মুক্তিই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। পবিত্র প্রেমই সাধনা ও সেই সাধনাই মানবকে প্রেমরাজ্যের অধীশ্বরের পাদপীঠে পৌঁছাইয়া দেয়। প্রেমই মানবকে দেবতায় পরিণত করে, প্রেমই বিশ্বকে স্বর্গে পরিণত করে। প্রমিথিয়স্‌ আনবাউণ্ড্‌ এই বিশ্বপ্রেমেরই অভিব্যক্তি। বুঝি মানব কখনও এই আদর্শ প্রেম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না। অনন্তকাল ইহা তাহার হৃদয়

সমক্ষে আদর্শরূপে বিরাজ করিবে। কিন্তু মানব যতই ইহার অনুসরণ করিবে, ততই সে মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন ইহা একখানি নীতি গ্রন্থ। যেন মানব কিরূপে সর্ব্বকুসংস্কার-বিমুক্ত হইয়া আপন বলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার একটা আভাস দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

প্লেটোর প্রভাব—মনে হয় যেন কবি শেলি গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। প্লেটোর চিন্তিত আদর্শ দেশ, আদর্শ মানব, আদর্শ সমাজ, আদর্শ জাতি ও আদর্শ রাজ্যের একটা আভাস যেন ইহার প্রতি অঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থখানির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্লেটোর ভাবতন্ত্রের (Idealism) একটা ধারা বহিয়া গিয়াছে। প্লেটোর 'বস্তু' যেরূপ ভাবের সমষ্টি মাত্র, তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলিও তদ্রূপ ভাবেরই মূর্ত্তি। তাঁহার রচিত পৌরাণিক কাহিনীগুলি আদ্যন্ত রূপক-বর্ণনা। তাহাতে বাস্তব জগতের কোনই স্থান নাই। তথাপি ভাষার এই অলঙ্কারের মধ্যে দিয়া তিনি মানবের উন্নতির জন্য যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। প্রমিথিয়স্ আনবাউণ্ডের কল্পিত চিত্রগুলিতে আমরা সেই আদর্শই দেখিতে পাই। প্লেটো প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, যদিও আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকৃতরূপে অবগত হইতে না পারি, তথাপি আমরা আমাদের জন্মগত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সম্যক্ পরিচালনা দ্বারা প্রকৃত আদর্শ লাভ করিয়া এই সতত পরিবর্ত্তনশীল জড়জগৎকে * জয় করিয়া তাহাকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারি। শেলির গ্রন্থেও এই ভাবেরই অভিব্যক্তি; আর হিন্দু দর্শনের উক্তিও তাহাই।

* এখানে জড়জগৎ বলিতে জড় ও জীবজগৎ বুঝিতে হইবে।

প্লেটো ও হিন্দুদর্শন—পৌরাণিক যুগের ঋষির ন্যায় প্লেটো মানব সমাজকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করেন। বৈশ্য ও শূদ্রগণকে তিনি একই শ্রেণীভূক্ত রাখিয়াছিলেন। ধীশক্তি-সম্পন্ন দার্শনিক ঋষি বা ব্রাহ্মণগণকে তিনি হিন্দুর ন্যায়ই সর্ব্ব প্রধান বর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তৎপরে ক্ষত্রিয়, ও তৎপরে বৈশ্য ও শূদ্র। উভয় ক্ষেত্রেই ঋষি বা ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার-দর্শন প্রণেতা এবং সর্ব্ব বিষয়ে সমাজে শীর্ষস্থানীয়। যে গুণে তাঁহারা সমাজস্থ মানবগণের হৃদয়ে এই ভক্তির আসন লাভ করিয়াছেন, ন্যায়পরতাই * তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। মানবের গুণাবলীর মধ্যে প্লেটো ন্যায়কেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞান, নির্ভীকতা ও মিতাচারকে তিনি এই ন্যায়েরই বিশিষ্ট রূপান্তর বলিয়া মনে করিতেন। শেলি তাঁহার কাব্যে ন্যায়ের পতাকাধারী প্লেটোরই অনুসরণ করিয়াছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের নির্ভীকভাব অবলম্বনই তাঁহার এই ন্যায়-আদর্শ।

কাব্যের নীতি—শেলির কাব্যের আর এক নীতি 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ'। মানব যতই দুঃখে পতিত হউক না কেন 'আমি যদি সৎপথে থাকি, একদিন সমস্ত দুঃখের সাগর পার হইয়া মঙ্গল লাভ করিব' এই আশা, এই বিশ্বাসই তাহাকে সঞ্জীবিত রাখে ও ইহাই তাহাকে নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়া উন্নতির শুভ্র আলোকময় পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। জগৎ দুঃখময়, কিন্তু এই দুঃখই মানবের শিক্ষক। ইহাই তাহাকে আগুণে পোড়াইয়া তাহার চিত্তের মল-রাশি দূর করিয়া তাহার শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া দেয়। প্রমিথিয়সের অফুরন্ত যন্ত্রণার ভিতরেও ভবিষ্যৎ মঙ্গলে একটা জলন্ত বিশ্বাস, এশিয়ার অসহ্য বিরহ বেদনার ভিতরেও ভবিষ্যৎ মিলনের একটা নিশ্চিত আশাই তাঁহাদিগের দেহ হইতে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় নাই, এবং ইহারই

---

* Justice

বলে তাঁহারা পরে অনন্ত মিলন ও পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্বালাময় সংসারে এই বিশ্বাস, এই আশাই মানবের একমাত্র অবলম্বন।

কাব্যের ঘটনা—কাব্যের ঘটনা সংক্ষেপতঃ এইরূপ:—দৈত্যপতি প্রমিথিয়স্ অগ্নির ব্যবহারে মানবের প্রভূত উপকার হইবে মনে করিয়া স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিলেন। এই অপরাধে সুরপতি জুপিটার তাঁহাকে এক গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তথায় তিনি নানা প্রকার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। জুপিটারের স্বর্গচ্যুতি সম্বন্ধে প্রমিথিয়স্ একটি গুপ্ত রহস্য জ্ঞাত ছিলেন। সে রহস্যটী জানিতে পারিলে জুপিটার তাঁহার পতন নিবারণ করিতে পারিবেন, সুতরাং তিনি তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রমিথিয়সকে বহু প্রলোভন দ্বারা বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ প্রমিথিয়স্ তাহা ব্যক্ত করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। ইস্‌কিলাসের 'প্রমিথিয়স্ বাউণ্ড্' কাব্যের এই মূল অংশ টুকু লইয়াই শেলি তাঁহার 'প্রমিথিয়স্ আনবাউণ্ড্' কাব্য আরম্ভ করেন। শেলির কাব্যের প্রথম অঙ্কে আমরা প্রমিথিয়সের অসহ্য যন্ত্রণা চিত্রিত দেখিতে পাই। তিনি নীরবে ও নির্ভয়ে সে যাতনা সহিয়া যাইতেছেন। সাধনার বলে বলীয়ান প্রমিথিয়সের সকল ভয় দূর হইয়াছে। আত্মা যাঁহার সুস্থ, শরীরের বেদনা তাঁহার কি করিবে? সাধনের প্রথম অবস্থায় এই নির্ভীক পুরুষ মহাক্রোধে জুপিটারকে ভীষণ অভিশাপে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধনার পরিপক্কাবস্থায় এখন তিনি তজ্জন্য অনুতপ্ত হইলেন। সকল ঈর্ষ্যা, সকল ঘৃণা, সকল ক্রোধ এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার তখন একমাত্র সাধনা বিশ্বহিত ও বিশ্বপ্রেম। তাই তিনি ধরাদেবী, গিরিরাজি, উৎস, অনিল প্রভৃতি প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "ওগো, তোমরা আমার সেই অভিশাপবাণী একবার

আমাকে শুনাও, যেন আমি উহা প্রত্যাহার করিতে পারি"। অবশেষে রসাতলবাসী জুপিটারের প্রেতাত্মাই সেই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করিতে সমর্থ, অতএব প্রমিথিয়সের তাঁহাকেই আহ্বান করা কর্ত্তব্য, ধরাদেবী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে প্রমিথিয়স্ তাহাই করিলেন; এবং তাঁহার আদেশে জুপিটারের প্রেতাত্মা ছায়া-মূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া সেই অভিশাপ অবিকল উচ্চারণ করিলেন। ইহার পরেই জুপিটার প্রমিথিয়সকে বশে আনিবার জন্য দেবদূত মারকিউরিকে (Mercury) প্রেরণ করেন। যখন দূত বহু সাধ্য সাধনা করিয়াও প্রমিথিয়সকে বশীভূত করিতে পারিলেন না, তখন জুপিটার তাঁহাকে আরও যন্ত্রনা দিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও প্রমিথিয়স্ অচল অটল রহিলেন দেখিয়া জুপিটার তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য আনন্দদায়িনী পরীগণকে প্রেরণ করিলেন, যদি তাহাদের সান্ত্বনা-বাক্যে প্রমিথিয়স্ বশে আসে। পরীগণ আসিয়া প্রমিথিয়সকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের একটা আভাস দিয়া অন্তর্হিত হইল। পরীগণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার প্রথম অঙ্কের যবনিকা-পতন। এই অঙ্কে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মূর্ত্তি পেনথিয়া (Panthea) ও সততা ও সরলতার মূর্ত্তি আইওন (Ione) প্রমিথিয়সের দুঃখের সহচরী। ইঁহারা প্রমিথিয়সের প্রণয়িণী এশিয়ার (Asia) ভগ্নীরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান কাব্যে আমি এশিয়ার নাম দিয়াছি "সাধনা," পেনথিয়ার "মনীষা", ও আইওনের "সরলা," এবং মারকিউরিকে দেবদূত, ফিউরিকে (Fury) কিন্নরী, ও স্পিরিটস্‌কে (Spirits) পরী শব্দে অনূদিত করিয়াছি। শব্দ ও অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে কাব্যের নায়ক প্রমিথিয়সকে আমি "পুরঞ্জন" নামে অভিহিত করিয়াছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় অঙ্কে কাব্যের নায়িকা এশিয়ার প্রমিথিয়সের সঙ্গে মিলিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তদুদ্দেশে যাত্রা বর্ণিত

হইয়াছে। বিরহ বিধুরা এশিয়া মিলনের আশায়-আশায় তাহার সুদূর নিভৃত আবাসে কত যুগই না কাটাইয়া দিয়াছে! কি কঠোর তপস্যায় তাহার বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এতদিনে সে আশা ফলবতী হইবার সময় উপস্থিত। কঠিন সাধনার ফলে মুক্তির পথ উন্মুক্ত প্রায়, কিন্তু মুক্তি লাভ কি সহজ? সুখের মিলন-যাত্রায় কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা। এ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এশিয়া গিরি পাদ মূলে একাকিনী বসিয়া পেনথিয়ার প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে পেনথিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া ভগ্নীর নিকটে আপনার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এশিয়া পেনথিয়ার নয়ন যুগলে তাঁহার স্বপ্নের সত্যতার ছবি উপলব্ধি করিয়া ও তাহাতে আপনার সাধনার ধন পুরঞ্জনের সঙ্গে মিলনের সময় উপস্থিত জানিতে পারিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই সময়ে প্রতিধ্বনি-বালাগণ মানব-ভাষায় তাঁহাদিগকে শব্দের অনুসরণ করিতে আহ্বান করিলে তাঁহারা ক্ষণকাল মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তাহাদের অনুসরণ করাই সঙ্গত বোধ করিলেন। সকল বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গভীর আঁধারময় কণ্টকাকীর্ণ বিপদ-সঙ্কুল গহন কাননের মধ্য দিয়া উভয় ভগ্নী হাতে-হাতে ধরিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। এই খানেই এ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষ। ছুটিতে-ছুটিতে এশিয়া ও পেনথিয়া এক পার্ব্বত্য কাননে প্রবেশ করিয়া তথায় পরীগণের গীত ও দুইটী বনদেব কুমারের কথোপকথন শ্রবণে তৃপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে ইহার বেশী আর কিছু নাই। তৃতীয় দৃশ্যে ভগ্নীদ্বয় ডিমগরগণের (Demogorgon) রাজ্যে উপস্থিত। তথায় আবার পরীগণের গীত। নিয়তির প্রতিমূর্ত্তি, জ্ঞান ও ন্যায়ের অবতার ডিমগরগণকে আমি বাঙ্গালায় "কালপুরুষ" আখ্যা প্রদান করিয়াছি। * চতুর্থ দৃশ্যের স্থান ডিমগরগণের গৃহপ্রাঙ্গন; তথায় সিংহাসনারূঢ় ডিমগরগণকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া এশিয়া পুরঞ্জনের

* কাব্যে তাহার স্থান ও কার্য্য হিসাবে এই নামটাই আমার ভাল বোধ হইয়াছে।

অদূরবর্ত্তী মুক্তি ও তৎসহ আপন মিলনের বিষয় জানিয়া লইলেন। তন্মুহূর্ত্তেই এক দিব্যরথ আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল ও তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিলে, উহা শূন্যপথে বিদ্যুৎবেগে প্রস্থান করিল। পঞ্চম দৃশ্যে রথ মেঘমালার মধ্য দিয়া ভগ্নীদ্বয়কে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। রথোপবিষ্টা এশিয়া ক্রমে ক্রমে দিব্য মূর্ত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে ও এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁহার বদন মণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে। মুগ্ধা পরীগণ সে রূপ দেখিয়া অন্তরীক্ষে গীত ধরিয়াছে। আবার তাহাদের সে মধুর গীতে এশিয়া কত না সুখের স্বপ্ন দেখিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন।

তৃতীয় অঙ্ক—যদিও সুররাজ জুপিটার এ নাট্যের একজন প্রধান পাত্র, তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে একমাত্র তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ভিন্ন অন্য কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাই না। এই দৃশ্যেই রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রথম প্রবেশ, আর ইহাতেই তাঁহার পতন অঙ্কিত হইয়াছে। দেব সভায় সুররাজ ও সুররাণী সিংহাসনে উপবিষ্ট। দেবগণ সকলে তথায় মিলিত হইয়াছেন। এ সভা আনন্দের সভা। প্রমিথিয়সের দণ্ডের নিমিত্ত নূতন এক ভীষণ দুষ্টগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। আশা—এবার তাঁহাকে নিশ্চয়ই বশে আনা যাইবে। তাই এ আনন্দ। দেবরাজ সকল দেবগণকে এ আনন্দে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার আদেশে দেবদাসীগণ রত্ন খচিত হীরক পাত্রে সুরা ঢালিতেছেঁ। সকলে তাহা পান করিতেছেন। কিন্তু এ আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তাঁহাদের জয়োল্লাস থামিতে না থামিতেই নিয়তির রথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহা হইতে কালপুরুষ অবতরণ করিলেন। তাঁহার অলঙ্ঘ্য আদেশে মুহূর্ত্ত মধ্যে দেবরাজ জুপিটার রসাতলে পতিত হইলেন। তাঁহার নয়নোদ্গীরিত ক্রোধানল, উদ্যত বজ্র সকলই বিফল হইল। দ্বিতীয় দৃশ্যে জুপিটারের পতন ও তজ্জনিত জগতবাসী জীবের শান্তিলাভ সম্বন্ধে অরুণ

ও বরুণের কথোপকথন বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে হারকিউলেস্ (Hercules) আসিয়া প্রমিথিয়সকে বন্ধন মুক্ত করিলেন। এই হারকিউলেস্ (Hercules) নামটি নিয়া আমি বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছি। বঙ্গ ভাষায় ইহার কি নাম দিব স্থির করিতে না পারিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনায় উহাকে প্রেতরাজ "হরকুলিশ" শব্দে অনূদিত করিলাম। ইহা যোগ্য হইল কি না সুধীগণ বিচার করিবেন। এই কাব্যের বিষয় হিসাবে এই দৃশ্যটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কারণ, এই দৃশ্যেই প্রমিথিয়সের মুক্তি ও এশিয়ার সঙ্গে তাঁহার মিলন চিত্রিত হইয়াছে। কাব্যের মুখ্য-পাত্রীগণ এশিয়ার ভগ্নীদ্বয়— পেনথিয়া, আইওন এবং ধরাদেবী সকলেই এই আনন্দ-মিলনে যোগ দিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা প্রকৃতির লীলা-নিকেতন এক সুরম্য গিরিকন্দরে কিছুকাল অতিবাহিত করিবেন, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। ধরাদেবীর আদেশে তাঁহার আলোকধারী ভৃত্য আবির্ভূত হইলে প্রমিথিয়স্ ও তাঁহার সহচরীগণ সেই গিরিকন্দর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চতুর্থ দৃশ্যে কাননাভ্যন্তরে সেই গিরিকন্দর সম্মুখে প্রমিথিয়স্, এশিয়া, পেনথিয়া ও আইওন উপবিষ্ট আছেন। ধরাদেবী ছায়ামূর্ত্তিতে তথায় আবির্ভূত হইয়া এশিয়াকে মাতৃজ্ঞানে একেবারে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পূর্ব্বে আমরা ধরাদেবীকে প্রমিথিয়সের মাতৃরূপে দেখিয়াছি; কিন্তু এখানে তিনি কন্যারূপিনী। তিনি এশিয়ার কাছে বসিয়া জুপিটারের পতনে জগতের যে একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। সহসা একটা ভীষণ অথচ শ্রুতিমধুর শব্দে যেন এই জগতের আগাগোড়া একেবারে বদলিয়া গেল। যা' কিছু কুৎসিত ছিল, সকলই সুন্দর হইল; এমন কি সর্প, ভেক প্রভৃতি জীবগুলিও মনোহর রূপ ধারণ করিল। যেন ধরণীর সৌন্দর্য্য এতদিন এক যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, সহসা এক ভীষণ বজ্রাঘাতে সেই যবনিকা ছিন্ন ভিন্ন

হইয়া লুপ্ত হইল ; মুক্ত সৌন্দর্য্যে ধরা হাসিয়া উঠিল। ধরাদেবীর এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-বর্ণনা শেষ হইলে, কালের দূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া সেই ভীষণ শব্দে শুধু বাহিরের প্রকৃতি নহে, মানব প্রকৃতিরও কিরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিলেন। মানব-চিত্তের অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, কুটিলতা দূর হইয়াছে, দয়া আসিয়া ঘৃণার স্থান অধিকার করিয়াছে, দরিদ্রের হৃদয় হইতে ধনীর অত্যাচারের ভয় প্রস্থান করিয়াছে, সকল মানব ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, বিশ্ব প্রেমে ভরিয়া গিয়াছে, ধরা স্বর্গে পরিণত হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক—চতুর্থ অঙ্কের সহিত কাব্যের ঘটনার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহা ধরার স্বর্গে পরিণতির পূর্ণ অভিব্যক্তি মাত্র। এ অঙ্কে শুধু প্রেমের খেলা, প্রেমের চিত্র বিবিধ বিধানে চিত্রিত হইয়াছে। এ অঙ্ক মিলনের অঙ্ক। মৃতের সহিত জীবিতের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের মিলন ; আবার আত্মার সহিত আত্মার মিলন, মানব অন্তরের সহিত বাস্তব জগতের মিলন, গ্রহের সহিত গ্রহের মিলন, ধরার সহিত চাঁদের মিলন! কি এক আনন্দময় চিত্র! প্রকৃতিদেবীকে লইয়া মহাকালের কি এক খেলার চিত্রই কবি শেলি এ অঙ্কে আঁকিয়াছেন! যে দিকেই চাই, দেখিতে পাই এক আনন্দের উৎস খুলিয়া গিয়াছে ; যেন এ এক মহা সুখের স্বপ্নরাজ্য। ধরা হইতে কি যেন এক মোহের আঁধার দূর হইয়া তাহার সত্য-শিব-সুন্দর রূপ প্রকাশিত হইল! 'মানবজীবন দুঃখময়' 'এ জগৎ শুধু দুঃখের আধার' দার্শনিকগণের এই চিরঘোষিত ধরার কলঙ্ক যেন অপনীত হইয়াছে। বিশ্বের সাধনা ফলবতী হইয়াছে। জ্ঞান ও প্রেমে মিলিয়া এক মহা শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ শান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে, মানব দেবতা হইয়াছে।

প্রেম ও সাধনা কাব্যের মূলনীতি—

প্রেমের জয় এ কাব্যের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এ প্রেম সাধনা সাপেক্ষ। শুধু অসদ্বৃত্তি হইতে, অসত্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেই মানবের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। আত্মার উন্নতি দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে হইলে তাহাকে বিশ্বহিতের জন্য প্রাণ পণ করিতে হইবে। একদিকে যেমন সহিষ্ণুতা, অপরদিকে তেমনি তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ চেষ্টা থাকিলে তবেই মানব আপনাকে ও তৎসঙ্গে বিশ্বকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। এ জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র, অলসতার স্থান নহে। তাই কর্ম্মী প্রামিথিয়স্ বিশ্ব হিতের জন্য মানবকে অশেষ প্রকার মঙ্গলময় কর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে—অগ্নির ব্যবহার, নৌবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কলা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। আপন শক্তিবলে মন্ত্রের সাধন দ্বারা, আপনার বলিয়া ধরিয়া প্রেমের দ্বারা বিশ্বকে জয় করিতে হইবে। এশিয়া এই সাধনার মূর্ত্তি। আবার এই প্রেম, এই কর্ম্মের সহিত জ্ঞানেরও যোগ থাকা আবশ্যক, নতুবা সকলই বিফল হইবে। এশিয়া ও ডিমগরগণের প্রশ্নোত্তরে ইহাই সূচিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে মুক্তির জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেম বা ভক্তি এ তিনই তুল্যরূপে আবশ্যক। ইহার কাহাকেও ছাড়িয়া মুক্তির সাধনা অসম্ভব। আবার এই যে সাধনা, ইহার সঙ্গে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। পূর্ণ বিশ্বাসের অভাব হইলে সাধনা একাগ্র হইতে পারে না। অথচ একাগ্রতাই সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। এই একাগ্রতাই মানব অন্তরকে ভগবানের সহিত যুক্ত করে এবং ইহারই নাম যোগ। অতএব কি জ্ঞানযোগ, কি কর্ম্মযোগ, কি প্রেমযোগ ইহার প্রত্যেকেরই মধ্যে সুতীব্র আশা, ও প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। 'প্রমিথিয়স্ আনবাউণ্ড' কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবি এই আশার গীতি, এই বিশ্বাসের গানই গাহিয়া গিয়াছেন। এই আশা, এই বিশ্বাসেই প্রমিথিয়স সকল দুঃখ সকল যাতনা সহ্য করিয়া আত্ম জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহারই বলে তিনি

এরূপ অবস্থায় মানব স্বভাব-সুলভ দৌর্ব্বল্য (Demoralisation) হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের এরূপ আশাই মনুষ্যকে বিশ্বে বাঁচাইয়া রাখে; পরিণামে সত্যই জয়ী, এই ধ্রুব বিশ্বাসই তাহাকে আত্মোন্নতির পথ দিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ সমীপে লইয়া যায়। তাই প্রমিথিয়স্ মানব-হৃদয়ে এই আশার বীজ বপন করিয়া দিলেন; জগতে মুক্তি-তরু অঙ্কুরিত হইল।

টীকা—টীকায় প্রধানতঃ মূল ইংরেজী কাব্যে গ্রীস্ দেশের যে সকল পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখ আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে অর্থবোধের সহায়তা-কল্পে এক আধটুকু ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছি। একে অনুবাদ, তাহাতে প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকা (ফুটনোট) ও উপরে রচনার মধ্যে পদে পদে সঙ্কেতের চিহ্ন বা অঙ্ক থাকিলে পাঠের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, অথচ শুধু রচনা পড়িয়া যাইতে টীকার তেমন আবশ্যকতা নাই, ইহা মনে করিয়া আমি ইংরেজী পুস্তকের রীতি অনুসারে গ্রন্থের পশ্চাদ্ভাগে টীকা সন্নিবেশিত করিলাম ও প্রতি টীকায় মূলের স্থান নির্দ্দেশার্থ পত্রাঙ্কের পরিবর্ত্তে পংক্তির উল্লেখ করিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চৌধুরী মহাশয় বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই পুস্তকের প্রকাশ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি, এ জন্য তাঁহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্দ্ধমান
রাখীপূর্ণিমা ১৩৩৪।

বিনীত
গ্রন্থকার

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ।	স্ত্রী।
প্রভঞ্জন।	সাধনা।
দেবরাজ বাসব।	মনীষা।
কাল পুরুষ।	সরলা।
অরুণ দেব।	ধরাদেবী।
বরুণ দেব।	
দেবদূত।	
ভবকুলিশ।	
সুধাকর।	

বাসবের ছায়ামূর্ত্তি, কালদূতগণ, প্রতিধ্বনি, বনদেব কুমারযুগল, কিন্নরীগণ, পরীগণ, অন্তরাত্মাগণ ইত্যাদি।



পুরঞ্জন

প্রথম অঙ্ক।

স্থান—গিরিবর্ত্ম। গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্খলিত পুরঞ্জন—পদতলে মনীষা ও অবলা উপবিষ্ট। সময় নিশীথ। দৃশ্য শেষে ধীরে ধীরে উষার আলোক বিকাশ।

পুরঞ্জন।— (সুরপতি ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া)

ওই যে ভ্রমিছে শূন্যে দীপ্ত গ্রহগণ,—
তোমার আমার চির-বিনিদ্র নয়ন
(১) হেরিছে সতত,—তার অধিবাসী নর,
দেবতা, দানব কিংবা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
এ সৌর জগৎ মাঝে যে আছে যেথায়,
আপনার প্রভু বলি মানিছে তোমায়; ৬

১ তার—তাহাদিগের সেই গ্রহগণস্থিত।

লুণ্ঠিত চরণ তলে তোমার আদেশে
বলিরূপে, হে সম্রাট! স্তাবকের বেশে
গাহিছে বন্দনা গীতি; ক্রীতদাস সম
অবিশ্রান্ত করিতেছে কি কঠোর শ্রম।
কিন্তু কিবা প্রতিদান লভে সে পূজার :—
চির ভীতি বিহ্বলতা, সহস্র ধিক্কার
(১) আপন অদৃষ্টে চির, চির ঘৃণা তার
আপনার প্রতি; শুধু নিষ্ফল আশার
বিদ্যুৎ হৃদয়ে তার থাকিয়া থাকিয়া
কাঁদাইতে তারে পুনঃ উঠে চমকিয়া।
আমি শুধু নহি দাস, অরাতি তোমার;
ঈর্ষা দ্বেষ তব, আর দুঃখ আপনার
করি তুচ্ছ আছি হেথা একাকী পড়িয়া;
ঘৃণায় আমার দিকে চাহনা ফিরিয়া।
কেটে গেছে নিদ্রাহীন সহস্র বরষ,—

১। অদৃষ্টে—অদৃষ্টকে।

অবিশ্রান্ত দুর্ব্বিসহ বেদনা পরশ
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তার ;—মনে হয় মম
একটি নিমেষ যেন শত বর্ষ সম।
ভীষণ এ জনহীন শূন্য কারাগার,
যাতনা, নৈরাশ্য, ঘৃণা রাজত্ব আমার।
এই উচ্চ গিরি, যেথা শ্যেন বিহঙ্গম
আসিতে পারে না উড়ি, কীট, পতঙ্গম,
পশু, পক্ষী, তরু, লতা দেখা নাহি যায়,
—শৃঙ্খলিত করি মোরে রেখেছ যেথায়,—
এ দেশ ছাড়িয়া যদি তোমার চরণ
সেবিতাম আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতন,
ঘৃণিত কঠোর ওই পীড়ন তোমার
মানিয়া নিতাম যদি শিরে আপনার,
তা হ'লে ওই যে তব রত্ন সিংহাসন,
—যার তরে ঈর্ষ্যা মোর হয়নি কখন— ৩৬

যেথা বসি আছি তব এত অহঙ্কার,
মহিমা বর্দ্ধিত বুঝি হইত তাহার;
তা হ'তে ও শ্রেষ্ঠ মম, কহি শতবার
এই গিরি-সিংহাসন রাজত্ব ধরার।
আহা কি দুঃসহ ব্যথা, যাতনা অপার
লিখিয়াছ তুমি, বিধি! অদৃষ্টে আমার।
এ ঘোর দশার মোর নাহিক বিরতি
নাহি গুরু লঘু, নাহি আশা এক রতি,
তবু সহি সংসারের জীবের মতন,
আশায় বাঁধিয়া বুক সহে সে যেমন।
ওগো ধরা দেবি! বল ওহে গিরিবর!
কি যাতনা সহিতেছি আমি নিরন্তর
তোমরা জান না তাহা? কখনি দর্শন
তুমিও কি উর্দ্ধ হ'তে মধ্যাহ্ন তপন?
শান্ত যবে প্রকৃতির নির্ম্মল আকাশ, ৫১

কিম্বা বহে ঝটিকার ঘন দীর্ঘশ্বাস,
তুমি তা' জানা'য়ে দেও ধরাবে, সাগর !
আমার প্রশ্নের তবে দেহ গো উত্তর।
বধির হয়েছে ওই তরঙ্গ তোমার ?
অসহ্য ব্যথার মোর শোনেনি চীৎকার ?
অহো ! কি দুঃসহ ব্যথা অদৃষ্টে আমার
চিরতরে, সহিতে যে পারি না গো আর।
  হিমাংশুর অংশুমাখি আপনার গায়
গিরি নির্ঝরিণীগুলি ওই বয়ে যায়
লুটিয়া লুটিয়া, আহা কি বিষম তার
তীক্ষ্ণ অসিধার শুভ্র গলিত তুষার ;
শ্রেণীবদ্ধ হীরকের সজ্জিত শৃঙ্খল—
অস্থি মাংস মজ্জা মোর দহিছে কেবল,—
যেন স্বর্গভ্রষ্ট ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দল
তোমার রসনা হ'তে লভিয়া গরল ৬৬

দ্রুত বেগে ছুটে আসি পক্ষ সঞ্চালনে
আমার হৃদয় গ্রন্থি ছিঁড়িছে দংশনে।
সম্মুখে দাঁড়ায় আসি ছায়া মূর্ত্তি কত,
স্বপ্নলোক হ'তে যেন প্রেত শত শত,
বিদ্রূপ কটাক্ষে সবে চাহি মোর পানে,
উপহাস করি যায় চলে কোন খানে;
পশ্চাতে সশব্দে উঠে পর্ব্বত বিদারি,
সভয়ে চমকি আমি কাঁপি থর থরি;
আবার ভীষণ শব্দে দীর্ণ গিরিবর
টলে যায়; ছুটে আসে ছাড়ি সে গহ্বর
নাচিয়া নাচিয়া মত্ত ভূকম্প পিশাচ,
তোমার আদেশে হানে বিষম নারাচ
আমার কম্পিত ক্ষতে, ভীষণ দর্শন
ঝটিকার অধিষ্ঠাত্রী অপদেবগণ
ক্রোধ ভরে লয়ে আসে আবর্ত্ত তুফান, ৮১

ছুটায় এ দেহে তীক্ষ্ণ কবকার বাণ ।
তবু আমি ভালবাসি এ দীর্ঘ দিবস,
সুদীর্ঘ রজনীগুলি । উষার পরশ
—হিমানী মণ্ডিত শুভ্র— ধরারে যখন
জাগা'য়ে কৌতুকে সুখে করে আলিঙ্গন,
নীলাম্বরী-পরিহিতা কিংবা সন্ধ্যা রাণী
তারকা গ্রথিত হার বক্ষে ল'য়ে টানি
ধীরে ধীরে উঠে যবে বিমল গগনে
অতুল আনন্দ ধারা বহে মোর মনে ।
তাহারা কালের দূত, মন্থর গমন,
পক্ষহীন, চক্রহীন ; করে আগমন
অনন্তের বার্ত্তা লয়ে । জানিও নিশ্চয়,
এক দিন জগতের আসিবে সময়,
যখন সে অনন্তের কোন শুভক্ষণ
হে রাজন্ ! ঘটাইবে তোমার পতন । ৯৬

নির্ম্মম কুটিল-ধর্ম্মী ঋত্বিক যেমন
সজোরে বলির পশু করে আকর্ষণ,
কাতর ক্রন্দন তার না করি শ্রবণ
দেবতার পায় তারে করে নিবেদন,
তেমতি সে মহাকাল কোন শুভক্ষণে
তোমারে ফেলিবে টানি আমার চরণে;
এই শীর্ণ পদ তুমি করিয়া গ্রহণ
মুক্ত শোণিতের বিন্দু করিবে লেহন।
তখন চরণ মোর—ইচ্ছা যদি হয়—
দলিতে তোমার শির পারিবে নিশ্চয়—
স্পর্শিতে পবিত্র হীন সে দেহ তোমার
ঘৃণা যদি নাহি হয় অন্তরে আমার।
আত্ম ঘৃণী? না, না, তব সে দশা স্মরিয়া
সমবেদনায় উঠে পরাণ কাঁদিয়া।
বিশাল সে স্বরগের কোথাও তখন ১১১

করিবে না কেহ তার কর প্রসারণ
তোমার মুক্তির তরে। চারিদিকে, হায়,
হেরিবে ভীষণ ধ্বংস একা অসহায়।
ভয়ে বুঝি আত্মা তব কাঁপিয়া কাঁপিয়া
নরকের অগ্নি সম উঠিবে জ্বলিয়া।
ভেব না, রাজন, স্মরি সে দশা তোমার
আনন্দে উথলি উঠে পরাণ আমার।
দুঃসহ দুঃখের জ্বালা করিয়াছে দূর
মোহ মোর, জ্ঞান লাভ করেছি প্রচুর;
তুমি যে অরাতি, তবু স্মরিলেও, তাই,
তোমার দুঃখের কথা দুঃখে মরে যাই।
বলেছি তোমারে কত কর্কশ বচন,
তার তরে অনুতাপ হতেছে এখন।
ক্রোধভরে অভিশাপ অন্তর আমার
দিয়াছে যা, করিব তা আজি প্রত্যাহার। ১২৬

অনন্ত বদনে তুমি, ওগো শৈলরাণি !
প্রতিধ্বনি রূপে মোর অভিশাপ বাণী
জল প্রপাতের সনে করিয়া গর্জ্জন
দিগন্তে কাঁপায়ে বিশ্বে করেছ ঘোষণ।
গলিত তুষারকায়া তরঙ্গশালিনী
মন্দ গতি ওগো সব গিরি নির্ঝরিণি!
আমার সে অভিশাপ করিয়া শ্রবণ
তোমাদের বক্ষে হ'ল বিষম কম্পন,
সভয়ে চমকি তাই লুটিয়া লুটিয়া
ভারত মাতার কোলে আছ লুকাইয়া।
শীতল স্বরূপ ওহে প্রশান্ত পবন।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যবে মধ্যাহ্নে আপন
প্রভাত ময়ূখ মালা করি সঙ্কোচন
অগ্নিরূপে দহে ধরা, তুমিই বাহন
অথবা আশ্রয় তার, করে দেও পথ, ১৪১

তবে সে ছুটায় তাকে আপনার রথ ।
অতল নীরব এই ভীষণ কন্দর,
তার ঊর্দ্ধে আপনার পক্ষে করি ভর
মূক গতিহীন হয়ে রয়েছ ঝুলিয়া
হে চঞ্চল বাত্যাবর্ত্ত ! সময় বুঝিয়া
তুমুল হুঙ্কারে তোল কাঁপায়ে গগন,
তা' হ'তে ভীষণতর সে শাপ বচন ।
আহবে ইন্দ্রের করে দম্ভোলি যেমন
ভীম রবে গর্জ্জি উঠে করিয়া তর্জ্জন,
তেমনি সে শপথের ভৈরব গর্জ্জনে
ব্রহ্মাণ্ড উঠিল কাঁপি চমকি সঘনে ।
কি তীব্র তাহার তেজ, বাক্যের শকতি !
কিন্তু এবে ঈর্ষ্যা ঘৃণা নাহি এক রতি
অন্তরে আমার, সব গিয়াছি ভুলিয়া,
তবু তা'র শক্তি যেন যায় না মুছিয়া । ১৫৬

তোমরা ত শুনিয়াছ সে শাপ-বচন,
মোর তরে আজি তবে কর উচ্চারণ।

প্রথম অশরীরী বাণী—গিরিরাজি।

নয় লক্ষ বর্ষ মোরা, অহো কি ভীষণ,
কম্পিত মেদিনী বক্ষে ছিনু স্তব্ধ হ'য়ে,
শঙ্কায় মানবকুল হারা'ল চেতন,
মোরা সবে কাঁপিনু সভয়ে।

দ্বিতীয় অশরীরী বাণী—উৎসগণ।

বিষম সে শব্দে হ'ল অশনি পতন,
শুকাইল আমাদের নীর,
চারিদিকে হত্যাকাণ্ড হেরিনু ভীষণ,
থরথরি কাঁপিল শরীর।
শোণিত কলুষে হ'ল দেহ কলঙ্কিত,
আহতের বিকট চীৎকারে ১৬৮

ডুবিল কল্লোল-গীতি, নীরবে ধাবিত
হইলাম নগরে, কান্তারে।

[illegible] অশরীরী বাণী—পবন।

লভিলে জনম ধরা নগ্ন দেহে তার
আমি দিনু নানাবিধ সজ্জা আস্তরণ;
ভগ্ন হ'ত শান্তিময় বিশ্রাম আমার
শুনি তা'র মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন।

[illegible] অশরীরী বাণী—বাত্যাবর্ত্ত।

আমরা অশ্রান্ত গতি কত যুগ ধরি
ছুটিতেছি গিরি কোলে ঘুরিয়া ফিরিয়া
শন্ শন্ মহা শব্দে ঘোর রব করি,
কোন দিন কোন শক্তি এমন ডুবিয়া
ঊর্দ্ধে কিম্বা রসাতলে—করেনি বাত্যায়
হেন স্তব্ধ, হেন মূক। অশনি পতন,

দীপ আগ্নি শৈল, তান হিমাস্ত শিখায়,
কভু এমন কেন কেউ দেখেনি কখন।

প্রথম বালা।

তারা-কিরণে মোর হয়নি আনন্দ
তার কথা তোমার সে শপথ যেমন

দ্বিতীয় বালা।

এমন ভীষণ নাদ শুনি কভু নহে
তাই সাগর মাঝে থাকি নাই লবে
ভেসে গেল। দেখিলাম সে মুহূর্তে স্থির
উন্মত্ত সাগরবক্ষে নিদ্রিত নাবিক
উঠিল চমকি লক্ষে তরী মাঝে তা'র,
বেদনা-কম্পিত স্বরে করিল চীৎকার
"অহো কি বিষম, মোর হ'ল সর্ব্বনাশ,"
অকস্মাৎ কি যেন সে পেয়ে মহা ত্রাস ১০২

ক্ষিপ্ত হয়ে, উন্মত্ত সে সাগরের প্রায়,
হারাল জীবন তার মহাকাশে সেথায়।

তৃতীয় বাণী।

সে ঘোর আহ্বান শু'নে সাগ্রহে আমার—
উর্দ্ধে স্বর্গ পুরী, নিম্ন বসুন্ধরা যার—
বিষম বিদীর্ণ ক্ষত, দুর্দ্দশা এমন
আর কভু হেরে নাই আমার নয়ন
আবার সে ক্ষত মাঝে ফাটিল ভরিয়া
তাহার শোণিত রাশি যেন বাহিরিয়া
আঁধারে ফেলিল ঢাকি নিখিল গগন,
লুকা'ল সে আবরণে দিনের বদন।

চতুর্থ বাণী।

ছুটিনু পশ্চাতে মোরা ভয়ে জড় সড়
হেরিলাম সে নিনাদে ধ্বংসের স্বপন, ২০৮

পুরঞ্জন

তুষার-গহ্বরে তাই উঠে দিনু বড়
নীরবে মূষিকের মত বাঁচাতে জীবন,
যদিও সে নীরবতা জানিনু নিশ্চয়
আমাদের কাছে হবে জীবন্ত নিরয়

ধরাদেবী।

উত্তুঙ্গ গিরির গুহা—বদন তাহার
যদিও রসনাহীন—উঠিল কাঁদিয়া
'হল সর্বনাশ' বলি; ঊর্দ্ধে স্বর্গে তার
দেবগণ সায় দিয়া কহিল ডাকিয়া
'হল সর্ব্বনাশ'; নীল তরঙ্গ নিচয়
সিন্ধু হ'তে বেলাভূমে করি আরোহণ
পবনে কহিল গর্জ্জি 'সর্ব্বনাশ হয়',
শুনি ভয়ে শুষ্ক মুখ হল জীবগণ।

পুরঞ্জন।—

মাতঃ!
শুনিলাম বজ্র কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী,—

কিন্তু এত অভিশাপ নহে সে আমার।
তুমি কি সন্তান তব আছে যত প্রাণী
অবজ্ঞা করিছ মোরে; অথচ যাহার
দৃঢ় সহিষ্ণুতা বলে রয়েছ বাঁচিয়া
নির্ম্মম বাসব-রাজ্যে আজিও সকলে।
চূর্ণ হয়ে কোন্ দিন যাইতে উড়িয়া
অদম্য পাশব তার অত্যাচার বলে
প্রভাত বায়ুর সনে কুয়াসার প্রায়
যদি না আবরি আমি রাখিতাম সবে
আপন সাহস বলে। চিননা আমায়?
ভুলেছ সে পুত্রে তব, প্রধান দানবে?
তোমাদের সে ভীষণ অরাতির করে
সহি পাষাণের মত যাতনা অপার
দিবা নিশি এত যে গো বিশ্বহিত তরে,
তার তরে ভালবাসা নাহি কি গো আর? ২৩১

পর্ব্বত বেষ্টিত ওহে বিশাল প্রান্তর!
গলিত তুষার সৃষ্ট, হে গিরি নির্ঝর!
যত যে কুহেলি ঘেরা তব কলেবর
মোর দেহ হ'তে আজি কত না অন্তর!
তোর ওই ছায়াস্নিগ্ধ বনান্তের পথে
ভ্রমিয়াছি কতদিন সাধনার সনে
পান করি সুধা তার আঁখি-পদ্ম হ'তে,
কত না দিয়েছ সুখ তোমরা জীবনে।
তোমাদের অধিষ্ঠাত্রী তবে সে দেবতা
আজি কেন মোর প্রতি হয়েছে নির্দ্দয়?
কি দোষ আমার পেয়ে ভুলিয়া মমতা
ঘৃণায় আমার সনে কথা নাহি কয়?
নির্ম্মম ভীষণ দৈত্য পিশাচ বাহন
সগর্ব্বে শকটে যবে করি আরোহণ
আপনার পথে যাই করিয়া লুণ্ঠন

দেশের সর্ব্বস্ব, নাশে মানব জীবন,
এখন যে বীরবর ভীম বাহুবলে
অব্যাহত গতি রোধ করিয়া তাহার,
দলিয়া ফেলিতে ধায় নিজ পদতলে
স্বার্থান্ধ কুৎসিত দেহ সেই পাপাত্মার,
সে কি নহে জগতের আপনার জন?
সে নহে হিতৈষী বন্ধু? আমিও তেমন
জগতের মহা শত্রু দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জন
সেই বাসবের শক্তি করিতে হরণ,
একচ্ছত্র অধিকার, বঞ্চনা, বন্ধন
ঘুচাইতে প্রাণপণে করিনু যতন।
বিশীর্ণ কাঙ্গাল কুল হের একবার
বেদনা কাতর কণ্ঠে করিছে রোদন,
গিরিতট, নদী, বন সমগ্র সংসার
ভরে গেছে আর্ত্তনাদে, আহা কি ভীষণ!

পুরঞ্জন

তবু কি হয়েছে সবে বধির এমন,
দিবেনা আমার ডাকে সাড়া ? বন্ধুগণ !

ধরাদেবী—

ভয়ে সবে আছে চুপ করে,
মুখে কারো শব্দ নাহি সরে।

পুরঞ্জন

কেন ভয় ? তাহারাও আমারি ইচ্ছায়
আজি সেই অভিশাপ শুনাবে আমায়।
অহো ! এই মৃদু ভাষে কে কহিছে কথা ?
বিষম পরশ তার ; কিসের বারতা ?
বচনের নাহি শব্দ, কিন্তু তবু তায়
বিদ্যুৎ চমকি যায় শিরায় শিরায়।
একি বাণী ? শ্রবণে সে পশেনি যখন
পরশে জানায়ে দেয় বেদনা আপন। ১৭৪

কে তুমি অদৃশ্য আত্মা ? কি কহিতে চাও ?
আজি সেই অভিশাপ আমারে শুনাও।
অশরীরী বাণী তব ঘুরিয়া ফিরিয়া,
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, দিতেছে কহিয়া
তুমি মোর আশে পাশে করিছ ভ্রমণ,
হিতৈষী আমার তুমি, তুমি বন্ধুজন।

রাদেবী——

জীব তুমি, কি শুনিবে তোমার এ কাণ,
কেমনে বুঝিবে তুমি বচন তাহার ?
পরলোকে আত্মা যার করেছে প্রস্থান
তাহার ভাষা যে হবে অবোধ্য তোমার।

রঞ্জন——

তুমিত জীবন্ত আত্মা, জীবের ভাষায়
প্রেতের সে বাণী আজি শুনাও আমায়। ২৮৬

ধরাদেবী—

কহিতে ডরাই আমি জীবের মতন,
পাছে সেই স্বরগের ক্রূর অধিপতি
আমার সে বাক্যাবলী করিয়া শ্রবণ
পশ্চাতে করিবে মোর অশেষ দুর্গতি।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে, আহা কি ভীষণ!
দিবানিশি ভ্রমি আমি চক্রের মতন,
ইহার অধিক যদি করেন পীড়ন
বলনা কেমনে আমি সহিব তখন?
আপন স্বরূপে আমি কহি যে কথন
দেবতার কর্ণ তাহা করেনা শ্রবণ।
তোমার ত সূক্ষ্মরূপে স্থিতি, হে মহান!
শ্রেষ্ঠ তুমি দেব হ'তে, জ্ঞানে গরীয়ান,
পূজ্য তুমি, করুণার ছবি মূর্ত্তিমান।
দয়া করে শোন তবে করি প্রণিধান।

পুরঞ্জন-

নিষ্প্রভ ছায়ার মত অস্পষ্ট গভীর
দ্রুতগতি ভয়ঙ্কর চিন্তা শত শত
ঘুরিছে মস্তকে মোর, মুগ্ধ বিরহীর
সতত বেদনা ক্লিষ্ট প্রণয়ের মত
দিবানিশি প্রাণ মোর করিছে অস্থির।
কিন্তু সেই ভাবনায় যে সুখ তাহার
তার এক রতি নাহি অদৃষ্টে আমার।

ধরাদেবী-

না, না, তুমি শুনিবেনা আমার বচন,
এ রসনা যেই ভাষা করে উচ্চারণ
তাহা শুধু মরতের মর জীবগণ
পায় শুনিবারে, কিন্তু তোমার মতন
অমরের কর্ণ কভু করেনা শ্রবণ। ৩১২

পুরঞ্জন-

কে তুমি কাতর কণ্ঠে সম্ভাষিছ মোরে ?

ধরাদেবী—

আমি সেই ধরাদেবী, জননী তোমার,
হে নন্দন ! আনন্দের পূর্ণ অবতার !
দিগন্ত উজ্জ্বল করি গৌরব ছটায়
মোর বক্ষঃ হতে যবে অংশুমালী প্রায়
উঠিয়া মধুর কণ্ঠে করিলে আহ্বান
ভ্রাতৃগণে, দৈন্য ক্লিষ্ট আমার সন্তান
—পতিত অধম— ধূলা ঝাড়ি আপনার
দাঁড়াইল শীর্ণ দেহে সম্মুখে তোমার ।
আনন্দের ধারা মোর শিরায় শিরায়,
পাষাণের দাগে দাগে, শাখায় শাখায়,
পুষ্পিত পল্লব গুচ্ছে, কি শ্যাম লতায়, ৩২২

বহি গেল সর্ব্ব অঙ্গে সে দৃশ্যে, শোণিত
যেমতি জীবের দেহে হয় সঞ্চালিত।
উচ্চ বৃক্ষ শিরে পত্র উঠিল কাঁপিয়া
শীতল সমীরে তব প্রতিভা হেরিয়া।
আর সেই আমাদের সর্ব্ব শক্তিমান
অত্যাচারী অধীশ্বর ভয়ে কম্পমান
সে মূর্ত্তি হেরিয়া, তাই প্রহরণ ঘায়
পাষাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল তোমায়।
হায় বৎস, হেরি এই বন্ধন তোমার
সহিনু যে কি বেদনা কি বলিব আর।
অই যে ঘুরিছে কত গ্রহ অনুক্ষণ
জ্বলি বহ্নি সম, তার অধিবাসীগণ
হেরিয়াছে স্বর্গ পুরে কেমনে আমার
প্রদীপ্ত গোলক দীপ্তি হারা'ল তাহার।
ভীষণ বাত্যায় সিন্ধু উঠিল গর্জ্জিয়া, ৩৩৯

ভূকম্প গহ্বর হ'তে উঠিল জ্বলিয়া
কি ভীষণ অগ্নিশিখা ধূমকেতু প্রায়
তুষার মণ্ডিত চারু পর্ব্বতের গায়।
কুটিল নয়নে উর্দ্ধে ভ্রুকুটি করিয়া
চাহিল দেবতা, বুঝি সে রোষ হেরিয়া
গর্জ্জিয়া উঠিল তার অনুচরগণ—
বরষা প্লাবন আর অশনি পতন।
কণ্টকে, পূরিল দেশ; ত্যজি দীর্ঘশ্বাস
ছাড়িল বুভুক্ষু ভেক বিলাস আবাস।
চারিদিকে মহামারী লাগিল ভীষণ,
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী তায় ব্যাদানি বদন
গ্রাসিল মানবকুল, পশু পক্ষীগণ,
কীট পতঙ্গম সবে হারাল জীবন।
শুষ্ক হ'ল তরু, লতা, শ্যাম দুর্ব্বাদল,
জীবের জীবনরূপী মরিল ফসল। ৩৫৪

দৃঢ় মূল রস হর বিষাক্ত কুৎসিত
জনমিল শস্য ক্ষেত্রে কি এক উদ্ভিদ,
টানিল সকল রস ; আমি পুনর্ব্বার
ঢালি মোর বক্ষঃ হতে স্তন্য সুধাধার
সেই শস্য পাদপের বাঁচাব জীবন
আমার এমন শক্তি ছিলনা তখন।
পুত্রঘাতী দেবতার হেরি ব্যবহার
বহিল যে দীর্ঘশ্বাস এ বক্ষে আমার,
—রোষে, ক্ষোভে, উৎকণ্ঠায়, ঘৃণায় লজ্জায়—
ছিল যে পীযূষ, সব শুষ্ক হল তায়।
সেই অভিশাপ তব করেছি শ্রবণ,
যদ্যপি এখন তব নাহিক স্মরণ,
অনন্ত সরিৎ, সিন্ধু, গিরি গুহা মম,
ঝটিকা, অনিল মৃদু পূত মন্ত্র সম
মূক কণ্ঠে বাণী তব রেখেছে গাঁথিয়া। ৩৬৯

পুরঞ্জন

আশার আনন্দে যায় পরাণ ভরিয়া
চিন্তি যবে সেই রৌদ্র বচন তোমার ;
কিন্তু ভয়ে কেহ নাহি কহে পুনর্ব্বার।

পুরঞ্জন——

আমি ভিন্ন, ওগো পূজ্যা জননী আমার !
হেরি যত এ জগতে সন্তান তোমার
দিকে দিকে করিতেছে জীবন ধারণ,
তারা সবে সহে যবে দুঃখের বেদন,
তোমার মঙ্গল করে লভিয়া সান্ত্বনা
হয় তৃপ্ত ; পূর্ণ করি বিলাস বাসনা
ভুলাও সন্তান সবে কুসুম সৌরভে ;
সুরসাল ফলে কিংবা সঙ্গীতের রবে
মুগ্ধ হয় তারা ; প্রাণে জেগে উঠে আশা
কত শত মধুময়, প্রেম, ভালবাসা ৩৮'২

—যদিও ক্ষণিক ;—পোড়া অদৃষ্টে আমার
নাহি এক রতি তব সেই সান্ত্বনার।
আমি শুধু মাগি, মাগো ! ধরি তব পায়
আমার সে অভিশাপ শুনাও আমায়।

ধরাদেবী——

পাইবে শুনিতে, কর ধৈরয ধারণ
ক্ষণতরে, ওরে বৎস ! শুন, একদিন—
তখনো প্রাচীন আদি সভ্য বেবিলন
ওঠেনি গড়িয়া, ছিল ধূলি মাঝে লীন,—
জোরোষ্টার জগতের মনীষী প্রথম
উদ্যান বাটিকা মাঝে হেরি ছায়াময়
ভ্রমিতেছে আপনার মূর্ত্তি মনোরম
দ্বিতীয় পুরুষ এক, মানিল বিস্ময়।
এই যে হেরিছ তুমি সম্মুখে তোমার

জীবন্ত জগৎ, যেথা ভ্রমে জীবগণ,
নিশ্চয় জানিও আছে ইহা ছাড়া আর
রসাতলে স্থিত এক দ্বিতীয় ভুবন।
ধরার জীবের যত ছায়া মূর্ত্তিগণ,
যতদিন তাহাদের না হয় মরণ,
সূক্ষ্মরূপে সেই দেশে করে বিচরণ
প্রতীক্ষায় তার ;—ভবে বিরহী যেমন
প্রতীক্ষায় ভ্রমে দুঃখে বঁধুর লাগিয়া
যত দিন নাহি তার পায় দরশন,
তেমতি তাহারা ;—শেষে মরণ আসিয়া
ঘটায় সে উভয়ের অনন্ত মিলন।
যাদৃশী ভাবনা যার হেথা এ ধরায়,
কল্পনা, তপস্যা, যার বাসনা যেমন,
সেইরূপে মূর্ত্তি তার ভ্রমিছে সেথায়
শান্ত, ভয়ঙ্কর, কেহ প্রফুল্ল বদন।

ঘূর্ণাবর্ত্তে গিরিপরে ছায়ামূর্ত্তি তব
ভুলিছে বিকৃত রূপে জানিও সেথায়,
সপ্তলোক অধিবাসী দেব কি দানব
মিলেছে সকলে সেথা যে আছে যেথায়
ছায়ারূপে। কোথাও বা রাজদণ্ড করে
শোভিছে বিরাট মূর্ত্তি; কোথা বীর্য্যবান্
দাঁড়াইয়া নরসিংহ; কোথা পশু চরে;
কোথা ভীম মহাকাল ছবি মূর্ত্তিমান্
নৈরাশ্যের; সর্ব্বোপরি রত্ন-সিংহাসন
তপ্ত স্বর্ণ বিমণ্ডিত শোভে চমৎকার,
তাহে সেই স্বেচ্ছাচারী রাজার মতন
বিরাজিছে ছায়ামূর্ত্তি প্রতিকৃতি তার।
ইহাদের স্মৃতি পথে রয়েছে জাগিয়া
তোমার সে অভিশাপ, যারে ইচ্ছা হয়
লহ বৎস! তারে আজি হেথায় ডাকিয়া,

সেই অভিশাপ-বাণী কহিবে নিশ্চয়।
আপনার প্রেতে ডাক যদি লয় মনে,
কিংবা সেই বাসবের নির্দ্দয় আত্মায়,
অথবা সে প্রেতপুরী যাঁহার শাসনে,
কিংবা যে বিরাজে নিত্য প্রচণ্ড বাত্যায়।
বাসবের ঈর্ষ্যাজাত যত দেবগণ,
ঘটায়েছে সর্ব্বনাশ যাহারা তোমার,—
নিখিল এ ধরণীর অশিব কারণ,—
চরণে দলেছে সব সন্তানে আমার,
জিজ্ঞাস যাহারে, তার পাইবে উত্তর।
জনহীন প্রাসাদের মুক্ত দ্বারে যথা
বরষার বারিপাত কিংবা মহাঝড়
প্রবেশি জাহির করে আপন ক্ষমতা,
তেমনি সে বাসবের ঈর্ষ্যা ভয়ঙ্কর
বিশাল এ একচ্ছত্র রাজ্যে আপনার

অসহায় দুর্ব্বলেরে দলি নিরন্তর
হের কি পশুত্ব সেথা করিছে বিস্তার।

পুবঞ্জন——

থাক্ মাতঃ, আর যেন কোন কুবচন
কণ্ঠ মোর, কিম্বা যে বা আমার মতন
কণ্ঠ তার, কভু নাহি করে উচ্চারণ।
ঈর্ষ্যাদ্বেষক্রোধমুক্ত হ'ক মোর মন।
বাসবের প্রেত-মূর্ত্তি! রয়েছ কোথায়?
এস ক্ষণেকের তরে, আহ্বানি তোমায়।

সরলা——

কর্ণ মোর আচ্ছাদিত পক্ষ যুগলে,
পক্ষ মোর ঢাকিয়াছে আঁখি কমলে,
তবু সে আঁধারে হেরি রক্তত-রেখা, ৪৫১

পুরঞ্জন

পালকের ফাঁকে-ফাঁকে যাইছে দেখা,
আসে এক ছায়া মূর্ত্তি, কিসের ধ্বনি
পশিছে শ্রবণে, বুঝি সে গ্রহ শনি
নব অমঙ্গল লয়ে আসে ছুটিয়া,
ভাবিতেও প্রাণ ভয়ে ওঠে কাঁপিয়া।
আমরা যে তব পদ তলে পতিত,
হে লাঞ্ছিত, হে বেদনা-ভারে পীড়িত!
আছি কত যুগ ধরে, দিদির লাগি,
পাহারা দিবার তরে রয়েছি জাগি।

মণীষা——

ভূগর্ভ বাত্যার শোন বিষম গর্জ্জন।
ভূমিকম্পে গিরিবর গিয়াছে ফাটিয়া,
তাহার গহ্বরে বুঝি জ্বলে হুতাশন
প্রচণ্ড বায়ুর সনে মিশিয়া মিশিয়া। ৪৬৪

সে রবের অনুরূপ একি ভয়ঙ্কর
আসিছে ভৈরব মূর্ত্তি, চলন গর্ব্বিত,
ক্ষীণোজ্জ্বল স্বর্ণদণ্ডে শোভে রাজকর,
নীলাভ লোহিত বেশ তারকা মণ্ডিত।
সুস্পষ্ট দেখায় করে ধমনী তাহার
নীরদে সে দণ্ড যবে করিছে স্থাপন,
ক্রূর মূর্ত্তি, বীর, তবু শান্তির আধার,
করে অত্যাচার, যেন সহেনা কখন।

াসবের ছায়ামূর্ত্তি——

শূন্য গর্ভ প্রেত আমি অসার দুর্ব্বল,
তাহাতে আজিকে এই ঝটিকা প্রবল,
অজানিত পাতালের গুপ্ত শক্তিগণ
তবু কেন হেথা মোরে করিল প্রেরণ!
আমরা মলিন মূর্ত্তি ছায়ালোকবাসী ৪৭৭

পুরঞ্জন

যে ভাষা প্রেতের যোগ্য সদা ভালবাসি,
আজি তার বিপরীত একি বাণী, স্বর
উচ্চারিতে ব্যগ্র মোর হয়েছে অধর !
কে তুমি হে বীরবর বেদনা কাতর ?

পুরঞ্জন——

অহো ! কিবা ভীতি প্রদ ! হে মূর্ত্তি মহান !
যোগ্য ছায়া তুমি তাঁর প্রতিরূপ যাঁর !
আমি তাঁর মহাশত্রু দানব প্রধান।
যে কথা শুনিতে আজি শ্রবণ আমার
উৎকণ্ঠিত, কহ সেই অভিশাপ বাণী
যদিও সে বাক্য সনে অন্তর তোমার
বহিবে না, বুঝিবে না অর্থ তার, জানি।

ধরাদেবী——

উন্নতগগনচুম্বী পর্ব্বত ধূসর ! ৪৮৯

যুগান্তের সাক্ষী ওহে বনদেবগণ !
ভবিষ্যকথনক্ষম হে গিরি গহ্বর !
শোন আজ প্রেতাশ্রিত ওহে প্রস্রবণ !
দ্বীপমেখলারূপিণী গিরি নির্ঝরিণি !
যে কথা কহিতে শক্তি নাহিক তোমার,
শুন আজি সেই বাণী আনন্দদায়িনী,
সাবধান ! প্রতিধ্বনি করিও না তার।

ছায়ামূর্ত্তি-

বজ্রমেঘে ভাঙ্গি চূরি বিদ্যুৎ যেমন
ছুটে আসে ধরা মাঝে কাঁপায়ে গগন,
সবলে আমার কণ্ঠ করি আকর্ষণ
তেমনি কহিছে কথা প্রেত কোন জন।

মণীষা——

হের কিবা তেজঃপুঞ্জে গর্ব্বিত বদন ; ৫০১

পুরঞ্জন

প্রতিভার দৃষ্টি হানে যুগল নয়ন ;
প্রদীপ্ত বদন তার তুলিছে যেমন
আঁধারের কালিমায় ঢাকিছে গগন।

সরলা——

প্রেত মূর্ত্তি কহে কথা, পালাব কোথায় ?

পুরঞ্জন——

গাম্ভীর্য্যের গর্ব্বে ভরা শান্ত ভঙ্গিমায়,
তাচ্ছিল্যের ঘৃণা দৃষ্টি-নির্ভীক স্পর্দ্ধায়
বদন মণ্ডলে ওর পড়েছে যে রেখা
তাহে সেই অভিশাপ রহিয়াছে লেখা।
সকল আশায় হ'লে অন্তর নিরাশ
—রুদ্ধ বেদনারে যেন করি উপহাস—
অধরের প্রান্তে ফুটে যে হাসির রেখা ৫১২

সেই হাসি মুখে ওর যাইতেছে দেখা।
মোর শাপে হেরি যেন তোমার বদন
মসীকলঙ্কিত, তবু কর উচ্চারণ ।

ছায়ামূর্ত্তি —

ঘৃণিত পিশাচ! তোরে কহিনু নিশ্চয়,
তোর ভয়ে মোর কভু কাঁপেনা হৃদয়।
নির্ভীক হৃদয়ে কহি দৃঢ়তার স্বরে,
নিষ্ঠুর! তোমার বাহু যত শক্তি ধরে,
হান আজি বজ্ররূপে আমার মাথায়,
নিশ্চয় জানিও আমি ডরিব না তায়।
দেবতা, মানব যত, তব অত্যাচারে
বিষম পীড়িত সবে; তথাপি আমারে
পারিবেনা বশে তব আনিতে কখন,
নিশ্চয় কহিনু তোরে ওরে পাপাত্মন্!

দারুণ দুর্দ্দৈব রাশি যে আছে তোমার
সহিতে প্রস্তুত আজি এ দেহ আমার।
পাষণ্ড! কুৎসিত ব্যাধি, কিংবা হেন ভয়
মস্তিষ্কের জ্ঞানশক্তি যা'তে পায় লয়,
অথবা পর্য্যায় ক্রমে গ্রীষ্ম, শীত হেন,
অস্থি মাংস মজ্জা মোর ছিঁড়ে ফেলে যেন,
পাঠাও এ দেহে মোর যাহা মনে লয়,
তথাপি তোমারে আমি করিব না ভয়।
বজ্ররূপে ক্রোধ তব আসুক উড়িয়া,
অসিধার বর্ষোপল ফেলুক কাটিয়া
অঙ্গ মোর, দলে দলে কিংবা ভয়ঙ্কর
জিঘাংসা পিশাচীবৃন্দ আসুক সত্বর
প্রচণ্ড বাত্যায় উড়ি, নাহি তাহে ডর।
শক্তিধর! দেহ ক্লেশ যাহা ইচ্ছা হয়।
এ সৌর জগৎ তুমি করিয়াছ জয়,

পারনি করিতে জয় আপন আত্মায়,
আনিতে পারনি বশে আমার ইচ্ছায়।
ওই যে গগণলম্বী প্রাসাদ শিখর
নয়নের তৃপ্তিকর শোভে মনোহর,
সেথা হ'তে দুর্ব্বিপাক করহ প্রেরণ
মানবের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন।
যারা মোর প্রিয় বন্ধু, আপনার জন,
কলুষিত আত্মা তব ঈর্ষা পরায়ণ
তাদের অদৃষ্ট চক্রে করুক ভ্রমণ।
আমার ও আমার সে বন্ধুজন তরে
রেখেছ দারুণ দণ্ড যত ঘৃণাভরে,
মুক্তপ্রাণে আজি আমি করি আবাহন,
কর তবে, হে রাজন! করহ প্রেরণ।
বিদ্রোহী মস্তক মোর, বিনিদ্র নয়ন,
যতদিন রাজ্য তুমি করিবে পালন

অই ঊর্দ্ধে স্বর্গ হ'তে ওহে, রাজ্যেশ্বর !
যাতনা সহিতে কভু হবেনা কাতর ।
জ্বালাময় এ জগৎ রেখেছ করিয়া
পূর্ণ আপনার তেজে, ওহে বিশ্বপতি !
স্বর্গ-মর্ত্ত্যবাসী তাই শঙ্কায় মরিয়া
পূজিছে, চরণে তব করিছে প্রণতি ।
হে বিশ্বের মহাবৈরি ! কর কর্ণপাত,
তব অত্যাচারে এই পীড়িত জনার
বিদ্ধ মরমের শোন এ অভিসম্পাত ;—
মোর শাপে এ পাপের অনুতাপ ভার
কঠিন বন্ধনরূপে জ্বালাবে তোমায়,
এই যে হেরিছ তব অনন্ত জীবন
সুখময়, বিষদিগ্ধ পরিচ্ছদ প্রায়
তাহারে করিয়া দিবে সে পাপ বন্ধন ।
এই যে অসীম শক্তি হেরিতেছ আর,

ইহা হ'বে বেদনার মুকুট ভূষণ,
চূর্ণীভূত করে দিবে মস্তিষ্ক তোমার
ভীষণ জ্বলন্ত তার গলিত কাঞ্চন।
কুকার্য্য করেছ যত, মোর অভিশাপে
তার ভারে আত্মা তব হবে প্রপীড়িত;
হেরিবে সত্যের জয়, আপনার পাপে
যখন হইবে তুমি শ্রীভ্রষ্ট, পতিত।
অনন্ত জগৎ, তব অনন্ত জীবন,
মর্ম্ম-পীড়া হ'ক তব অনন্ত তেমন।
নিশ্চিন্ত মহিমাময়ী শক্তিতে আপন
প্রতিষ্ঠিত, রৌদ্রমূর্ত্তি! রয়েছ এখন,
কিন্তু সে অশুভ দিন আসিবে যখন,
দুষ্কৃত তোমার কিছু রবেনা গোপন।
তব সে কলুষদুষ্ট আত্মার পতন
আনন্দে সকল জীব করিবে দর্শন। ৫৮৫

যাহাদের সর্ব্বনাশ করেছ সাধন
তাহাদের ঘৃণা তব পশ্চাতে ছুটিয়া
অনন্তের তরে বুঝি, গর্ব্বিত রাজন্!
তোমারে অতল গর্ভে দিবে ডুবাইয়া।

পুরঞ্জন——

এই কি গো, মা, আমার সে শাপ বচন?

ধরাদেবী——

হাঁ বাছনি, ঠিক তুমি বলেছ যেমন।

পুরঞ্জন——

আহা, শুনে অনুতাপ হতেছে এখন,
অসংযত রসনাগ্রে কেন বা এমন
সহসা অসার বাক্য হল উচ্চারিত;
অথবা বিষাদে মগ্ন রহে যার মন
হিতাহিত জ্ঞান তার হয় তিরোহিত। ৫৯৬

কোন জীব কভু যেন সহেনা বেদন।

ধরাদেবী-

হায় পোড়া অদৃষ্ট আমার ।
কার দিকে চাব তবে আর ?
জানিতাম অভাগার যতেক সন্তান
তোমারি আশ্রিত, তব বলে বলীয়ান্।
তুমিও ইন্দ্রের ভয়ে হারাইলে জ্ঞান ?
তোমারও যদি শেষে ঘটিল পতন,
কে আর তা'দের তবে রক্ষিবে এখন ?
কাঁদ তবে উচ্চৈঃস্বরে যত জীবগণ
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে বিদারি গগন ;
পর্ব্বতে, প্রান্তরে, বনে, জলে, কিংবা স্থলে,
যে আছ যথায় আজি কাঁদ গো সকলে ;
কাঁদ প্রেতলোকবাসী ; এ দগ্ধ হৃদয়, ৬০৯

পুরঞ্জন

আমার এ পোড়া প্রাণ কাঁদিবে নিশ্চয়
তোমাদের কণ্ঠ সনে কণ্ঠ মিশাইয়া।
যে ছিল আশ্রয়-তরু, গেল সে ভাঙ্গিয়া।

প্রথম প্রতিধ্বনি

আমাদের রক্ষকের হয়েছে পতন।

দ্বিতীয় প্রতিধ্বনি

তা'র হয়েছে পতন।

সবলা——

মা ভৈষীঃ, মা ভৈষীঃ, কেহ ভেবনা এমন,
ক্ষণিক এ চিন্তা-ব্যাধি, রবে না কখন।
এখনো এ মহাত্মার হয়নি পতন।
অই যে তুষারাবৃত গিরিশির মাঝে
সুদূরে নির্ম্মেঘ নীল শূন্য দেশ রাজে,

সেথা হ'তে হের ওই আসে কোন জন,
স্বর্ণ-পাদুকায় তার শোভিত চরণ ;
উর্দ্ধ হ'তে নিম্ন দিকে পদ সঞ্চালনে
আসিছে তির্য্যক্‌গতি বাহিয়া পবনে ;
হেমাভ লোহিত রঙ্গে আহা কি সুন্দর
শোভিছে পালকে ঢাকা পক্ষ মনোহর ;
আহা ! যেন গজদন্ত বিনির্ম্মিত কায়,
লাবণ্যে ভরেছে কিবা গোলাপী আভায় ,
ঊর্দ্ধে প্রসারিত তার বামেতর কর
ভুজঙ্গ বেষ্টিত দণ্ডে শোভে কি সুন্দর।

মণীষা——

বাসবের অনুচর বিশ্বদূত ইনি ।

সরলা——

কে অই পশ্চাতে আসে কিন্নরীর দল ৬৩১

(১) শত গুচ্ছে শোভে যার কুটিল কুন্তল ?
লোহময় কৃষ্ণ পক্ষে আসিছে উড়িয়া
বায়ুতে করিয়া ভর ; ভ্রুভঙ্গি করিয়া
সংযত করিছে গতি থাকিয়া থাকিয়া
অই দেব তাহাদের। জলদ পটল
গগনে উড়িতে যথা করে কোলাহল
পরস্পর সংঘর্ষণে, অনন্ত সংখ্যায়
ইহারা করিছে ধ্বনি যেন তার প্রায়।

মণীষা- —

ইহারা সে দেবতার শিকারী কুক্কুর,
তুফানের সনে করে সতত ভ্রমণ ;
জীবের কাতর ধ্বনি, শোণিত প্রচুর
ইহাদের তৃপ্তি সদা করিছে সাধন। ৬৪৩

(১) যার—যাহাদের।

বিহার-শকটে যবে করি আরোহণ
বাহিরায় সুরপতি সুরলোক হ'তে,
আনন্দে তাহার সঙ্গে এই সঙ্গীগণ
ভ্রমে সে গন্ধর্ব্ব গর্ভ নীরদের পথে

সরলা।——

কিসের সন্ধানে তবে ত্বরিত গমনে
ছুটিয়া এখানে সবে আসিছে এখন ?
ব্যথিতের আর্ত্তনাদ কাতর রোদনে
হেথায় কি উহাদের হইবে তর্পণ ?

মণীষা-

পাষাণের মত হের স্থির অচঞ্চল
পুরঞ্জন, গর্ব্বহীন, প্রতিজ্ঞা অটল।

প্রথম কিন্নরী

জীবনের গন্ধ আমি পেতেছি নিশ্চয়, ৬৫৪

জীবিত এ বর বপু মোর মনে লয়।

দ্বিতীয় কিন্নরী

দাঁড়াও, পরীক্ষা করি ইহার নয়ন,
জীবিত কি মৃত তাহা বুঝিব এখন।

তৃতীয় কিন্নরী

আহবের অবসানে সমব প্রাঙ্গণে
স্তূপীকৃত শবরাশি হেরিয়া যেমন
শকুনি গৃধিনী আসে উড়িয়া সঘনে
উল্লাসে মৃতের মাংস করিতে ভক্ষণ,
তেমনি এ বরবপু হেরিয়া ইহার
আশায় করিছে নৃত্য মানস আমার;
দুঃসহ ব্যথায় মর্ম্ম পীড়ি এ জনার
না জানি লভিব কত আনন্দ অপার।

প্রথম কিন্নরী

বিলম্বে কি কাজ আর, ওহে কর্ম্মদূত।
কর স্ফূর্ত্তি নরকের সারমেয়গণ ;
কে জানে বিলম্ব হেরি সেই মায়াসুত
ক্রোধে নাহি আমা সবে করিবে চর্ব্বণ ?
ক্রীড়ার কন্দুকে কিংবা হব পরিণত
মুহূর্ত্তে, ইচ্ছায় তাঁর, কে জানে কখন ?
সেই সর্ব্বনিয়ন্তার অনুচর যত
এ বিশ্বে তুষিতে তাঁরে পারে কতক্ষণ ?

দেবদূত—

অলস কিন্নরীবৃন্দ ! চলে যাও দূরে,
ফিরে যাও আপনার লৌহময় পুরে,
অনলে আবৃত হ'য়ে আকুল ক্রন্দনে
ঘর্ষণ করহ দন্ত সেথা অনশনে। ৬৭৭

এস হে রাক্ষস, ভূত, এস লো ডাকিনি !
এস রে পিশাচ, পিশাচিনী কুহকিনী
সকলের সেরা, যার বিষম মায়ায়
(১) থিবিসের অধীশ্বরী বিষাক্ত সুরায়
একদা করিয়া পান, তার ফলে, হায়,
প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাম লভি অবশেষে
অনুতাপ যাতনার মর্ম্মভেদী ক্লেশে
সহিলেন কত দুঃখ। আসি হেথা সবে
পিশাচ, পিশাচী ওগো ! তোমরাই সবে
কিন্নরীগণের কার্য্য করহ সাধন,
বাসবের মনোরথ হউক পূরণ।

প্রথম কিন্নরী

রক্ষা কর, ধরি দু'টী পায়,
মরি মোরা বাসনার বিষম জ্বালায়, ৬৮৯

(১) Thebes

আকাঙ্খার না হ'তে পূরণ
করিওনা বিতাড়িত, এই নিবেদন।

দেবদূত——

নীরবে ক্ষণেক তবে কর অবস্থান।
অহো! কি ভীষণ জ্বালা দানব প্রধান
সহ তুমি দিবানিশি। অতি অনিচ্ছায়
আজি সে মহিমাময় সর্ব্ব শক্তিমান
পিতার আদেশে আমি এসেছি হেথায়
করিতে তোমারে পিষ্ট হিংসাউদ্ভাবিত
আবার নূতনতর বিষম ব্যথায়।
তব দুঃখে দুঃখী আমি, লয়ে এ ঘৃণিত
জীবন, মরমে আছি মরিয়া লজ্জায়।
ঘুচাইতে শক্তি যদি থাকিত আমার
এ বিষম জ্বালা তব, অসহ্য বেদন, ৭০২

আমা হ'তে হত যদি কোন উপকার,
ধন্য হ'ত বুঝি মোর তুচ্ছ এ জীবন
চাহিলে তোমার প্রতি ক্ষণেকের তরে
স্বর্গ মোর মনে হয় নরকের মত,
ভগ্ন দেহ শব—ক্লিষ্ট বেদনার ভরে—
জাগি মনে ক্লেশ মোরে দেয় অবিরত।
সে ব্যথিত মূর্ত্তি যেন নিশিদিন, হায়,
যেথা যাই মনে হয় পাছে পাছে ধায়,
হাসিয়া ঘৃণার হাসি তীব্র ভর্ৎসনায
লাঞ্ছিত অবমানিত করিছে আমায়।
প্রাজ্ঞ তুমি, ধীর তুমি, ওহে মতিমান!
বৃথা এ প্রয়াস কেন? ভেবে দেখ চিতে
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যিনি সর্ব্বশক্তিমান
কতক্ষণ তাঁর সনে পারিবে যুঝিতে?
ওই যে অশ্রান্ত দেহ শশাঙ্ক, তপন, ৭১৭

ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে গগনের গায়,
শ্রান্ত যেন পদগুলি করিতে গণন,
কত জ্ঞান অভিজ্ঞতা তা'রা দিয়া যায়,—
অনন্ত কালের হাতে নাহি পরিত্রাণ
তা'দের এ শ্রম হতে, সে যে মহাকাল।
কত যুগ ধরি তারা এই শিক্ষা দান
করিছে কে জানে দিবে আরো কত কাল।
নব নব যন্ত্রণার ধারা উদ্ভাবন
কর্ত্তব্য নরকে যার, সেই শক্তিগণ
আবার তোমারে দিতে যাতনা ভীষণ
লভেছে নবীন বল, কল্পনা নূতন।
যে নিয়ন্তা সুরপতি পীড়ক তোমার,
হেথায় আসিতে ল'য়ে সেই শক্তিগণে
আদেশ আমার প্রতি হয়েছে তাঁহার,
করিতে নিযুক্ত সবে কর্ত্তব্য সাধনে ; ৭৩২

অথবা রয়েছে যত আরো ভয়ঙ্কর
রাক্ষস, পিশাচ সেথা, আনিতে হেথায় ;
সয়েছ যে ক্লেশ যেন আরো ঘোরতর
সকলে মিলিয়া দেয় যাতনা তোমায়।
কি কাজ সে ক্লেশে ? তুমি যে তথ্য গোপন
লুকাইয়া রাখিয়াছ আপন অন্তরে,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাহা অন্য জীবগণ
নাহি জানে কেহ, কিন্তু যাহার উপরে
স্বর্গের রাজত্ব তাঁর করিছে নির্ভর,
বলে দেও খুলে ; কিসে প্রভুত্ব তাঁহার
রহিবে অটুট, হবে বিপদ অন্তর,
হে ভ্রান্ত ! কহিয়া তাঁর কর উপকার।
প্রার্থনা চরণে তাঁর কর নত হ'য়ে
বিনীত প্রার্থীর মত বিরাট মন্দিরে,
অবশ আত্মায় তব, গর্ব্বিত হৃদয়ে ৭৪৭

মধুর বিনয়ে কর নম্র ধীরে ধীরে ।
বৃথা এই অভিমান ত্যজ বীরবর,
জেনো উপকার আর নম্র বশ্যতায়
বিষম সে প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু ভয়ঙ্কর,
তাহাকেও আপনার বশে আনা যায় ।

পুরঞ্জন——

কুটিলতা কলুষিত অন্তর যাহার
এ বিশ্বে সে ভাল কিছু দেখেনা কখন,—
খলের প্রকৃতি এই—কর উপকার,
অপকারে প্রতিদান করিবে সে জন ।
ঐশ্বর্য্য তাহার যাহা দিয়াছিনু আমি,
করেছিনু উপকার, হের তার ফলে
কত বর্ষ, কত যুগ, সারা দিবাযামি
বাঁধিয়া রেখেছে মোরে কঠিন শৃঙ্খলে ।

নিদাঘে এ গাত্র দহে মধ্যাহ্ন ভাস্কর,
বিদীর্ণ করিয়া যেন ফেলে দেহ মোর,
হিম নিশি ল'য়ে যবে আসে নিশাকর
প্রচণ্ড তুহিনপাতে রাত্রি হয় ঘোর।
ক্রীড়াপুত্তলিকা তার আছে যত জন,
স্বজাতি বান্ধব, মোর প্রিয় বন্ধুগণে
ইচ্ছামাত্র তার ইচ্ছা করিতে পালন
কি নিষ্ঠুর ভাবে দেখ দলিছে চরণে।
উপকার ক'র তার এই প্রতিদান?
অথবা আমোদক্রীড়া যার অত্যাচার,
হৃদয় হয়েছে যার পাষাণ সমান,
এইরূপ কৃতজ্ঞতা যোগ্য বটে তার।
বৃথা তোষে দুষ্ট জনে বান্ধব তাহার;
কিবা ভাল, কিবা মন্দ নাহি তার জ্ঞান,
মর্কটে মুকুতা-মালা যথা উপহার,

অপমান লাঞ্ছনায় করে প্রতিদান।
আপনার রাজ্য ল'য়ে দেও তার করে,
আপনি মরিয়া তার বাঁচাও জীবন,
কৃতজ্ঞতা এক রতি নাহি তার তরে,
ঘৃণায় শঙ্কায় সদা পূর্ণ যে সে মন।
কুকর্ম্ম করেছে যত তার প্রতিফল
সে না সহি মোর শিরে দিয়াছে ঢালিয়া,
এরূপ পাপীর প্রতি মমতা কেবল
ভর্ৎসনার নামান্তর,—হৃদয়ে পশিয়া
জাগাইয়া তোলে সুপ্ত প্রতিহিংসানল।
বৃথা এ প্রয়াস তব জানিও নিশ্চয়,
বশ্যতা স্বীকার করা মোর কর্ম্ম নয়।
যেই গুপ্ত মন্ত্র লাগি সদা তার ভয়,
অথচ যা মানবের মুক্তির নিলয়,
সূক্ষ্মসূত্রবিলম্বিত কৃপাণের মত

তুলিছে মস্তক পরে তার অনুক্ষণ,
তাই ব্যক্ত ক'রে তার হ'ব অনুগত
চিরতরে মানবের লইয়া বন্ধন ?
এখনো সময়, দেব, হয়নি তাহার,
পাপের প্রশ্রয় আমি পারিবনা দিতে,
যোগাক্ তাহার মন যারা চাটুকার
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে থাকি' আনন্দিত চিতে !
চিরদিন কভু নাহি রবে শক্তি তাঁর,
একদিন জেনো স্থির আসিবে নিশ্চয়,
পাপভার বিশ্ব যবে সহিবেনা আর,
হেরিবে সকলে যথা পুণ্য তথা জয়।
এই যে ধর্ম্মের প্রতি এত অত্যাচার,
বিনা দণ্ডে ধর্ম্ম শুধু নয়নের জলে
দেখায়ে সহানুভূতি, সদয় ব্যভার
পাপীরে ডুবা'য়ে বুঝি দিবে রসাতলে।

আসিছে সে শুভদিন বুঝি ঘনাইয়া,
আমি হেথা বসে আছি তারি প্রতীক্ষায়
এ অসহ্য নিদারুণ যন্ত্রনা সহিয়া,
সে মধুর মুহূর্ত্তের আশায় আশায়।
নরকবাসিনী ওই কিন্নরীর দল
করিছে চীৎকার, শোন, বিলম্বের ভয়ে,
বাসবের বিরক্তিতে জলদ পটল
ভ্রূকুটী ভঙ্গিতে হের পড়ে নত হয়ে।

দেবদূত-

আমার অদৃষ্টে ছিল এত বিড়ম্বনা?
দিতে হবে তোমারে এ ভীষণ যন্ত্রণা?
বল বল জান যদি হে সুধী প্রবীণ
ইন্দ্রের প্রভুত্ব আর রবে কত দিন? ৮১৭

পুরঞ্জন——

জানি আমি একদিন আসিবে এমন
যেদিন প্রভুর তব হইবে পতন।

দেবদূত——

পার নাকি বীরবর করিতে গণনা
কতদিন সহিবে এ দারুণ যাতনা ?

পুরঞ্জন——

যতদিন রহিবে এ-রাজত্ব তাহার
একদিন নহে বেশী, নহে কম তার
ভুগিব এ নিদারুণ যাতনা আমার,
নির্ভয়ে সহিব এই ঘোর অত্যাচার।

দেবদূত——

তবু চিন্ত ক্ষণকাল ; অনন্ত কালের ;
সিন্ধু মাঝে অবগাহি করহ গণনা,
সীমাহীন অন্তহীন যাহার গর্ভের
ধারণা করিতে জীব হারায় চেতনা।
আমরা গণনা করি যুগ যুগান্তর,
কোটি কল্প বর্ষ কিংবা চিন্তি কল্পনায় ;
সে তাহে বুদ্বুদ্ বিন্দু ; মানব অন্তর
কত বা গণিবে তার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় ?
কল্পনা যতই ছুটে পশ্চাতে তাহার,
সে ছুটে অধিক আরো ধায় দূরে দূরে,
শ্রান্ত অবসন্ন দেহে নাহি পারি আর
ফিরে যায় ক্ষুদ্র নিজ বাস্তবের পুরে।
এই যে মন্থর গতি অশ্রান্ত যাতনা, ৮৩৮

পুরঞ্জন

আরো রবে কত কাল, অন্তর তোমার
এখনো দেখেনি বুঝি করিয়া গণনা
কবে উত্তরিবে এই পাপ পারাবার।

পুরঞ্জন——

যদিও সে কাল নাহি আসে কল্পনায়
তা'ও ত সময় হ'লে শেষ হয়ে যায়.

দেবদূত——

হয়ে ভোগসুখে রত, আনন্দে অধীর,
দেবতার মাঝে পার করিতে বসতি।

পুরঞ্জন

তাহ'লেও ত্যজিব না, জেনো তুমি স্থির,
নগ্ন গিরি পথ, এই পবিত্র দুর্গতি। ৮৪৭

দেবদূত——

অপূর্ব্ব তোমার উক্তি মানি আমি বীর,
তবু তব দুঃখে আমি হতেছি অধীর।

পুরঞ্জন-

যাদের নাহিক বোধ কি আত্মসম্মান—
স্বর্গের সে নীচাশয় ক্রীতদাসগণ,
কাঁদুক তাদের দুঃখে তোমার পরাণ,
মোর দুঃখে এ দুঃখের নাহি প্রয়োজন;
অনাবিল শান্তি তৃপ্ত হৃদয় আমার
রবির নির্ম্মল শুভ্র আলোকের মত।
বৃথা বাক্য ব্যয়ে তবে কি হইবে আর,
ডাক সে কিন্নরীদলে কার্য্যে হ'ক রত। ৮৫৭

সরলা—

দেখ দিদি, চেয়ে দেখ, আহা কি ভীষণ
অনলের রক্ত শিখা উঠেছে জ্বলিয়া,
তুষার কিরীট অই মহীরুহগণ
আমূল তাহার তেজে পড়িছে ভাঙ্গিয়া ;
দেবেন্দ্রের রোষ-বহ্নি করিয়া গর্জ্জন
উঠিছে পশ্চাতে তার গগন ভেদিয়া।

দেবদূত——

আজ্ঞা তাঁর অবশ্যই করিব পালন,
এখনি তোমার ইচ্ছা হইবে পূরণ,
যদিও সে ক্রূর কর্ম্ম মনে হ'লে, হায়,
ছিন্ন ভিন্ন হয় মর্ম্ম দারুণ ব্যথায়। ৮৬৭

মনীষা——

দেখলো, দেখলো চেয়ে কিবা মনোহর
চরণ যুগলে লগ্ন পঙ্কে করি ভর,
বাহিয়া ঈষৎ বক্র ঊষার কিরণ
আসিছে ছুটিয়া অই দেবশিশুগণ।

সরলা——

পাখায় ঢাকগো দিদি তোমার নয়ন,
কে জানে দেখিলে পাছে ঘটে বা মরণ।
শূণ্য গর্ভ সংখ্যাহীন পালকে ঢাকিয়া
ঊষার আলোক ক্ষীণ আসিছে ছুটিয়া
মৃত্যুছায়া সম, থাক নয়ন মুদিয়া।

কিন্নরীগণের প্রবেশ

প্রথম কিন্নরী——

ওহে পুরঞ্জন! ৮৭৭

দ্বিতীয় কিন্নরী——

ওহে অমর দানব!

তৃতীয় কিন্নরী——

ওহে দেবপীড়িতের হিতৈষী বান্ধব!

পুরঞ্জন——

হেথা আমি পুরঞ্জন দানব-প্রধান—
বিষম গর্জ্জনে যাবে করিছ আহ্বান—
হের শৃঙ্খলিত, ওগো মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!
কে তোমরা? কোন্ জীব? কিবা নাম ধর?
দুর্ব্বৃত্ত সে বাসবের প্রেত পুরী হ'তে
রাক্ষস পিশাচ যত এসেছে মরতে,
তার মাঝে প্রেত মূর্ত্তি কদর্য্য এমন
দেখেছি কখন মোর হয় না স্মরণ। ৮৮৭

জঘণ্য এ ছায়া মূর্ত্তি হেরিয়া আমার
মনে হয় আমি যেন লভিতেছি তা'র
ঘৃণিত কুৎসিত রূপ; বড় ত্রাসি পায়;
আবার ভরিয়া উঠে সহৃদয়তায়
অন্তর আমার হেরি এ দুর্দ্দশা, হায়;
কে তোমরা কোন্ জীব বল গো আমায়।

প্রথম কিন্নরী—

আমরা পাপের সহচর,
যাহারে আশ্রয় করি রাজার আজ্ঞায়,
ক্লেশে, ভয়ে, অবিশ্বাসে, নৈরাশ্যে, ঘৃণায়
পীড়ি সদা তাহার অন্তর;
আমরা পাপের সহচর।
শরাহত মৃগশিশু ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
অশ্রুভরা আঁখি হ'তে গলিত ধারায়

সিক্ত করি আপনার চঞ্চল চরণ,
বন পথে বাপীতটে হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস
ছুটে যায় দ্রুত যবে প্রাণের আশায়,
শিকারী কুক্কুর দল তখন যেমন
হতভাগ্য আহতের পাছে পাছে ধায়,
তেমনি জগতে যারা হতভাগ্য, হায়,
কাঁদিয়া যে জন হেথা জীবন কাটায়,
আজ্ঞা যদি দেন সুরেশ্বর,
তার স্কন্ধে করি মোরা ভর
মনসুখে পীড়ি সদা তাহার অন্তর;
আমরা পাপের সহচর।

পুরঞ্জন—

অহো! কি বীভৎস জীব তোমরা কিঙ্কর
কি জঘন্য অগণিত দোষের আকর।
এই যে সরসী, ওই প্রতিধ্বনিগণ, ৯১৪

তাহারাও কতদিন আমারি মতন
হেরিয়াছে তোমাদের তমিস্রা ভীষণ
পক্ষসঞ্চালন, কত করেছে শ্রবণ
ভীতিপ্রদ, শ্রুতিকটু রণরণি তার।
কিন্তু কি কারণে, বল, আজিকে আবার
যে কুৎসিত রূপ আছে বিদিত জগতে,
তা'হতে বীভৎস আরো, প্রেত পুরী হ'তে
জুটায়ে এনেছ হেথা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
সংখ্যাতীত, দলে দলে প্রেত অনুচর।

দ্বিতীয় কিন্নরী—
কে জানে তা? কে তোমারে কবে?
স্ফূর্ত্তি কর ভগ্নীগণ, স্ফূর্ত্তি কর সবে।

পুরঞ্জন—
নিজের কুৎসিত রূপ শুনিয়া এখন
হ'তে পারে কেউ এত আনন্দে মগন? ৯২৭

দ্বিতীয় কিন্নরী—

প্রেমে যে আনন্দ তাহা সুষমার খনি ;
মুগ্ধ নেত্রে তাই বাহ্য রূপ নাহি গণি
তৃষিতের মত হেরে প্রেমিক যুগল
আপনার বাঞ্ছিতের বদন কমল।
আমরা তেমনি আজি আনন্দে মগন
কাহার কিরূপ রূপ করিনা গণন।
কৃশাঙ্গিণী শুষ্কমুখী ঋত্বিক বালিকা
ভূমিতে বসিয়া যবে কুসুম কলিকা
বৃন্তচ্যুত করে মাল্য রচনার তরে,
আভা তার পড়ি যথা গণ্ডযুগ'পরে
লাবণ্যে পূরিত করে সে শুষ্ক বদন,
আমাদেরো রূপ ঠিক জানিও তেমন।
নিশাদেবী আমাদের জননী যেমন,
আমরাও নিরাকার তাঁহারি মতন। ৯৪১

যাহার অদৃষ্ট দোষে বিধি রুষ্ট হয়,
পীড়া দিতে কবি মোরা যাহারে আশ্রয়,
তাহারি বেদনাক্লিষ্ট শীর্ণ রূপছায়া
সৃষ্টি ক'রে আমাদের বীভৎস এ কায়া।

প্রভঞ্জন—

তোমরা প্রেরিত যার শত ধিক তায়;
শত ধিক তোমাদের এই ক্ষমতায়।
ঢাল যত আছে শক্তি বেদনার রাশি,
সহিব তা হাসি আমি উপেক্ষার হাসি।

প্রথম কিন্নরী—

জ্বালাব তোমারে কি যে বিষম জ্বালায়
জান কি তা, বীরবর! দেখেছ ভাবিয়া?
সে বিষের জ্বালা তব শিরায় শিরায় ৯৫২

পুরঞ্জন

অস্থিতে অস্থিতে বুঝি যাইবে বহিয়া,
প্রতি গ্রন্থি, মাংস, মজ্জা করিবে দহন
তেজ তার প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতন।

পুরঞ্জন—

যাতনা সহিতে যার জনম ধরায়
কি ভয় দেখাও তারে দুঃখের কথায়?
চিরাভ্যস্ত, মজ্জাগত আমার সে ব্যথা—
মানবে উপেক্ষা, ঘৃণা তোমাদের যথা।
দেহ ক্লেশ, দেহ দুঃখ যত শক্তি হয়,
ছিন্ন ভিন্ন কর মোরে যেবা মনে লয়।

দ্বিতীয় কিন্নরী—

ভেবেছ কি উৎপাটিয়া তব
ওই সুশ্রী আঁখির পল্লব, ৯৬৩

বিরূপ সে নয়ন হেরিয়া
অবজ্ঞার হাসি মোরা উঠিব হাসিয়া ?

পুরঞ্জন—

যাহা খুসি কর তাতে নাহি করি ভয়
জানি আমি তোমাদের পাপে বত মন
'কু' হ'তে 'সু' আসিবেনা। মোর মনে লয়
কূট বুদ্ধি তোমাদের দুঃখের কারণ।
এমন ঘৃণিত জীব যাহার সৃজন
না জানি সে আপনি বা নিষ্ঠুর কেমন !

তৃতীয় কিন্নরী—

জান কি হে, মানবের এ দেহ পিঞ্জরে
যে আত্মা জ্বলিছে নিত্য বহ্নি শিখা সম,
যদিও আমরা তাহা করিতে নির্ব্বাণ ৯৭৪

নাহি পারি, কিন্তু তার পাশে পাশে থাকি
মহাজ্ঞানী ঋষি যিনি শান্ত নির্বিকার,
তাঁহারো হৃদয় করি চিন্তায় আকুল,
আত্মতৃপ্তি সুখ তাঁর হয়ে যায় দূর ?
তোমারে আশ্রয় করি তেমনি আমরা
অলক্ষ্মার মত সবে একে একে একে
বিষম চিন্তায়, ভয়ে মস্তক তোমার
ঘূর্ণিত করিয়া দিব, হৃদয় বিহ্বল।
বিস্মিত হইবে হেরি—পাপের বাসনা
সতত উঠিছে জাগি হৃদয়ে তোমার,
শোণিতের ধারা তব শিরায় শিরায়
বিষম বেদনা ভরে যেতেছে বহিয়া।

পুরঞ্জন—

এখনো আমার ঠিক হ'তেছে তেমন। ৯৮৭

প্রেতপুরবাসী সব তোমরা যখন
বিদ্রোহে মাতিয়া উঠ, নিজ ভুজবলে
শাসনসংযত করি সে বিদ্রোহীদলে
নিজ রাজ্য রক্ষা করে বাসববিজয়ী
তখন যেমতি, চিন্তা পাপময়ী
তেমনি যদিও এবে হৃদয়ে আমার
উঠিছে পড়িছে শত ঘোর দুর্নিবার,
সংযত করিয়া হের আছি নির্বিকার।

(কিন্নরীগণের সমস্বরে গীত)

এস এস প্রিয় ভগ্নীগণ।
যেথা বিশ্ব অনন্তে মিলায়,
ঊষার জনম যেথা, রজনী পোহায়,
সেথা হ'তে এস ভগ্নীগণ,
আজি এস গো হেথায়।

তোমাদের উৎসবের আনন্দের ধ্বনি
পর্ব্বত বিদীর্ণ করি ধায়,
বিকট চীৎকার করি পুরবাসীগণ
দলে দলে চেতনা হারায়,
জনপূর্ণ জনপদ ধ্বংস হ'য়ে যায়।
আজি এস গো হেথায়!
তোমরা পালকহীন ক্ষুদ্র চরণের
পদাঙ্কে অঙ্কিত কর বক্ষঃ সাগরের
তরী যবে ভগ্ন হয়ে যায়,
বুভুক্ষু আরোহী তার করে হায় হায়
প্রাণভয়ে, জঠর জ্বালায়;
আনন্দে বসিয়া হের সে দৃশ্য ভীষণ
যেন কোন উৎসবের প্রায়,
উল্লাস-কল্লোল ধ্বনি করি উচ্চারণ।
এ সময়ে হেথা তবে কর আগমন,

এস এস এস ভগ্নীগণ ।
পতিত, দলিত, মৃত জাতির শ্মশানে
যেথা সবে পেতেছ শয়ন—
শীতল, শোণিতাপ্লুত, জীর্ণ, পুরাতন—
তার প্রতি ঘৃণা আজি রাখি সেইখানে
—ভস্ম মাঝে অনলের প্রায়—
আজ চ'লে এস গো হেথায় ।
কার্য্য শেষে ফিরে যবে যাইবে সেথায়
সে ঘৃণা জ্বালিও দীপ্ত বহ্নির মতন,
এস এস এস ভগ্নীগণ ।
আপনার প্রতি যদি ঘৃণা অবজ্ঞায়
রহিয়াছ পড়িয়া সেথায়,
তবে তোমাদের যেই প্রেত শিশুগণ—
মন্ত্রমুগ্ধ যাহাদের মন,—
স্বপনের রাজ্যে সদা করিছে ভ্রমণ,

জানেনা দুঃখের বারতায়,
আনন্দে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ায়,
তাহাদের হৃদয় মাঝারে
আত্ম-অনাদর, ভীতি, ঘৃণা কি লজ্জারে
রেখে আজি এস গো সেথায়।
নরকের গুপ্ত মন্ত্র অর্দ্ধ পরিমাণে
ঢেলে এস তাহাদের কাণে।
হিংসায় তোমরা যত হতে পার খল
তাহ'তে সে স্বপ্নাবিষ্ট উন্মত্তের দল
ভয়ে হ'বে অধিক অধম,
তোমাদের চেয়ে কার্য্য করিবে নির্ম্মম।
এস তবে এস সখীগণ,
হবে হেথা সবার মিলন।
নরকের মুক্ত দ্বার হ'তে
এসেছি ছুটিয়া মোরা মরতের পথে,

শুধু তোমাদের অপেক্ষায়
শূন্যে ভর করে আছি বসিয়া হাওয়ায়,
আর কাটাইনা কাল হেলায় হেলায়।
তোমরা না আসিলে হেথায়
আমাদের সব শ্রম যাইবে বৃথায়,
ডাকি তাই এস সখীগণ,
তোমাদের তরে বড় আকুলিত মন,
এস এস এস ভগ্নীগণ।

সরলা——

দিদি ! করিছ শ্রবণ—
নব পক্ষতাড়নার ভৈরব গর্জ্জন ?

মনীষা——

দুর্ভেদ্য কঠিন দৃঢ় পর্ব্বত পাষাণ
উঠিছে নড়িয়া শব্দে, ভয়ে কম্পমান্
লঘু বাতাসের মত। ইহাদের কান্না ১০৫৮

নিরাকার, কিন্তু অই হের তার ছায়া
কি নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার ঘোর
পালকের ফাঁকে ফাঁকে শূন্য টুকু মোর
ভরিয়া দিয়াছে কিবা ঘন কালিমায়,
নিশার আঁধার ঘোর কোথা লাগে তায়।

প্রথম কিন্নরী-

পক্ষে ভর করিয়া হাওয়ায়
রথ যথ দ্রুতবেগে শূন্যে উড়ি যায়,
তেমতি গো আহ্বানে তোমার
শোনিতে তরঙ্গ বহে যার,
ছাড়ি হেন সমরের প্রাঙ্গন শয্যায়
দ্রুতবেগে উড়ি মোরা এসেছি হেথায়।

দ্বিতীয় কিন্নরী——

বিশাল, সমৃদ্ধিশালী, রম্য, মনোহর

হেরিলাম কত শত সুন্দর নগর
দুর্ভিক্ষ কবলে পড়ি শ্মশানের প্রায়,
লক্ষ লক্ষ জীব নিত্য জীবন হারায় ;
মোরা ছাড়ি সে সবায়
দ্রুতগতি এসেছি হেথায় ।

তৃতীয় কিন্নরী——
ভাল করে পারি নাই করিতে শ্রবণ
তাহাদের আর্ত্তনাদ, করুণ রোদন,
লভিনি সে শোণিতের উষ্ণ আস্বাদন।

চতুর্থ কিন্নরী
কঠিন পাষাণ
আহা ! শমন সমান
রাজাদের গুপ্ত গৃহ গুলি,—
কাঞ্চনে যেথায় হয়
মানুষের রক্ত ক্রয়—
তা'ও আজ আসিয়াছি ভুলি । ১০৮৪

পঞ্চম কিন্নরী——

শ্বেত উষ্ণ মহানস হতে,
যথা—

এক কিন্নরী——

চুপ্ কর, কহিওনা কথা।
অবিদিত নহে মোর সে সব বারতা।
সেই গুপ্ত মন্ত্রবলে অদম্য দানবে
ভেবেছ করিবে অবনত?
ভেঙ্গে দিবে প্রতিজ্ঞা অটল?
বাচালতা ভেঙ্গে দিবে সেই মন্ত্রবল?
পুরঞ্জন বুঝিবে সকল।
এখনও সে তুচ্ছ করে নরকের শক্তি আছে যত।

অন্য কিন্নরী——

খুলে ফেল আবরণ।

অন্য এক কিন্নরী——

ফেলেছি খুলিয়া।

(সকলে সমস্বরে গীত)

নাচো গাও সখীগণ!
হতভাগা মানবের মরম ব্যথায়
তুচ্ছ করি হাসি হাসি ঢালে লো যেমন
স্নিগ্ধ কিরণের ধারা আকাশের গায়
প্রভাতের ম্লান তারা, আমরা তেমন
আনন্দে হাসিব, গা'ব তোমার জ্বালায়।
তুমি হারালে চেতন?
ওহে শক্তিমান,
তুমি হারায়েছ জ্ঞান?
তবে গাও সখীগণ।
মানবের তরে তুমি যেই দিব্যজ্ঞান
আনিলে মরতে, সেই সুধা করি পান ১১০৮

জ্ঞানের তৃষ্ণায় তার কণ্ঠাগত প্রাণ,
তা হ'তে সে কিসে বল পাবে পরিত্রাণ ?
ঘুচাইতে সে পিপাসা শুষ্ক পারাবার ;
উচ্চ চিন্তা, আশা, প্রেম, আকাঙ্খা দুর্ব্বার
জ্বালাইছে হের তার চিত্ত অনিবার,
তবু কি সে দম্ভ, বীর, ঘোচেনি তোমার ?
যুগ প্রবর্ত্তক যাঁরা মুনি ঋষিগণ
জ্ঞানগর্ভ উপদেশে কত না আশায়
ধরার উন্নতি কত করিল সাধন,
কি দশা এখন হ'ল, কিবা ফল তায় ?
লোকান্তে প্রাপ্ত ঋষি, হয়েছে কেমন
বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত উপদেশে তাঁর,
হের, তীব্র আকাঙ্খার প্রখর কিরণ
শুষিয়া ফেলেছে সুখ শান্তি সুধাধার ।
চেয়ে দেখ, দৃষ্টিচক্রে দিগন্তের গায় ১১২৩

লোভে মত্ত অধিবাসী ল'য়ে অগণন
শোভিছে নগরীমালা অতুল শোভায়;
কিন্তু ওই দেখ তারা করে উদ্গীরণ
কি ভীষণ ধূমরাশি। পূত সমীরণ
হ'ল কলুষিত তার লভি পরশন;
ভ্রান্তি ভ্রান্তি ডাকে জীব, কর রে শ্রবণ।
যেই আশা, যে বিশ্বাস, সেই ধর্ম্মজ্ঞান
প্রজ্বলিত করি, হায়, মানব হৃদয়ে
ঋষিগণ ধরা হতে করিল প্রস্থান,
তাঁহাদের আত্মা আজ হেরিছে বিস্ময়ে
কি ফল ফলেছে হায়; নির্ব্বাপিত প্রায়
আজি সেই ব্যোমস্পর্শী প্রদীপ্ত অনল,
মিটি মিটি জ্বলে, যথা খদ্যোতের গায়
থাকি থাকি কণারূপে বহ্নি হীনবল।
আর যারা কোন মতে রয়েছে বাঁচিয়া, ১১৩৮

ভীত ক্ষুব্ধ চিত্তে হের আছে দাঁড়াইয়া
ঘিরি সেই ভস্মস্তূপে; গিয়াছে ভুলিয়া
নৈরাশ্য আঁধারে বুঝি ঋষিদের হিয়া
সে দৃশ্যে, আত্মার মাঝে থাকিয়া থাকিয়া
ব্যাকুল বেদনা বুঝি উঠিছে জাগিয়া।
কত যুগ যুগান্তের অতীতের কথা
সুখ দুঃখ বিজড়িত হ'তেছে স্মরণ
পুরঞ্জন। আজি তব; ভবিষ্য বারতা
যদিও রয়েছে ঘোর আঁধারে মগন,
কণ্টকের শয্যা সম হের প্রসারিত
তব তরে বর্ত্তমান। বেদনা কাতর
নয়ন যুগল বুঝি করনি মুদ্রিত,
করিবেনা আরো কত যুগ যুগান্তর।
এ দুঃখের দৃশ্য আজি করিয়া দর্শন
কি আনন্দে মন মোর হ'তেছে মগন। ১১৫৩

এস তবে এস ভগ্নীগণ ;
সবে মিলি নাচো গাও,
আমোদে মাতিয়া যাও,
আনন্দে কাটাও কিছুক্ষণ,
এস এস এস সখীগণ।

(কতিপয় কিন্নরীগণের গীত)

হের, দেখ সুনির্ম্মল বদন মণ্ডল
বেদনায় উঠিছে কাঁপিয়া,
চিত্ত তার স্বেদবিন্দু রক্তধারারূপে
ছুটিয়াছে কপোল বাহিয়া।
ক্ষণতরে দেহ গো বিরাম,
আহা! ক্ষণ লভুক বিশ্রাম।
প্রলয়ের অবসানে নব যুগ সম
যাতনার এ বীরত্ব হ'তে
কি এক নূতন জাতি উঠিছে গড়িয়া ১১৬৭

হের, বোন ! আজি এ মরতে ।
নয়ন সম্মুখে ধার আদর্শ মহান—
সত্য, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, ন্যায়,—
স্বাধীন চিন্তার বেগে এ জাতি নবীন
হের কি উল্লাসে ছুটে যায় ।
বিশ্বপ্রেম বান্ধিয়াছে কি স্বর্ণ শৃঙ্খলে
প্রতিজনে প্রত্যেকের সনে,
প্রত্যেকে বিশ্বের লাগি দিতেছে ঢালিয়া
নিজ প্রাণ আনন্দিত মনে !

(অপর কিন্নরীগণের গীত)

হেরলো অপর চিত্র এদিকে আবার
পিশাচের রঙ্গ ভূমি প্রায়,
মত্ত হ'য়ে জ্ঞাতি বন্ধু বিনাশ সাধনে
মহোল্লাসে কিবা সবে ধায় ।
এ যেন পাপের ঋতু, মহা কাল তার ১১৮১

কাস্তে লয়ে কাটিছে ফসল,
রক্তধারা মানবের শিরায় শিরায়
আজি যেন বহিছে গরল;
নৈরাশ্যে গুমরি মরে উৎসাহী পুরুষ,
শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে হিয়া,
যাহারা অধম, আর যারা অত্যাচারী
তারা লয় জগৎ লুটিয়া।
(একটি ব্যতীত অপর সকল কিন্নরীগণের অন্তর্দ্ধান)

সরলা-

কম্পিত কাতর কণ্ঠে দারুণ ব্যথায়,
কি অস্ফুট আর্ত্তনাদে, দানব মহান,
শোন, দিদি, শরীরের যাতনা জানায়,
ভাঙ্গি চূরি' বক্ষঃ বুঝি বাহিরায় প্রাণ।
ভীষণ ঝটিকা বেগে মহাসিন্ধু যেন ১১৯৩

পুরঞ্জন

তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙ্গি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
করিতেছে আর্ত্তনাদ উদ্গীরিয়া ফেন,
গিরিগর্ভে পশুদল উঠে চমকিয়া।
উহুঃ, কি বিষম জ্বালা পাপীয়সীগণ
দিতেছে বীরের দেহে, দশা নাহি যায়।
হেরিছে এ দৃশ্য, দিদি, তোমার নয়ন?
পেরেছ রাখিতে খুলি আঁখির পাতায়?

মনীষা—

একবার দেখিনু চাহিয়া,
হেরিতে সাহসে আর নাহিক কুলায়,
তাই আছি নয়ন মুদিয়া।

সরলা——

কি দেখিলে ললনা আমার।

মনীষা ——

হৃদয় বিদীর্ণ করে সে দৃশ্য ভীষণ। ২০১

কঠিন নিগড়ে এক মহাত্মা সজ্জন
চরণ যুগলে বদ্ধ, আশাপূর্ণ প্রাণে
তবু চেয়ে আছে যেন ভবিষ্যৎ পানে।

সরলা——

আর কি দেখিলে, দিদি ?

মনীষা——

ঊর্দ্ধে সুরলোক; আর নিম্নে এ মেদিনী
স্তূপীকৃত শবদেহে গিয়াছে ভরিয়া,
মানবের হিংসাবৃত্তি সুন্দর জগতে
আহা কি ভীষণ দৃশ্য দিয়াছে আঁকিয়া !
কোথা কেহ কৃপাণের প্রচণ্ড আঘাতে
অপরের ধন প্রাণ লইছে হরিয়া,
ভ্রূকুটি-কুটিল কিংবা অবজ্ঞার হাসি
কোথা বা বন্ধুর হৃদি দিতেছে মথিয়া। ১২১৭

পুরঞ্জন

হেরিলাম, আরো কত মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
ঘুরিছে ফিরিছে সেথা, পারিনা বর্ণিতে ;
আগে কে জানিত, বোন্, বিধির সৃজিত
এমন কুৎসিত জীব আছে পৃথিবীতে।
আহা, ওই বেদনার করুণ চীৎকার
পারিনা সহিতে, তাহে ঘোর অত্যাচার
হেরিলে নয়নে বুঝি শঙ্কায় আবার
যাব মরে, থাক্ তবে তাকা'ব না আর।

কিন্নরী——

হেব কিবা হিমাদ্রি সমান
সহিষ্ণু, নির্ভীক, ধীর, আদর্শ মহান।
যাঁহারা কামনা করি বিশ্বের মঙ্গল
বক্ষঃ পাতি হাসি লয় শত অত্যাচার,
অপরের ঘৃণা, ক্রোধ, শৃঙ্খল-বন্ধন,

দেহের যাতনা শুধু তারাই কেবল
সহে, কভু ভেব না এমন।
যাহাদের তরে প্রাণ কাঁদি ওঠে তাঁ'র,
তাহারাও ক্লেশে তাঁর তাঁহারি মতন
করে ভোগ যন্ত্রণা অপার।

পুরঞ্জন——

থাক্,
রুদ্ধ কর বাক্,
শীর্ণ তব অধর যুগল
ফিরাইয়া লও, তব করুণ কোমল
নয়নের চাহনি উজ্জ্বল।
তোমাদের মুখে ওই করুণার কথা,
শত গুণে বাড়াইয়া তোলে মোর ব্যথা।
কণ্টক বিক্ষত মোর ললাটে শোণিত ১২৪৩

তব নয়ন ধারায়
যেন নাহি ব'য়ে যায়।
এ মৃত্যু-জ্বালায় মোর শান্তি বিরাজিত,
তবে কেন নয়নে তোমার
হেরি ছবি সমবেদনার ?
কর স্থির আঁখি, মোরে করোনা ব্যথিত।
যাতনার এ শান্তি শৃঙ্খল
আলোড়িয়া ক'রোনা চঞ্চল,
জমাট রুধির ক্ষতে হয়েছে সঞ্চিত,
অঙ্গুলি তাড়নে কেন কর বিচলিত ?
ওহে রুদ্ররূপী দেবতা প্রধান !
মুখে আর আনিব না তব
ঘৃণিত সে অভিশপ্ত নাম।
যাঁরা শুদ্ধ, শান্ত, জ্ঞানী, উন্নত, মহান্,
ন্যায়ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, ১২৫৮

তাঁ'রাই তোমার,—তব যোগ্য দাস যারা
    তাহাদের,—পাত্র অবজ্ঞার।
তব অনুচরকরে হতভাগ্য তাঁরা
    কত না সহিছে অত্যাচার!
কেহ ভুলি তাহাদের মিথ্যা বঞ্চনায়
    ছাড়ি নিজ সুখের আলয়
মৃগের পশ্চাতে ধাবমান বৃক প্রায়
    তাহাদের পাছে পাছে রয়।
জঘন্য অস্বাস্থ্যকর পর্ব্বত গহ্বরে
    কারো ভাগ্যে কঠিন বন্ধন;
লৌহকারাগার মাঝে জ্বলন্ত অঙ্গারে
    কেহ ভোগে অনন্ত দহন।
সাগর তরঙ্গাঘাতে লুপ্তদ্বীপ প্রায়
    কত রাজ্য, সমৃদ্ধ নগর
ধ্বংসের কবলগত করে দিল, হায়, ১২৭৩

তাহাদের অত্যাচারী কর।
রাহুগ্রস্ত সে দেশের অধিবাসীগণ
দুর্দ্দশার দারুণ অনলে
সমূলে বিনষ্ট হয় কীটের মতন,
জ্বলে পুড়ে মরে দলে দলে।
কিসের ও উচ্চ হাসি?
উপহাস করিছ সকলে?

কিন্নরী——

বাহিরের অগ্নি শিখা, বহমান মানব শোণিত
তুমি শুধু করিছ দর্শন,
সমবেদনায় উঠে কাঁদিয়া ব্যথিত তব চিত
শুনি সেই করুণ ক্রন্দন।
এর চেয়ে আছে, হায়, আরো কত দৃশ্য ভয়ঙ্কর
অজ্ঞান-যবনিকার আড়ালে, ১২৮৬

যাহা কভু দেখে নাই কেহ, যাহা কভু শোনে নাই নর,
চিন্তা নাহি করে কোন কালে।

পুরঞ্জন—

আরো ভয়ঙ্কর ?

কিন্নরী—

মানব অন্তরে যবে হয় সর্ব্বনাশ,
কি ভীষণ ভয় তারে করে ফেলে গ্রাস ;
যাহা কভু নাহি আসে তার কল্পনায়
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে তাহার শঙ্কায় ;
মানসমন্দির তার মুক্ত স্বাধীনতা
হারাইয়া-জীবনের সার, সে দেবতা—
ভ'রে ওঠে কুৎসিত কত আগাছায়—
ভীরুতা, দৌর্ব্বল্য, ঘৃণ্য কি কুটিলতায়।
কালের প্রভাবে দুষ্ট পুরাতন রীতি ১২৯৮

লভে পূজা সমাজের; কত না দুর্নীতি,
যদ্যপি হৃদয় জানে ঘোর কুসংস্কার,
তথাপি ত্যজিতে নারে চিত্ত অনুদার।
দেশের মঙ্গল তরে যাহা ধ্রুব, ন্যায়,
যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, সাধিবারে তায়
বাসনা জাগেনা মনে, জানেনা সে মন
যাহা চায় তাহা নীচ দুর্ব্বল কেমন।
যা'রা সাধু, ক্ষমতার ব্যর্থ অভিলাষে
বিষণ্ণ তাহারা; সাধুতার যশঃ আশে,
যা'রা শক্তিমান, তারা উদগ্রীব সতত;
নিষ্ফল সাধুতা, শক্তি তাহাদের যত।
যারা জ্ঞানী, তারা চাহে প্রেম, ভালবাসা,
প্রেমিকেরে মত্ত করে জ্ঞানের পিপাসা।
যাহা সৎ তাহা সব এইরূপে, হায়,
অসতের সঙ্গে মিশে মন্দ হ'য়ে যায়। ১৩১৩

এরি মাঝে কত জন আছে ভাগ্যবান্,
আছে যার অর্থ, শক্তি, ধর্ম্মগত প্রাণ,
দেশের মঙ্গল ইচ্ছা, অন্তর উদার;
সৎকার্য্যে সাহস শুধু নাহিক তাহার।
জন স্রোতে ভেসে যায় নির্ম্মাল্যের প্রায়
সেও উদাসীন ভাবে, দুঃখের ধরায়।
নিবে যায় আশাদীপ—হৃদয়ের তলে
জ্বলেছিল যাহা;—তাই সংস্কার শৃঙ্খলে
ভগ্ন করি বাহুবলে পারে না আসিতে
জগতের মুক্তপথে, পারে না বুঝিতে
প্রাণে প্রাণে দেশহিত, কর্ত্তব্য আপন,
সাধিছে সে জগতের কোন্ প্রয়োজন।

পুরঞ্জন—

পক্ষীরূপে যদি কাল ভুজঙ্গের দল ১৩২৬

পুরঞ্জন

নীরদ মালার মত আকাশে উড়িয়া
ভূতলে বর্ষণ করে বিষম গরল,
জীবগণ ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য হেরিয়া
ভয়ে যথা উঠে কাঁপি, তব বাক্য চয়
শুনিয়া তেমনি আজি উঠিছে কাঁপিয়া
শঙ্কায় পরাণ মোর, তবু মনে হয়
এ বিষম বাক্য শুনি উঠেনি কাঁদিয়া
বিশ্বের দুর্দ্দশা ভাবি ত্রাসে যার প্রাণ
সে যেন জগৎ মাঝে নহে ভাগ্যবান।

কিন্নরী——

তারা নহে ভাগ্যবান?
বৃথা তবে মোর বাক্যবাণ;
আমি করিনু প্রস্থান। ১৩৩৮

(কিন্নরীর অন্তর্দ্ধান)

পুরঞ্জন——

উঃ কি বিষম জ্বালা, পারি না যে আর
সহিতে এ অফুরন্ত বিষ বেদনার।
আজি এ নূতনতব ঘোর অত্যাচার
গরল দিয়াছে ঢালি সর্ব্বাঙ্গে আমার।
ব্যথায় কাতর হয়ে, হে শঠ, নির্দ্দয়!
মুদি যাবে অশ্রুহীন নয়ন যুগল,
ক্রূরতার চিত্র তব যেন মনে হয়
মরমে অঙ্কিত হেরি অধিক উজ্জ্বল।
জীবনে বেদনাক্লিষ্ট যত জীবগণ
লভে শান্তি মরণের শীতল ছায়ায়,
মৃত্যু রাখে স্নিগ্ধ পক্ষে করি আবরণ
তার তরে যাহা রম্য, শ্রেষ্ঠ এ ধরায়।
আমি যে অমর, তাই অদৃষ্টে আমার
মরণের কোলে নাহি সে শান্তি বিশ্রাম। ১৩৫২

নহি ব্যস্ত তার তরে, এই অত্যাচার,
এই ঘোর প্রতিহিংসা, জেনো এর নাম
পরাজয়, হে দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় রাজন্ !
ভেবোনা এ জয় লাভ হতেছে তোমার।
এই যে দিতেছ ব্যথা নূতন নূতন,
নব ধৈর্য্যে নবোৎসাহে অন্তর আমার
দিতেছে ভরিয়া ; জেনো এমনি করিয়া
দিব কাটাইয়া কাল, সেই শুভ দিন
সে শুভ মুহূর্ত্ত মোর অদৃষ্টে ফিরিয়া
যতদিন নাহি আসে, যবে শক্তিহীন
অকর্ম্মণ্য হবে তব ও বাহুযুগল,
এ বিষম জ্বালা মোর ফুরাবে সকল।

মনীষা —ঃ

কি দেখিছ বীরবর ? ১৩৬৫

পুরঞ্জন—

দর্শন, কথন,
দ্বিবিধ যাতনা মোর, তার মাঝে তুমি
কথনের দুঃখ মোর দিয়েছ ঘুচা'য়ে।
কি দে'খনু কি শুনিনু কহিলো তোমায়।
প্রকৃতির পূতমন্ত্র মধুর আহ্বান,
দিকে দিকে স্বর্ণাক্ষরে প্রতিলিপি তার,
শুনিয়া হেরিয়া যত জগতের জাতি
আনন্দে জুটিল আসি; উঠিল গাহিয়া
"চাহি সত্য, চাহি প্রেম, চাহি স্বাধীনতা;"
কিন্তু, হায়, অকস্মাৎ সুর লোক হ'তে
কি বিষম অভিশাপ নামিল সেথায়;
বিশৃঙ্খলা, প্রতারণা, কলহ, শঙ্কায়
দাবানল ভয়ঙ্কর উঠিল জ্বলিয়া
সেই লোকারণ্য মাঝে; সুযোগ লভিয়া ৩৭৯

পুরঞ্জন

দুর্দ্দান্ত পাপীর দল ঘোর অত্যাচারী
তাহাদের ধন রত্ন লইল লুটিয়া।
যে দৃশ্যের অভিনয়, শুনলো রমণি !
জগতের রঙ্গমঞ্চে হেরি নিশি দিন,
তারই প্রতিমূর্ত্তি আজি হেরিনু হেথায়।

ধরাদেবী-

বিশ্বের মঙ্গল তরে, ধরমের লাগি
যে আনন্দ লভে নর যাতনার মাঝে,
যে আনন্দ বিবেকের মর্য্যাদা রক্ষায়,
তোমার যাতনা হেরি লভিনু যে ক্লেশ
তার মাঝে আজি সেই আনন্দ মধুর
করিয়াছি উপভোগ, বাছনি আমার !
মানবের কল্পনার নিভৃত গুহায়
বসতি যাদের, শূন্যে বিহগের প্রায়

যাহারা জগৎগ্রাসী মহাশূন্য মাঝে
ভ্রমিছে সতত, যারা করিছে দর্শন
ভবিষ্যৎ গর্ভে কিবা আছে লুকাইয়া
প্রত্যক্ষের পরপারে, অদৃষ্ট আঁধারে
স্পষ্ট প্রতিবিম্বসম অঙ্কিত মুকুরে,
সূক্ষ্মদেহ সুশোভনা সেই পরীগণে
দিয়াছি আদেশ আমি আসিতে হেথায়
তোমার উৎসাহ আশা করিতে বর্দ্ধন,
এ দুর্দ্দিনে, এই ঘোর যাতনার মাঝে
কহিতে তোমার তরে সান্ত্বনার বাণী।

মনীষা ——

দেখ বোন, চেয়ে দেখ পরীবালাগণ
দল বাঁধি নীলাকাশে জুটিয়াছে আসি
জোটে যথা নিদাঘের প্রথম প্রভাতে
কাদম্বিনীদল। ১৪০৬

সরলা—

আরো আসিতেছে কত,
গিরি নির্ঝরিনা হতে বাষ্পরাশি যথা
—স্তব্ধ যবে অনিলের তরঙ্গ চঞ্চল—
স্নিগ্ধ, শ্যাম, মনোহর বিচিত্র রেখায়
ঊর্দ্ধে উঠে দলে দলে গিরিপথ ছাড়ি।
আহা কি মধুর ধ্বনি, সঙ্গীতের ধারা।
পবনের আন্দোলনে দেবদারুগণ
নৃত্য করি গাহে কি গো ও মধুর গান?
কিংবা সরসীর ওই কুলু কুলু গীতি,
গিরি প্রপাতের স্নিগ্ধ শব্দ সুমধুর?

মনীষা—

বড়ই দুঃখের গান, যদিও মধুর। ১৪১৭

(মিলিত কণ্ঠে পরীগণের গীত)

দেবতালাঞ্ছিত বিপদদলিত
এ মর জগতে যারা,
মোরা পরীগণ যতনে তা'দের
মুছাই নয়ন-ধারা।
বিপথে পড়িয়া অসহায় যবে
আর্ত্তনাদ করি উঠে,
আকুল পরাণে • ব্যাকুল হইয়া
মোরা সবে যাই ছুটে।
আশার সরস সান্ত্বনার বোলে
দগ্ধ হিয়ায় তার
সিঞ্চিয়া শীতল অমৃত নির্ঝর
হরি বেদনার ভার।
স্মৃতির অতীত কোন্ যুগ হতে ১৪৩০

এমনি করিয়া ভবে
আর্ত্তের উদ্ধার, কর্ত্তব্য সাধন
করিয়া যেতেছি সবে।
মানবের চিন্তারাজ্যে করি বিচরণ,
কিন্তু সে মানসে কভু করি না পীড়ন।
ঝটিকার অবসানে শ্যামল সন্ধ্যায়
চপলার খেলা যবে শেষ হয়ে যায়,
স্তব্ধ, ভীত, মৌন যথা প্রকৃতি সুন্দরী,
তেমনি দেবতা-রোষে গুমরি, গুমরি
মৃতপ্রায় হয়ে থাকে মানস যাহার,
খেলে না উৎসাহ, আশা, ছুটে না চিন্তার
দিগ্‌প্লাবিনী ধারা সেথা, অথবা যখন
ঊর্দ্ধে রাজে মেঘমুক্ত সুনীল গগন
তরঙ্গবিহীন স্বচ্ছ মুকুরের মত,
নিম্নে শোভে তরঙ্গিনী লয়ে ছবি কত

বক্ষে তার, দিগঙ্গনা স্নিগ্ধ শান্ত ধীর,
তেমতি মানস যার প্রশান্ত গম্ভীর
অথচ সরস, সেথা মোরা পরীগণ
মনের আনন্দে সবে করি বিচরণ।
শূন্যে বায়ুপথে যথা বিহগ বিহরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে যথা মীন ক্রীড়া করে,
অপূর্ণ আশার চিন্তা শ্মশানের পরে
ভাসিয়া বেড়ায় যথা নিবৃত্তির তরে,
বিশাল চিন্তার রাজ্যে আমরা তেমন
অসীম আকাশে শুভ্র মেঘের মতন
মুক্ত পথে যেথা সেথা করি বিচরণ।
সেথা হতে আনিয়াছি করিয়া চয়ন
ভবিষ্য অদৃষ্ট তব, ওহে পুরঞ্জন,—
শুভাশুভ ফলাফল জীবনে তোমার
কোথায় আরম্ভ, আর কোথা শেষ তার!

সবলা—

একটী একটী করি জুটিতেছে আরো কত
হের সবে শোভে কিবা উজ্জ্বল প্রভায়,
কিরণবেষ্টিত ক্ষুদ্র তারকারাশির মত
সায়াহ্নের আগমনে আকাশের গায়।

প্রথম পরী——

রণ-দামামার নিনাদে বসিয়া,
নিবিড় আঁধার ভেদিয়া,
বায়ুর তরঙ্গে তড়িৎ গতিতে
কোথায় এসেছি ছুটিয়া।
বিগত গৌরব প্রাচীন জাতির
কাতর ক্রন্দন শুনিয়া,
পাপে রত কত স্বেচ্ছাচারীর
ছিন্ন পতাকা হেরিয়া, ১৪৭২

ব্যথিত পরাণে শান্তি ধারা দিতে
হেথায় এসেছি ছুটিয়া।
তাহাদের লাগি এনেছি গো আজি
আশার বারতা বহিয়া—,
"হতভাগ্য জন! আশার উৎসাহে
লহ আজি বুক বাঁধিয়া,
মরণেই জয় জানিও নিশ্চয়
দুঃখ কিসের লাগিয়া?"
দিকে দিকে শোন "মৃত্যুই অমৃত"
বিশ্ব উঠিছে গাহিয়া,
"বন্ধন তোমার মুক্তির সোপান
দুঃখে লও সুখ জিনিয়া।"
ক্রন্দনের মাঝে আশার এ ধ্বনি
উঠিল জগৎ জুড়িয়া,
গাহিয়া গাহিয়া মুহূর্ত্তে আবার ১৪৮৭

থেমে গেল শূন্যে মিশিয়া।
রেশ রূপে তার ক্ষুদ্র এক ধ্বনি
এখনো রয়েছে জাগিয়া,
ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, দক্ষিণে ও বামে,
শুন গো শ্রবণ পাতিয়া।
'বিশ্ব প্রেম' তার প্রাধান্য আপন
যেতেছে গাহিয়া গাহিয়া
—আশার এ ধ্বনি ভবিষ্যৎ বাণী—
তোমার মঙ্গল লাগিয়া।
শুভাশুভ তব খুলিয়া ধরিতে,
এনেছি আমরা বহিয়া,
কোথায় আরম্ভ কোথা শেষ তার
এখনি লইবে চিনিয়া।

দ্বিতীয় পরী—

ঊর্দ্ধে শোভে ইন্দ্রধনু গগনের গায়, ১৫০১

নিম্নে খেলে ধরাতলে তরঙ্গ দোলায়
প্রশান্ত জলধি নীর, ঝটিকা ভীষণ
সহসা উঠিল ঘোর করিয়া গর্জ্জন,
বিজয়ী বীরের মত কাদম্বিনী দলে
বদ্ধ করি আপনার ভীম বাহুবলে,
খণ্ড খণ্ড করি ফেলি অশনির ঘায়
অট্টহাসে আপনার আনন্দ জানায়।
সাগরে বিশাল কায় তরণী বহর
চূর্ণ হয়ে গেল ভেঙ্গে, ভাসিল বিস্তর
কাষ্ঠখণ্ড দিকে দিকে মৃত্যুর নিশান,
হেরিলে শঙ্কায় উঠে কাঁপিয়া পরাণ।
তারি এক বজ্রবিদ্ধ পোতে কোন জন
আপনার কাষ্ঠখণ্ড করি সমর্পণ
শত্রু-করে, ডুবিল সে অতল সলিলে;
তার যেই দীর্ঘশ্বাস মিশিল অনিলে ১৫১৬

মরণের বেলা, আমি তাহাতে উঠিয়া
বিদ্যুৎ গতিতে হেথা এসেছি ছুটিয়া।

তৃতীয় পরী—

দার্শনিক ঋষি এক আপন শয্যায়
নিশিতে করিয়াছিল গ্রন্থ অধ্যয়ন,
প্রদীপ জ্বলিয়া তার রক্তিম আভায়
চৌদিকে করিতেছিল আলো বিকীরণ।
আমি ছিনু সূক্ষ্মরূপে শয্যাপাশে বসি,
অকস্মাৎ উড়ি এক আসিল স্বপন
জলন্ত বহ্নির রূপে, গেল যেন পশি
নিদ্রেতের উপাধানে, হেরিল নয়ন।
চিনিনু তাহারে; জ্ঞান গর্ভ উপদেশ
শুনেছিনু দূরাতীতে যাহা এক দিন,
জাগাইল জীবে যাহা পরদুঃখে ক্লেশ, ১৫২৯

যাহা এবে হয়ে গেছে বিস্মৃতিতে লীন,
তাই আজি হেরিলাম বহু যুগ পরে।
তারি পক্ষে উড়ি আজ এসেছি হেথায়,
মানব চড়িয়া যথা মনোরথ 'পরে
কাম হতে কামান্তরে দ্রুত ছুটে যায়।
প্রভাত না হ'তে আমি যাইব ফিরিয়া
তার পৃষ্ঠে চড়ি পুনঃ ঋষির আলয়ে,
নতুবা সে ঋষিবর শয্যায় জাগিয়া
অসহ্য চিন্তার ক্লেশ পাইবে হৃদয়ে।

[চতুর্থ পরী——

কবির অধরে ছিনু করিয়া শয়ন,
নিশ্বাসের তালে তালে মৃদুমন্দস্বনে
নাসিকার ধ্বনি তার আমার নয়নে
এনে দিল সুখ সুপ্তি, হেরিনু স্বপন
মধুর প্রেমের কত তাহারি মতন। ১৫৪৩

মানসী প্রতিমা গড়ি, স্বপ্নরাজ্যে তার
সতত বিভোর করি চুম্বনে তাহার
ধরার সম্পদ সুখে করে না গণন।
সরসীসলিলে পড়ি রবির কিরণ
হাসি উঠে যবে, পুষ্পমুকুলে লতায়
গুঞ্জরি মধুপকুল কাঞ্চন বিভায়
প্রসাধি আপন দেহ করে বিচরণ,
সে মধুর দৃশ্য হেরি মুগ্ধ ক্ষিপ্ত প্রায়,
সারাটি দিবস কভু রহিবে চাহিয়া
তার দিকে কি অপার আনন্দে মাতিয়া
কি মূল্য তাহার নাহি গ্রাহ্য করি তায়।
কিন্তু সেই স্বপ্নময় মানস জগতে
কত না অপূর্ব্ব বস্তু করি আহরণ
আপন প্রতিভাবলে করে সে সৃজন
গন্ধর্ব্ব, দানব, দেব, কিন্নর নরতে। ১৫৫৮

যদ্যপি কল্পনা, শ্রেষ্ঠ নরজীব হতে,
মানস প্রসূত তারা অমর সন্তান।
তারি একজন আজি, ওহে মতিমান!
ভেঙ্গে দিল নিদ্রা মোর, এসেছি এ পথে
ছুটি তাই দ্রুত পদে, হে দুঃখী প্রধান!
শীতল করিতে আজি দগ্ধ তব প্রাণ।

সরলা——

প্রাচী ও প্রতীচী হতে দুইটী মূরতি
হের দিদি, শূন্যপথে আসিছে উড়িয়া,
প্রেমের বন্ধন নীড়ে সায়াহ্নে যেমতি
কপোত যুগল দ্রুত আইসে ছুটিয়া।
শোন কি বিষাদে মাখা সুমধুর গান
গাহিতে গাহিতে ওরা আসিছে হেথায়
নৈরাশ্য আঁধারে যেন ডুবাইয়া প্রাণ,
প্রেমের স্পন্দনে পুনঃ পুলক জাগায়। ১৫৭২

মনীষা—

কেমনে কহিস্ কথা বোন ?
কণ্ঠ রুদ্ধ যেন মোর,
বাক্য স্ফূর্ত্তি নাহি হয় কোন।

সরলা-

আহা কি সুন্দরী পরীগণ !
পক্ষে ভর করি শূন্যে রয়েছে কেমন।
বুঝি এই অপরূপ সুষমাসম্ভার
ফিরা'য়ে দিয়েছে কণ্ঠে বচন আমার।
পালকে পালকে কিবা রঙ্গের বাহার
খুলিয়াছে দেখ দিদি, কোন খানে তার
লোহিতে মিশেছে পীত, কোথা বা আবার
হেমাভ নির্ম্মল নীল শোভে চমৎকার।
সুকোমল অধরের স্নিগ্ধ সুমধুর ১৫৮৪

ইহাদের হাস্যে বুঝি ব্যোম ভরপুর ;
হাসে দিক্, তারকার স্নেহাবলোকনে
হাসে যথা শূন্যপথ সন্ধ্যা আগমনে।

পরীগণ সমস্বরে—

হেরেছে কি নয়ন তোমার
কভু রূপ প্রেম দেবতার ?

পঞ্চম পরী—

জনপদ কত শত বিশাল নগরী কত
হেরিলাম, হেথা যবে আসিনু ছুটিয়া,
নিম্নে মোর ধরাপৃষ্ঠে ; ঊর্দ্ধে পুনঃ ব্যোমদেশে
সবিস্ময়ে মূর্ত্তি এক দেখিনু চাহিয়া।
শিরে চন্দ্রচূড়া তার, পক্ষে রেখা চপলার,
শূন্যপথে মহাগর্ব্বে যাইছে ছুটিয়া,

আকাশের সীমাহীন জনহীন মুক্ত পথে
ছুটে যথা কাদম্বিনী উড়িয়া উড়িয়া।
অমৃত নিস্যন্দী দিবা মুক্ত কেশ গুচ্ছ হ'তে
জীবের সুখের লাগি পড়িছে ক্ষরিয়া
আনন্দদায়িনী সুধা বিন্দু বিন্দু অবিরল,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তৃপ্ত সে রস লভিয়া।
পদবিচ্ছুরিত তার শুভ্র আলোকের ধারে
হেরিলাম ধরা যেন উঠিছে হাসিয়া.
আসিতে আসিতে পুনঃ হেরিনু সে মূর্ত্তি যেন
নিমেষের মাঝে গেল আকাশে মিশিয়া।
আহা তার তিরোধানে ধ্বংস বিপ্লবের ছবি
কি ভীষণ হেরি প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া।
ঋষি কল্প লোক যাঁরা, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা,
প্রেম মন্ত্র যেতেছিল নীরবে সাধিয়া,
দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য, ঘোর উন্মাদের মত ১৬১০

দেশ ধ্বংসী অমঙ্গলে উঠিল মাতিয়া ;
কর্ম্মস্পৃহ যুবকের   স্বভাব চঞ্চল হৃদে
ভ্রান্ত দেশ-হিতৈষণা উঠিল জাগিয়া ।
দুঃখের সে দৃশ্য যত   হেরিয়া ভ্রমিনু কত,
তোমার অধরে শেষে এ হাসি দেখিয়া
ওহে দুঃখীশ্রেষ্ঠ ধীর !   দুঃখজয়ী মহাবীর !
ব্যথিত অন্তর মোর উঠিল হাসিয়া।

ষষ্ঠ পরী——

বিষাদ নীরবে করে স্বকার্য্য সাধন,
কিন্তু সেই নীরবতা, আহা কি ভীষণ !
জগতে ভ্রমিতে কেহ দেখেনি তাহায়,
পক্ষ লয়ে শূন্যে নাহি উড়িয়া বেড়ায় ।
কিন্তু নিরাকার হ'য়ে হৃদয়ের মাঝে
ভ্রমে যবে অলক্ষিতে রাক্ষসের সাজে, ১৬২৩

অঙ্কিত করিয়া যায় পদচিহ্ন তার
সেথা কি ধ্বংসের ছবি বিষম দুর্ব্বার !
নিরাকার পক্ষ তার যে বায়ু বহায়
মনে হয় যেন সেই প্রচণ্ড বাত্যায়
(১) আশার যে পূত বহ্নি জ্বলেছিল তায়,
নিমেষের মাঝে তাহা সব নিবে যায়।
প্রেমিক হেরিয়া মূর্ত্তি প্রেম দেবতার
চিত্ত মাঝে, প্রতি পক্ষসঞ্চালনে তার
কিংবা মৃদু পদক্ষেপে সঙ্গীতের ধারা,
নর্ত্তনের তালে তালে, শুনি আত্মহারা
হয় ক্ষণতরে, আহা, মন্ত্রমুগ্ধ প্রায়
ডুবিয়া আশার নীরে কত শান্তি পায়।
আকাশ কুসুম কত করিয়া রচন
অলীক আনন্দ মাঝে রহে নিমগন। ১৬৩৭

১। প্রাং – হৃদয়ে.

কিন্তু যবে তথ্য সত্য বুঝিবারে পায়,
নৈরাশ্যের বজ্রে যেন হৃদি ভেঙ্গে যায়।
ভেঙ্গে যায় মোহনিদ্রা, কোথায় কল্পনা,
জেগে দেখে যেই দেবে করিত অর্চ্চনা,
পিশাচের রূপে তাহা হ'য়ে পরিণত
নয়ন সম্মুখে করে নৃত্য অবিরত।
যারে হেরি লভিয়াছে কতই আরাম,
এই তার ছায়া, এই দুঃখ পরিণাম!
ভগ্নীগণ! করিবারে যারে অভ্যর্থনা,
যাহার হৃদয়ে আজি দিতে এ সান্ত্বনা
হেথায় জুটেছি মোরা, তাহার জীবন
ইহার দৃষ্টান্ত রূপে কর দরশন।

(সকলের সমস্বরে গীত)

পবিত্র প্রেমের এই দুঃখ-পরিণতি,
পুণ্য প্রয়াসের হেরি বিষম দুর্গতি, ১৬৫১

নিরাশ হ'ওনা বীর। যদ্যপি এখন
ধ্বংস যেন রুদ্র মূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ
কৃতান্তের দ্রুতগামী শকটে চড়িয়া
পক্ষিরাজ অশ্ব তার দিয়াছে ছাড়িয়া,
ঝটিকার বেগে ছুটি যাহা পায় পথে,
মানব, কি পশু, পক্ষী, জীব এ মরতে,
কিংবা তরু, লতা, পুষ্প ফেলিছে নাশিয়া,
ন্যায়ান্যায় কিছু নাহি বিচার করিয়া,
নিশ্চয় জানিও বীর আসিছে সে দিন,
দুরন্ত যে রিপু হ'বে তোমার অধীন
বিনা যুদ্ধে, এ দেহ কি অন্তর তোমার
ব্যথিত হ'বে না কোন আঘাতে তাহার।

পুরঞ্জন—

বল বল বল পরীগণ
তোমরা জানিলে কিসে হবে যে এমন।

পরীগণ সমস্বরে—

আমাদের বসতি যেথায়
তুষারের কণা মাখি আপনার গায়
সেথায় ঝটিকা বয়ে যায়।
বসন্তের প্রভাত বেলায়
উদ্যানে কুসুমগুচ্ছ পাতায় পাতায়
ফুটে উঠে লোহিত আভায়,
মৃদু মন্দ ধীর সমীরণ
শিরীষ বকুল চাঁপা পুষ্প তরুগণ
পরশিয়া পল্লব দোলায়।
তা' দেখিয়া রাখাল বালক
কেদারে কেদারে কবে হাসিবে কণ্টক
মনোহর কুসুম শোভায়,
যেমতি জানিতে পারে স্থির,
আমরা বুঝিতে পারি তেমতি, হে বীর, ১৬৭৯

কবে জ্ঞান, শান্তি, প্রেম, ন্যায,
সুধাসিক্ত কবিতে ধরায
আসিবে জগতে পুনঃ অতুল শোভায,
হাসাইতে দগ্ধপ্রাণ হে দেব! তোমায।

সরলা—

কোথায় লুকাল পরীগণ ?

মনীষা—

গুহা হ'তে গুহান্তরে নাচিযা নাচিযা
ছুটে যথা প্রতিধ্বনি হাসিযা খেলিযা,
মধুস্রাবা বীণা হ'তে সঙ্গীতের ধারা
থেমে আসে যবে, যথা শ্রোতা আত্মহারা
অনুভব করে—তার শিরায় শিরায
সুমধুর রেশ তার খেলিয়া বেড়ায,
তেমতি যদিও চলে গেছে পরীগণ
মনে হয় সেই রূপ হেরিছে নয়ন। ১৬৯২

পুরঞ্জন—

আহা কি রূপসী এই দিব্যাঙ্গনাগণ।
কত না আশার বাণী করেছি শ্রবণ
ওদের শ্রীমুখ হ'তে, তবু মনে হয়
বিশ্বাস করিতে যেন চাহে না হৃদয়।
অসার অলীক বুঝি প্রলাপের মত
সকলি হইবে বৃথা-বাক্যে পরিণত।
কিন্তু তবু সাধনার প্রণয়পিপাসা
জেগে উঠে যবে চিত্তে, তার ভালবাসা
মত্ত করে যবে হৃদি, চা'হে না এ প্রাণ
সে আশা ছাড়িয়া ভেঙ্গে হ'তে শত খান।
কত দূর দূরান্তরে তুমি গো সাধনা,
নাহি জ্ঞান—অসহ্য এ দারুণ যাতনা
শক্তি মোর অতিক্রমি কালের আঁধারে
কোন্ দিন লুকাইয়া ফেলিত আমারে, ১৭০৬

—পেয়ালা অভাবে যথা মদিরার ধারা
পৃথিবীর ধূলি গর্ভে হয় আত্মহারা,—
তুমি যদি না বাঁধিতে ওগো প্রাণপ্রিয়ে,
এ দুর্দ্দিনে আপনার ভালবাসা দিয়ে।
নিস্তব্ধ উষায় এবে শান্ত দিগঙ্গনা,
মোর বক্ষে বাজে শুধু গভীর বেদনা।
সুপ্তি যদি দিত বিধি, বুঝি লভিতাম
এ দুঃখের মাঝে, আহা, ক্ষণিক বিশ্রাম।
যা আছে অদৃষ্টে মোর বিধির লিখন
আনন্দে লইব আমি করিয়া বরণ।
ব্যথিত জীবের দুঃখ করিবারে দূর
শক্তি ঢেলে দিব তা'র হৃদয়ে প্রচুর,
ভাগ্য যদি থাকে, হয়ে মহা শক্তিমান্
করিব সকল দুঃখে জীবে পরিত্রাণ।
না থাকে, অস্তিত্ব মোর যাউক ঘুচিয়া, ১·২১

প্রকৃতির মহাভূতে পড়ুক মিশিয়া
এই দেহ, বিন্দুমাত্র নাহি দুঃখ তায়,
সুখ দুঃখ আর কিবা করিবে আমায়।
গেছে ক্লেশ অনুভূতি, নাহিক যাতনা,
নাহি কোন আশা আর, নাহিক সান্ত্বনা
শান্তি দিবে মোরে হেন কি আছে ধরায়,
আর কি যাতনা শত্রু দিবে গো আমায়?

মনীষা—

তুমি কি ভুলেছ তারে, হিম রজনার
আঁধারেও পাতা যার বোজে না আঁখির
তোমা পানে চেয়ে চেয়ে? শুধু যবে তা'র
মনে হয় লভিয়াছে তোমার আত্মার
পরশ তাহার আত্মা, আঁখি ঢলে পড়ে
নিদ্রায় বিশ্রাম লভে ক্ষণেকের তরে। ১৭:৪

পুরঞ্জন——

আমি ত বলেছি, বালা, গেছে সব আশা,
ভুলি নাই শুধু তার প্রেম, ভালবাসা।

মনীষা——

জানি আমি। দেখ চেয়ে পূরব আকাশে
মিটি মিটি জ্বলে ওই প্রভাতের তারা
নিষ্প্রভ আলোকে। দূরে বিজন আবাসে
আপেক্ষি সাধনা ভোগে নির্ব্বাসন কারা
ভারতের জনহীন গিরিপদমূলে।
প্রকৃতির লীলাময়ী বিচিত্র শোভায়
শোভিছে সে দেশ এবে কত ফলে ফুলে,
কুলু কুলু নির্ঝরিণী তাহে বয়ে যায়।
তুষার শীতল এই গিরিপথ সম
শিলাময় ঝঞ্ঝাময় নীরস বন্ধুর
সে দেশে ভাতিছে এবে দিব্য কান্তিকম. ১৭৪৭

বহে সেথা মৃদু মন্দ সমীর মধুর।
সাধনার অস্তিত্বের গৌরবপ্রভায়
প্রকৃতি হাসিছে সেথা তোমার লাগিয়া।
তোমা সনে প্রাণে প্রাণে মিলন আশায়
এখনো সে আছে বাঁচি ; নতুবা ঝরিয়া
পড়িত সে কোন্ দিন, যদি তার হিয়া
দগ্ধ হ'ত নৈরাশ্যের বজ্রাঘাতে, তায়
যদি না আশার দীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া
বাঁচায়ে রাখিত তারে। বিদায়, বিদায়। ১৭৫৬

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[সময়—প্রভাত কাল। গিরিপাদমূলে মনোরম প্রাঙ্গণে সাধনা একাকিনী উপবিষ্টা]

সাধনা——

এস হে বসন্তানিল, প্রণমি তোমায়;
দেবদূত সম এস নামি এ ধরায়।
মানবচিত্তের দুঃখ করিবারে দূর
ক্ষণেকের তরে—যথা কল্পনা মধুর—
নামিয়া এসেছ বুঝি স্বর্গপুরী হ'তে
(১) একোনপঞ্চাশ বায় ছাড়ি এ মরতে।
জগতের ব্যথা জ্বালা সহিয়া সহিয়া, ৭

(১) একোনপঞ্চাশ বায়ু—বায়ুসজ্ঞ।

সংসারের মত্তানলে পুড়িয়া পুড়িয়া,
পাষাণ কঠিন যার হয়েছে হৃদয়,
অলীক স্বপন সম যার মনে হয়
জগতে সুখের আশা, তাহারো নয়নে
আনন্দের ধারা বহে তব আগমনে।
নিরাশ অন্তর তার তোমার পরশে
ডুবে যায় কি মধুর নব আশা রসে।
দূরাতীত স্বপনের স্মৃতি সম আজ
এ ঘোর দুর্দ্দিনে তুমি, ওহে বায়ুরাজ!
—পবনের বংশধর দুলাল নন্দন—
ঝটিকা দোলায় যেন করিয়া শয়ন,
প্রতিভার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গর্ব্বিত প্রভায়
এসেছ সিঞ্চিতে কি হে সহসা ধরায়
বিরহবেদনবিদ্ধ মরুভূহৃদয়ে
কনকমেঘের রূপে সুধারাশি লয়ে। ২২

এই ত বসন্তকাল, এই সে দিবস,
এই সে মুহূর্ত্ত শুভ ; ভানুর পরশ
জাগায়ে তুলেছে ধরা, তবে কেন আর
আসিতে বিলম্ব এত, ভগিনি আমার !
কত কাল পথ পানে রয়েছি চাহিয়া
আশায় আশায় আমি তোমার লাগিয়া।
এস বোন, হের, ওই প্রবাহের প্রায়
কালসিন্ধু পানে মোর আয়ুস্রোত ধায়।
অই শোভে নীল গিরি নয়ন সম্মুখে,
দূরে তার প্রভাতের অরুণ আলোকে
এখনও একটী তারা গগনের গায়
হাসে যেন শুয়ে শুভ্র অলস শয্যায়।
দীর্ঘিকার কাল জলে প্রতিবিম্ব তার
পড়েছে আকাশ বাহি, লহরী মালার
তালে তালে করে ক্রীড়া, এই সে লুকায় ৩৭

(১) সরসীর বক্ষে যবে তা'রা ছুটে যায়,
(২) তাহারা মিশায় যবে সে আসে ছুটিয়া
রঙ্গে ভঙ্গে করে নৃত্য অঙ্গ দোলাইয়া।
আবার লুকায় মেঘে; সুন্দর উজ্জ্বল
পুনঃ যবে নীরদের নিবিড় কুন্তল
রেশমের গুচ্ছ সম পড়ে ছড়াইয়া,
মেঘমুক্ত সে তারকা উঠিছে ফুটিয়া।
এবার গিয়াছে নিশি, হিমগিরি শিরে
গোলাপী আভায় ওই রৌদ্র কান্তি ধীরে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে পূরব গগনে।
কিসের ও শব্দ মোর পশিছে শ্রবণে?
সিন্ধুনীল পালকের গুচ্ছ মনোহার
সিন্দুরের রক্ত-রাগে রঞ্জিত উষার

---

(১) তা'রা—তাহারা অর্থাৎ লহরীমালা।

(২) তাহারা—লহরীমালা। ঢেউগুলি যখন সরসী বক্ষে মিশিয়া যায়।

তরঙ্গ বাহিয়া, করি সুমধুর ধ্বনি,
উঠিছে, পড়িছে, মণী আসিবে এখনি।

(মনীষার প্রবেশ)

ফুটে ওঠে হাসি তার নয়নকমলে
আনন্দের রেখা যবে অধর যুগলে
দেখা দেয়, লুকায় সে হাসি আঁখিজলে
বিষাদ-ব্যথায় যবে হৃদি যায় গলে।
রজতের সম শুভ্র শিশিরকণায়
অর্দ্ধ লুক্কায়িত ম্লান তারকার প্রায়
এই ত সে নয়ন যুগল। যার তরে,
যার দিকে চেয়ে আমি আছি প্রাণ ধরে,
আসিয়াছ তুমি গায় ছায়া মাখি তার,
সৌম্যমূর্ত্তি আদরের বোন্‌টী আমার।
কিন্তু এ বিলম্বে কেন তব আগমন?
চেয়ে দেখ সিন্ধুশিরে উঠেছে তপন। ৬৪

আমার হৃদয়, বোন, আশায় আশায়
গেছিল নিরাশ হয়ে তব প্রতীক্ষায় ;
মন্দ মন্দ অনিলের প্রবাহে তখন
শুনিলাম বোন তব পক্ষ সঞ্চালন।

মনীষা- -

ক্ষম দিদি, মিলনের মধুর স্বপন
আনন্দে করিয়া মত্ত পক্ষযুগে মোর
কবে দিল মন্দ গতি, নিদাঘে যেমন
প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুগন্ধে ভোর
বহে মৃদু মন্দগতি মধ্যাহ্ন সমীর।
বাসবের কোপানলে হয়নি পতিত
পবিত্রচরিত্র যবে পুরঞ্জন বীর,
কি আরামে রহিতাম নিশায় নিদ্রিত।
দিদি গো! শান্তির কোলে প্রভাতে শয্যায়
নবীন জীবন লয়ে উঠিতাম বসি ৭৮

কি স্নিগ্ধ প্রশান্ত মনে ! তখনো তোমায়
প্রেমের কুসুম বাণ হৃদি মাঝে পশি
বেদনাব্যাকুল কবি দেয় নি কহিয়া—
'প্রেম আর মর্ম্মব্যথা নিত্য সহচর',
তুমি আর আমি দিদি সহিয়া দেখিয়া
এখন শিখিনু যা এ দৃষ্টান্তের পর।
সাগরের কূলে মোরা আধ অন্ধকারে
ভূ-গহ্বরে শ্যাম কুঞ্জে শৈবাল শয্যায়
লভিতাম সুপ্তিসুখ, বক্ষের মাঝারে
জড়াইয়া আদরের বোন সরলায়।
সুকোমল বাহুযুগে করিয়া বেষ্টন
কণ্ঠ মোর, বারিপৃক্ত কেশগুচ্ছে আর
চম্পক অঙ্গুলি তার করি সঞ্চালন
লুকা'ত সে মোর বক্ষে বদন তাহার।
সঙ্গীত লহরী যথা বায়ুর প্রবাহে ৯৩

ঢাকি ফেলে আপনার মধুর কল্লোলে,
তেমতি এখন মোর চিত্তে সদা গাহে
প্রেম-আলাপন তব—বাক্যহীন বোলে—
বেদনার দুঃখ-গান, দূর করি মোর
শান্তিময় সুপ্তিসুখ। আহা, গলে যায়
চিত্তখানি মধুরসে—প্রেমালাপে ভোর,
চিন্তায় চিন্তায় মোর যামিনী পোহায়।

সাধনা -

তোললো বদন, বোন, মেললো নয়ন,
তোমারে জ্বালায় দেখি কিসের স্বপন।

মনীষা—

ঘুমাইয়া পড়িতাম সাগর-বালার
পদপ্রান্তে যবে, দিদি, সুধাংশুর হাসি
উছলি পড়িত কিবা চৌদিকে শয্যার।

আমাদের বাক্যে যেন কুহেলির রাশি
গলি' গিরিমুক্ত হ'য়ে নামি সেই পথে
রক্ষিতে সে স্নেহবদ্ধ যুগল নিদ্রায়
মজ্জাভেদী বরফের তীক্ষ্ণ শৈত্য হ'তে
ঘিরিত নিবিড় ঘন তুষারপর্দ্দায়।
ব্যাকুল করিত চিত্ত দুইটা স্বপন।
একটা গিয়াছি ভুলে, শোন দিদি আর;
পুরঞ্জন-আত্মা হ'তে যেন পুরাতন
রুগ্ন শীর্ণ ক্ষতক্লিষ্ট অঙ্গগুলি তাঁর
পড়িল খসিয়া; যেন নিশার আঁধার
জ্বলিয়া উঠিল এক গর্ব্বিত প্রভায়
সে আত্মার দীপ্তি লভি,—শাশ্বত যাঁহার
অস্তিত্ব কেবল এই নশ্বর ধরায়।
'যে কথা সম্বোধি মোরে দেব পুরঞ্জন
কহিল, শুনলো, তার সঙ্গীতের ধারা

পশিয়া মরমে যেন মদিরা মোহন
মস্তকে ঘুরায়ে করে পাগলের পারা ;—
“ধরা যার পদচিহ্নে হল মধুময়,
তুমি লো ভগিনী তার তুমি তার ছায়া।
আছে যে নিখিল বিশ্বে পদার্থ নিচয়
স্বরূপ তোমার মত নাহি কারো কায়া
বিনা তার। মোর পানে চাহ লো ললনে!”
তুলিনু নয়ন মোর, বিস্ময়ে হরষে
হেরিলাম দিব্য জ্যোতিঃ অমর বদনে।
সে বিশাল জ্যোতিঃ যেন স্নেহের পরশে
স্নিগ্ধ সুকোমল তার চল অঙ্গ হতে
প্রেমের আবেশে ভিন্ন ওষ্ঠযুগ বাহি
প্রখর অথচ ম্লান নয়নের পথে
ধূমবর্ষী অগ্নিসম রহিয়াছে চাহি।
বিশ্বপ্লাবী, আহা, সেই স্নেহের পরশ—

নিশা অবসানে যথা বালার্ক কিরণ
আলিঙ্গিয়া লভে ক্ষণ তুষার সরস,
শোষণ করিয়া নাহি ফেলে যতক্ষণ—
ছড়ায়ে পড়িল যেন সর্ব্বাঙ্গে আমার।
দৃষ্টিশক্তি শ্রুতিশক্তি লুপ্ত হল প্রায়,
দাঁড়ায়ে রহিনু আমি নিশ্চল অসার,
মনে হল যেন মোর শিরায় শিরায়,
তাঁহার অস্তিত্ব বহি শোণিতের ধার
যেতেছে ছুটিয়া; মোর এ দেহ, জীবন
পূর্ণ হল কি অপূর্ব্ব প্রভাবে তাঁহার
আমি-ময় হল আর তাঁর দেহ মন।
এইরূপে অভিভূত ছিনু কতক্ষণ
হিমাগমে রবি তেজে বাষ্পরাশি প্রায়;
ক্রমে, অস্তাচলে ভানু করিলে গমন
জমে যথা হিমকণা ফোঁটায় ফোঁটায়

কম্পমান তরুশিরে, নিশীথে তেমন
ফিরে এল দেহে যেন চেতনা আমার।
বাহিল চিন্তার স্রোত কতক্ষণে শিরে,
শুনিলাম বাণী তাঁর, স্পন্দন যাহার
শ্রবণে রহিয়া ক্ষণ ডুবে গেল ধীরে
গীত সঙ্গীতের শেষ মৃদু ধারা সম।
নিস্তব্ধ সে রজনীর মধুর বারতা
শুনিতে পারিনু, বোন! কর্ণ দুটী মম;
কহিলেন পুরঞ্জনদেব যত কথা,
তার মাঝে তব নাম বুঝিনু কেবল।
নিদ্রা ত্যজি সেইক্ষণে উঠিল বসিয়া
সরলা, সে নিদ্রালস নয়ন যুগল
তুলিয়া কহিল বালা মোরে সম্বোধিয়া—
"কহিতে পারলো দিদি! আজি এ নিশিতে
কি লাগি মানস মোর হয়েছে চঞ্চল?

জনম অবধি আমি পারি গো বুঝিতে
কি চাহে এ প্রাণ, মোর বাসনা নিষ্ফল
নাহি হেরি কভু, আজি এ হ'ল কেমন ?
আপনি জানিনা কি যে চাহে প্রাণ মোর,
কি যেন মধুর, নারি করিতে বর্ণন,
নিশ্চয় চাতুরী, দিদি, ছলনা এ তোর।
বুঝিলাম যাদুমন্ত্র করিয়াছ লাভ,
আমি যবে ঘুমাইয়া পড়িনু হেথায়
তাহারি সে অজানিত অবোধ্য প্রভাব
মুগ্ধ করিয়াছে মোরে তোমার ইচ্ছায়।
এখনি যে, শোন, দিদি, তোমায় আমায়
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গিয়া করিনু চুম্বন,
সঞ্জীবনা শক্তিশালী সুখস্পর্শ বায়ু
তব ওষ্ঠযুগ মাঝে করে সঞ্চরণ
মনে হল, বক্ষঃ মাঝে যে হ'ল স্পন্দন

প্রত্যেক কম্পনে তার আসিছে বহিয়া
তোমার শরীর হ'তে এ দেহে জীবন
উষ্ণ শোণিতের সনে বহিয়া রহিয়া;
তাহারি প্রভাবে করি জীবন ধারণ,
তাহারি অভাবে হই মরার মতন।”
দেখিনু পূরবে চাহি হাসিছে গগন
উষার আলোকপাতে, ভয়ে ম্রিয়মাণ
নক্ষত্র হয়েছে যেন নিষ্প্রভ বদন,
না দিয়া উত্তর কিছু করিনু প্রস্থান।

সাধনা—

তুমি যে কহিছ কথা, শব্দগুলি তার
উড়িছে হাওয়ার মত, শোনে না শ্রবণ;
তোমার ও মুখে আঁকা মূরতি তাঁহার
হেরিব বাসনা মোর্ তোলে না নয়ন। ১৯৩

মনীষা—

যে ভাষা আজিকে মোর জাগে রসনায়
তারি ভাবে নু'য়ে পড়ে নয়ন যুগল ;
তুলিলাম তবু, তুমি দেখিবে সেথায়
তব দিব্য মূর্ত্তি-ছায়া অঙ্কিত কেবল ।

সাধনা—

দীর্ঘ অক্ষিপক্ষ্মরাজি, শোভে নিম্নে তার
দীঘল নয়নযুগ, আহা কি সুন্দর !—
বদ্ধ যেন দুটী চক্রে অনন্ত অপার
সুগভীর নীলাকাশ দিব্য মনোহর ।
চক্রে চক্রে শোভিতেছে গতি চক্র তার,
বিচ্ছিন্ন, অপরিমেয় গোলক মণ্ডল,
রেখায় রেখায় পাতে সৌন্দর্য্য সম্ভার
বাড়ায় ভ্রমরকৃষ্ণ জ্যোতিষ্ক যুগল ।

মনীষা——

একি ! একি ! অকস্মাৎ এ হল কেমন ? ২০৬

প্রেত-ছায়া তুমি কোন করেছ দর্শন ?

সাধনা।

সুগভীর তব অই নয়ন সরসে
হেরিতেছি ছায়া এক, প্রতিমূর্ত্তি তাঁর,
সে মুখপঙ্কজ চারু তেমনি বরষে
—চিরাভ্যস্ত যাহা মোর প্রাণ-দেবতার—
শুভ্র সুবিমল হাসি, গগনের গায়
নীরদবেষ্টিত শশী শোভে লো যেমন
আপনার শুভ্র স্বচ্ছ কিরণ ছটায়।
যেওনা যেওনা তবে, দেব পুরঞ্জন !
বদন মণ্ডল তব করে বিকীরণ
ওই যে হাসির ছটা, তার স্তম্ভ'পরে
হইবে নির্ম্মিত বুঝি প্রাসাদ শোভন
তোমার আমার চির বসতির তরে ; ২১৯

নশ্বর জগতে তাহা হবে অনশ্বর।
স্বপনের অর্থ বোন্ বুঝেছি এখন।
একি ফের মূর্ত্তি পুনঃ!—কদম্বকেশর
রুক্ষ কেশ, যেন রুক্ষ আপান পবন
দোলাইয়া তায়; একি চঞ্চল নয়ন,
তীব্র দৃষ্টি! বুঝি নহে জীব এ ধরার,
দেহ হতে ঝ'রে পড়ে গলিত কাঞ্চন,
যার তেজে হয় নাই শুষ্ক বারি তার।

স্বপ্নবাণী--

অনুসর মোরে।

মনীষা–

এই (মোর) অপূর্ব স্বপন।

সাধনা–

নাই আর, মিলাইল শূন্যে সে মূরতি।

মনীষা—

মনে পড়ে সব কথা, আমরা যখন
বসেছিনু হেথা, যেন, শোন লো সুমতি !
বজ্রদগ্ধ শুষ্ক ওই বাদামের শিরে
কুসুম কলিকা সব উঠিল ফুটিয়া,
বহিল চঞ্চল বায়ু, শীতল সমীরে
এ মরু প্রান্তর যেন উঠিল শোভিয়া
নীহারের মুক্তা সম তরঙ্গ মালায়।
হেরিনু—সে প্রস্ফুটিত মুকুলের গায়,
পত্রে, পত্রে, যেন এক অবোধ্য ভাষায়
বনদেবী আপনার বেদনা জানায়
ডাকি জীবগণে—‘ওরে আয় আয়’।

সাধনা—

মনীষা লো! নিদ্রায় যে হেরিনু স্বপন ২৪২

জাগরণে আমি তাহা গেছিনু ভুলিয়া,
বাক্যে তোর আবার তা' লভিছে কেমন
বাস্তবের মূর্ত্তি মনে রহিয়া রহিয়া।
তুই আর আমি যেন ভ্রমিলাম কত
কানন প্রান্তরে রম্য মোহিনী উষায়,
ধূনিত কার্পাস সম শুভ্র মেঘ শত
গিরি পথে হেথা হোথা ছুটিয়া বেড়ায়,
মুক্ত চারণের মাঠে লুব্ধ মেষপাল
শষ্প আশে পথ ছাড়ি আপন ইচ্ছায়
ছুটে যথা, মৃদু বায়ু—অলস রাখাল
যথা—না শাসিতে পারি বিরক্তি জানায়।
শ্বেত শিশিরের কণা নব তৃণ 'পরে
হেরিনু ঝুলিতেছিল মুকুতার মত,
শ্যাম ধরণীর গর্ভে ডুবিবার তরে,
আরো কি গিয়াছি ভুলে কব তোরে কত? ২৫৭

উদয়শিখর হ'তে দেব অংশুমালী
ধরার বদন পানে চাহিল হাসিয়া,
সে হাসিছটায় যেন গিরি বনমালী
ঊর্দ্ধে চাহি ব্রীড়াভরে উঠিল রাঙ্গিয়া।
"অনুসর" "অনুসর" লেখা তার গায়।
ওষধির পত্র হতে পড়িল ঝরিয়া—
সুরপুর হতে যেন সুধা বিন্দু প্রায়—
মুক্ত শিশিরের কণা, রেখেছে লিখিয়া
কে যেন তাহারো মাঝে 'আয়' 'আয' 'আয়'।
বহিল ঝাউয়ের গাছে উষ্ণ প্রভঞ্জন,
উঠিল সে বৃক্ষকুল কাঁপি বেদনায়,
বিটপে বিটপে তার শুনিনু যেমন
প্রেতের বিদায় গীতি, মৃদু মধু স্বরে
গাহে সেই এক গান ব্যথিত পরাণে—
"অনুসর তোরা, ওগো, অনুসর মোরে।" ২৭২

তখনি ডাকিনু তোরে 'চাও মোর পানে'
চাহিলে আমার পানে নয়ন মেলিয়া;
দেখিলাম, সুলোচনে! আঁখিতে তোমার
সেই লেখা "আয় তোরা আয় লো চলিয়া"
মহিমময়ী ভাষা যেন রুদ্ধ বেদনার।

প্রতিধ্বনিগণ—

আয় লো আয়।

মনীষা—

নির্মল বসন্তপ্রভাতে
অই খণ্ডশৈলগুলি করে পরিহাস
আমাদের কথা লয়ে। শ্বেতবসনাতে
পূর্ণ যেন এরা—

সাধনা—

বোন! করে উপহাস ২৮৩

—মোর মনে লয়—বুঝি কোন জীবগণ
শৈলের পশ্চাৎ হ'তে। কর লো শ্রবণ
কি সুস্পষ্ট স্বরে বাক্য করে উচ্চারণ।

প্রতিধ্বনিগণ—

সাগর বালিকা ওগো! শুন মন দিয়া,
প্রভাত কিরণে যবে শিশিরের কণা
সুবর্ণ মণ্ডিত হয়ে উঠে লো হাসিয়া,
ছুটে যাই গৃহে মোরা হইয়া উন্মনা
তিষ্ঠিতে না পারি কোথা, নাম প্রতিধ্বনি।

সাধনা—

বাতাসের মত লঘু তরল ভাষায়
প্রেতগণ কহে কথা, শুন, সুবদনি!
তবু তা কেমন শুদ্ধ, স্পষ্ট বুঝা যায়।

মনীষা—

শুনিতেছি দিদি।

প্রতিধ্বনিগণ—

ওলো আয় আয় আয়,
গুহা হ'তে গুহান্তরে বন হ'তে বনে
আমাদের বাণী শোন্ দূরে চলে যায়।

(আরও দূরে প্রতিধ্বনির শব্দ)

অনুসরি, এ মিলিত গীত-ধ্বনি সনে
ত্বরা করি ছুটে তোরা আয় আয় আয়,
শৈলে শৈলে ভাসি, শোন্ গুহায় গুহায়
আমাদের কণ্ঠধ্বনি ছুটে ছুটে ধায়,
তাহারি পশ্চাতে তোরা আয় আয় আয়
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যবে কিরণে আপন
উদ্ভাসিত করে দিক্ মধ্যাহ্ন বেলায়,
এ হেন সময়ে যেথা আঁধার ভীষণ
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে করে রাজত্ব হেলায়, ৩০৭

বন্য অলিকুল যেথা প্রবেশ না পায়,
নৈশ ম্লান কুসুমের মৃদুল সুবাসে
আমোদিত চারিদিক অথবা যেথায়—
গন্ধ বহে গন্ধবহ নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
কিংবা গুহা মাঝে উৎসতরঙ্গদোলায়
যেথা যেথা গামা এই মধুস্রাবী গান
তব মৃদু পদধ্বনি তুচ্ছ করি ধায়
সেথা তোরা আয়, ওলো, সাগর সন্তান।

সাধনা—

অই ধ্বনি দূর হ'তে দূরে চলে যায়,
মনীষা লো! ছুটিব কি পশ্চাতে উহার?

মনীষা—

শোন, শোন্, কাছে বুঝি এল পুনর্বার।

প্রতিধ্বনিগণ—

শোন লো সাগরবালা, অজ্ঞাত ধরার ৩১৯

ক্ষুদ্র কোণে নিদ্রা যায় এক মহাজন
একাকী পড়িয়া সেথা, ঘোর দুর্দ্দশায়,
মূক হয়ে কত কাল মরার মতন।
শুধু তোর ওই মৃদু পদধ্বনি তায়
জাগাইতে পারে, তবে আয়, আয়, আয়।

সাধনা—

শোন ওই মন্দগতি অনিলের সনে
গীতধ্বনি দূরে যেন পড়িছে সরিয়া।

প্রতিধ্বনিগণ—

ছুটে আয়, ছুটে আয়, আয় লো ললনে!
গুহায় গুহায় যথা বেড়ায় ছুটিয়া
আমাদের গীতি, তোরা তেমনি করিয়া
মধ্যাহ্নের লুপ্তপ্রায় শিশিরকণায়
স্বেদসিক্ত মনোহর বনভূমি দিয়া
তাহার পশ্চাতে, ওলো আয় ছুটে আয়। ৩৫২

উৎস, হ্রদ, কি গভীর অরণ্য বাহিয়া,
তরঙ্গে তরঙ্গে কিংবা যেথা শৈলরাজি
ছেয়েছে যোজন, বালা, তার মধ্য দিয়া
আমাদের পাছে পাছে ছুটে আয় আজি;
কন্দরে কন্দরে আয়, কি ঘোর বিপিনে,
দীর্ণভূমে, জলাবর্ত্তে, ধরণী যেথায়
তোদের সে নিদারুণ বিচ্ছেদের দিনে
থমকিয়া দাঁড়াইল বিষম ব্যথায়।
আবার লভিবি যদি মিলনের সুখ
সাগর বালিকে! তবে আয়, ছুটে আয়!

সাধনা—

আনন্দে ফুলিয়া মোর উঠিতেছে বুক,
মনীষা লো! আয়, আয়, ধর লো আমায়
হাতে হাতে, ছুটে যাই ওরা যথা যায়,
শব্দ না মিশিতে শূন্যে, আয়, আয়, আয়। ৩৪৬

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[ইতস্ততঃ গুহামণ্ডিত গিরিকানন। সাধনা ও মনীষার প্রবেশ। শৈলোপবিষ্ট বনদেব কুমার যুগল]

(কতিপয় পবীব সমস্বরে গীত)

দূরবিলম্বিত ছায়াসমন্বিত
অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, দেবদারু,
শোভিতেছে অগণন কত শত তরুগণ,
পনস, তমাল, তাল চারু।
সারাটি কানন যোড়া কি কুঞ্জ রচেছে ওরা,
পত্রে পত্রে মিশিয়াছে গায়,
রবি শশী ঝঞ্ঝাবাত, বরষার বারিপাত
প্রবেশ করিতে নারে তায়।
ঊর্দ্ধে বুঝি নীলাম্বর লুকায়েছে কলেবর
হেরি এই রম্য চন্দ্রাতপ, ৩৫৬

স্নিগ্ধ শান্তি ভরপূর,   আসে না করিতে দূর
মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডআতপ ।
হেরিয়া এ উপবন   কভু ধীর সমীরণ
মিশিয়া ধরার গায় গায়,
করি যেন কি চাতুরী,   খেলি যেন লুকোচুরি
প্রবেশ করিতে সেথা চায় ।
ঊর্দ্ধে পথ রুদ্ধ তার,   বৃক্ষান্তরে লভি দ্বার
প্রবেশ করিয়া কভু তায়
হেরিয়া সে কুঞ্জভাতি   বিস্ময়ে আনন্দে মাতি
গলে যেন জল হ'য়ে যায় ।
হের তাই শত শত   স্বচ্ছ মুকুতার মত
পুষ্পগুচ্ছে, পল্লবে, লতায়
শিশিরের কণাগুলি   কি দিব্য রয়েছে ঝুলি
ভরি বন পূর্ণ সুষমায় ।

রূপের কি পরিণাম দেখাইয়া অবিরাম
চেয়ে যেন কত অনিচ্ছায়
একটি একটি করি ধীরে ধীরে সবে ঝরি
টুপ্ টাপ্ পড়িছে ধরায়।
সুদূর গগন হ'তে কভু কোন ছিদ্রপথে
তারকার কনক কিরণ
বরষার ধারাসম বিস্ময় ও মনোরম
বহু পথে করে আগমন।
আবার সে কতক্ষণে জ্যোতিষ্ক মণ্ডল সনে
বিধির বিধানে সরে যায়,
থাকে না আলোর চিহ্ন তিমির নিরবচ্ছিন্ন
এক ছত্র প্রভুত্ব জানায়।
পদতলে বসুন্ধরা, তৃণ শষ্পে মনোহরা
সুখশয্যা করেছে রচনা, ৩৮৪

সাধনা, মনীষা, দ্যুতী   ভগিনী চলেছে ছুটি
ছেড়ে তায়, হইয়া উন্মনা।

(অন্য পরীগণের সমস্বরে গীত)

সারাটি দিবস রাত   এ কুঞ্জ রয়েছে পাতি
মধুস্রাবা পাপিয়ার গানে,
দিবানিশি জাগি জাগি   আমাদের সুখ লাগি
গাহে গান বিবিধ বিধানে।
কেহ হৃদয়ের প্রীতি,   কেহ বা বিষাদগীতি
গাহে আপনার ভাবে ভ্রান্ত ;
গাহিতে গাহিতে কেহ   রাখিতে পারে না দেহ
স্থির, ঢলে পড়ে হয়ে ক্লান্ত।
নিস্তব্ধ নিষ্কম্প শাখা   লতায় মণ্ডিত, পাখা
ধীরে ধাই রাখিয়া রাখিয়া,
প্রেমগানে মত্ত হিয়া,   অদূরে রয়েছে প্রিয়া
তার বক্ষে লুকাইল গিয়া। ৩৯৮

অমনি বিহগ অন্য   হেরি তা' মানিল ধন্য,
উচ্চ কণ্ঠে উঠিল গাহিয়া,
উচ্চ হতে উচ্চে তুলি   আপনার কণ্ঠবুলি
দিল গানে গগন ভরিয়া।
কতক্ষণ ডাকি ডাকি   কি ভাবি থামিল পাখী
স্তব্ধ হল সারাটি কানন,
শুধু মৃদু বায়ু মাঝে   রহিয়া রহিয়া বাজে
বিহগের পক্ষ বিধূনন।
আবার ক্ষণেক থাকি,   সকলে উঠিল ডাকি
নব ভাবে হইয়া মগন,
সরসার তীরে তীরে   নিশিতে বসিয়া কিরে
বাঁশরী বাজায় বহুজন?
ধ্বনিতে ধ্বনিতে মিশি   ছুটে গীতি দিশি দিশি
বধির করিয়া ফেলে কাণ,   ৪১:

আনন্দের ধারা যেন মরমে পশিয়া যেন
পাগল করিয়া তোলে প্রাণ।

(প্রথম পরীগণের গীত)

অই যেন জলাবর্ত্ত রচিয়া বিশাল গর্ত্ত
করিতেছে ভৈরব গর্জ্জন,
গীতপ্রিয়া অগণন প্রতিধ্বনিবালাগণ
কি ক্রীড়ায় হ'য়েছে মগন;
তা'রা সে ভীষণ রবে কোমল করিয়া সবে
দিকে দিকে সঙ্গীতের ধারা
ছুটাইছে জলে, স্থলে, যেন কোন মন্ত্রবলে,
শুনে সবে হয় আত্মহারা।
সে রবে আকৃষ্ট হ'য়ে আনন্দে, ঔৎসুক্যে, ভয়ে,
বিধাতার অলঙ্ঘ্য শাসনে
দিক দিগন্তর হতে হের এই গুপ্ত পথে
পরীগণ মিলিছে কাননে। ৫২৬

যথা নদ নদী হতে গলিত তুষার পথে
স্ফীত স্রোতে সাগরের পানে
ছুটে যায় তরীগুলি কল কল ধ্বনি তুলি
গহ্বরত আরোহীর কাণে ;
কিংবা তন্দ্রামগ্ন নর শুনি সে অপূর্ব্ব স্বর
অকস্মাৎ উঠে চমকিয়া,
অদূর বিপদ স্মরি কাঁপি উঠে থর থরি,
পড়ে থাকে অদৃষ্ট মানিয়া।
আবেগের আকর্ষণে কি ভাবিয়া মনে মনে
পরীগণ আসিছে ছুটিয়া ;
দূর হতে দেখে যারা বুঝি মনে করে তা'রা
ঝড়ে বা আনিছে উড়াইয়া।
পরীদের মনে হয় পদযুগ পক্ষদ্বয়
আজ্ঞা যেন করিছে পালন
অনুসারি বাসনায় অমন করিয়া ধায় ৪৪:

অনুগত ভৃত্যের নর্তন।

মধুস্রাবী সেই স্বর   উচ্চ হতে উচ্চতর
ক্রমে ক্রমে উঠিছে ফুটিয়া,
প্রতিধ্বনি ছুটে যায়,   তাহার পশ্চাতে ধায়
পরী দুটী ছুটিয়া ছুটিয়া।
সাগরের ঊর্ম্মি প্রায়   পড়ে এ উহার গায়
সঙ্গীতের তরঙ্গ ঢলিয়া,
জমি যেন স্তরে স্তরে   সে বিষম গিরি'পরে
অকস্মাৎ যাইছে থামিয়া।
শূন্যে বায়ু করি ভর   শোভে যথা জলধর
তেমনি সে সঙ্গীতের ধ্বনি
করি গিরি আরোহণ   যেথা বন্ধ পুরঞ্জন
সেথা শূন্যে মিশিছে অমনি।

প্রথম বনদেব কুমার—

আহা কি মধুর কণ্ঠ, কে উহারা গায়

সারাটি কানন ভরি সঙ্গীত-সুধায় ?
তমোময় গুপ্ত কুঞ্জে, বিজন গুহায়
ছুটে ছুটে ভ্রমি মোরা নাহিক কোথায়
বিশাল বিপিন মাঝে এক রতি স্থান,
যেথা, ভাই, আমাদের নাহিক সন্ধান ;
দিন নিশি ওই গান পশিছে শ্রবণে,
তবু না হেরিনু কভু এ গায়কগণে।
কোথায় লুকায়ে এরা গাহে সদা গান,
কে জানে বা ইহাদের কোথা বাসস্থান !

দ্বিতীয় বনদেব কুমার—

বুদ্ধির অগম্য ঘোর, প্রেমের বারতা
যাঁহারা রাখেন, শোন তাহাদের কথা।
সংসার-রঙ্গে হাসে নির্মল জল,
খেলে তায় কত শত কুমুদ কমল
জলজ কুসুম, যারা বিধির ইচ্ছায় ৪৬৯

জনমে পঙ্কিল গর্ভে শৈবাল শয্যায়,
সেই পুষ্পদেহে কত তারকের মত
শোভে বুদ্বুদের রাশি, জল বিন্দু শত।
এই জলবিম্বে নাকি পরীবালাগণ
করেন বসতি সদা আনন্দিত মন।
নীল চন্দ্রাতপতলে মধ্যাহ্ন বেলায়
গগনের পাটে বসি যখন হাসায়
গলিত কাঞ্চনে রবি প্রকৃতিবদন,
সেই বারি বিন্দু রাশি করে আকর্ষণ;
বুদ্বুদের রথে নাকি চড়ি পরীগণ
তখন উড়িয়া ঊর্দ্ধে করেন ভ্রমণ।
রবির কিরণে দীপ্ত দিব্য গৃহে বসি,
প্রদীপ্ত অনিল সুখে নিশ্বসি নিশ্বসি
বিহরে আনন্দে সবে; বুদ্বুদের রাশি
পরে যবে ফেটে যায়, ঊর্দ্ধে ছুটে হাসি ৪৮৪

যেথা বায়ু অশ্বসম, করি আরোহণ
পৃষ্ঠে তার—অশ্বপৃষ্ঠে যেন-পরীগণ
ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধে ছুটে, বল্গা ধরি টানে
আবার ছুটায় তারে নিম্নে ধরা পানে।
কিরীট অনলপ্রভ কাঁপিয়া কাঁপিয়া
নামে তার, পরীগণ হাসিয়া হাসিয়া
সে জ্বলন্ত বায়ু বাহি সুখে মগ্ন হ'য়ে
নেমে আসে, ডুবে যায় সলিল আলয়ে।

প্রথম বনদেব কুমার—

জান'সে কি গন্ধ কোন আছে প্রেতগণ
যারা করে পুষ্প মাঝে বসতি রচন ?
উদ্যানের মনোরম কুসুমের মাঝে
কিংবা ক্ষেত্রপুষ্পগর্ভে যাহারা বিরাজে ?
কিংবা যবে ঝরি পড়ে কুসুম নিচয়,
দিকে দিকে বহে তার সৌরভ মলয়, ২৯৮

সে আমোদ গায়ে মাখি ছুটে কি তাহারা
আনন্দে অনিল সনে পাগলের পারা ?
কিংবা সৌর করে ভাসে শিশিরের কণা
তাহে কি লুকায়ে থাকে কর বিবেচনা।

দ্বিতীয় বনদেব কুমার—

আছে আরো এইরূপ করি অনুমান।
আর না করিব মোরা হেথা অবস্থান
ক্ষণকাল, চল ভাই, ঘরে যাই ফিরে,
মধ্যাহ্ন আসিবে এবে, ফেলিবে সে ধীরে
প্রখর রবির তেজে নিখিল ধরায়
আরো কিছুক্ষণ মোরা রহিলে হেথায়।
বিরক্ত কৃষকপতি ল'য়ে পশু পাল
আসিবে না এ বনান্তে আরো কিছু কাল
মোরা যদি বসে থাকি ; গাহিবে না তা'রা
মধুর সঙ্গীতরাশি, ঢালিবে না আর ৫১২

সুধাধারা কণ্ঠে তার। নিয়তির গীত,
অথবা সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল প্রকৃতি,
অদৃষ্টের চক্র, ধর্ম্ম, প্রলয়ের গান
—জ্ঞানে ভরা, প্রেমে ভরা—জুড়াবেনা কাণ;
কিংবা সেই শৃঙ্খলিত দেব পুরঞ্জন
কি দোষে লভিল তাহা দুর্গতি এমন,
কিসে হবে মুক্তি তার, বান্ধিবে কেমনে
বিশ্বের নিখিল জীবে প্রেমের বন্ধনে
গাহিবে না; তাহা তার সুস্বর লহরী
বিজন এ বন ভূমে কি উৎসাহে ভরি
উষায় মাতায়ে তোলে; বিহঙ্গমগণ
স্তব্ধ হয়ে সুখে করে সে গীত শ্রবণ। ৫২৪

তৃতীয় দৃশ্য

[তুষার মণ্ডিত গিরি শৃঙ্গ — সাধনা ও মনীষা]

সাধনা—

আর ত সে নাহি শব্দ, দিগ্বিদিক হেথা স্তব্ধ,
হের, বোন! এসেছি কোথায়
প্রতিধ্বনি অনুসরি হাতে হাতে ধরি ধরি
ছুটে ছুটে মোরা দুজনায়।
ডাকিনী-আলয় সম হের দিদি কি বিষম
শৈল মাঝে নিবিড় কানন,
বিশাল প্রবেশ পথ, আগ্নেয় গিরির মত
আছে যেন মেলিয়া বদন।
উল্কাসম রাশি রাশি ছুটে হেথা পড়ে আসি
গিরি মুখে গলিত গৈরিক,
পুড়িয়া গিরির কক্ষ পুড়িয়া ধরার বক্ষঃ
অশান্তিতে ভরে দিগ্বিদিক,

সেমতি এ বন পথে ডাকিনীর মুখ হ'তে
ছুটে কি গো কুহকের বাণী ?
মানি সত্য নিরমল ভ্রান্ত যুবকের দল
ভাবে স্বর্গ এ কানন খানি।
সত্য ধর্ম্ম-ভালবাসা প্রতিভা-আনন্দ-আশা
মদিরার মাতোয়ারা প্রাণ
যুবকেরা ঊর্দ্ধ শ্বাসে হেথায় ছুটিয়া আসে
চুপি চুপি লভিবারে জ্ঞান।
ভুলি তার ছলনায় রণ-চণ্ডিকার প্রায়
'জয়' 'জয়' ডাকে উচ্চ রবে
বিশ্বের যুবকগণ, মাতে, যথা যোদ্ধৃগণ
দামামা বাজিয়া উঠে যবে।

সাধনা—

বিশ্ব দেবতার বটে যোগ্য সিংহাসন,
আহা কি ঐশ্বর্য্যময় অপূর্ব্ব কানন।

প্রকৃতি লো! দেহ তোর কি রূপের ডালা,
পরেছিস্ বক্ষে কিবা গৌরবের মালা।
তুই নাকি তুচ্ছ ছায়া কোন দেবতার,
আরও মোহন কান্ত বরবপু যাঁর;
থাকুক চরিত্রে তাঁর কলঙ্কের রেখা,
এ বিশ্ব-রচনা হ'ক অযোগ্যের লেখা,
তবু এ সৌন্দর্য্য হেরি পরাণ আমার
পড়িয়া থাকিতে চায় চরণে তাঁহার,
এই শ্যাম বক্ষে তোর তবু লো ধরণি!
ভক্তিতে লুকাতে চাহে হৃদয় আপনি।
হের, বোন্, চেয়ে দেখ নিম্নে মনোহর
শ্যাম সমতল ক্ষেত্র, বিশাল, প্রান্তর;
কুজ্ঝটির বীচিমালা নাচিয়া নাচিয়া
খেলে ঊর্দ্ধে তার, যথা খেলে লো হাসিয়া
তরঙ্গ নির্ম্মল নীল বক্ষে সরসীর

প্রভাত গগন তলে; ভেঙ্গে পড়ে শির
নক্ষত্র কিরণাঘাতে। হের কি সুন্দর
ভারতের উপত্যকা, বিচিত্র প্রান্তর;
মস্তক গর্বিত হয়; স্তম্ভিত অন্তর।
হের, হের, ঘনীভূত বায়ুর মণ্ডল
ভ্রমিছে দুলিয়া কিবা প্রফুল্ল, চঞ্চল,
বেষ্টিয়া এ গিরিশৃঙ্গে মেখলার মত;
ঘিরিয়া চৌদিকে তারে কুসুমিত যত
ঘন কৃষ্ণ বনরাজি; উন্মুক্ত প্রাঙ্গন
ক্ষণালোকে দৃশ্যমান; পর্ব্বত গহ্বর
নির্ঝরিণী সুশোভিত, হের লো কল্পিত
কুজ্ঝটির মূর্ত্তি কত বায়ু বিনির্ম্মিত।
উচ্চ শোভে অভ্রভেদী হের গিরিবর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে যেন তার শোভে প্রভাকর,
পুঞ্জীকৃত রাশি রাশি রজত ধবল ৫৮

অনন্ত কিরণবর্ষী তুষার উজ্জ্বল,
সাগরতরঙ্গমুক্ত কিরণোদ্ভাসিত
জলকণ উড়ি যথা করেলো সজ্জিত
বায়ু মণ্ডলের দেহ আলোক মালায়।
নিশি শেষে উষাবালা আঁখি মেলি চায়
ওই গিরি শৃঙ্গ হতে, নেমে আসে ধীরে
উৎসাহ শান্তির পূত বোঝা লয়ে শিরে,
ধরা মাঝে দুই হাতে আনন্দ বিলায়,
আবার আপন গৃহে ফিরে চলে যায়।
তব গৃহাঙ্গন যেন বেষ্টিত প্রাচীরে
ওই নিম্ন ভূমি, আসে নেমে ধীরে ধীরে
পর্ব্বতের গাত্র বাহি জলের কল্লোল
গাহি সুমধুর গান, করি ঘোর রোল
কোথা বা তুষার ভিন্ন খাতে ঊর্দ্ধ হ'তে—
পড়িছে সে বারি রাশি নিম্নে শূন্য পথে

লক্ষে লক্ষে, করি ঘোর বিকট গর্জ্জন;
আপনি পবন তৃপ্ত করিয়া শ্রবণ
দিবা নিশি অবিশ্রান্ত সে ভীষণ ধ্বনি,
স্তব্ধ দিগঙ্গনা, ভীতা প্রকৃতি আপনি।
শোন্ বোন্ কিসের ও শব্দ শুনা যায়,
রবির কিরণে ভগ্ন বুঝি ভাম কায়,
ছুটিছে তুষার পিণ্ড, গঠিত যাহার
সে বিপুল অভ্র সম শ্বেত দেহ ভার
অনন্ত বায়ু চালিত তুহিন কণায়
গাঁথা হয়ে স্তরে স্তরে পর্দ্দায় পর্দ্দায়।
দেবতানিন্দিত নরপ্রতিভা যেমন
কল্পনার রাশি শিরে করে লো গ্রন্থন,
শেষে কোন মহা সত্য হবে প্রকাশিত,
নিখিল জগৎ হয় হেরিয়া স্তম্ভিত,
যাহা ছিল সত্য তাহা অলীক বলিয়া

হয় স্থিরাকৃত, উঠে আমূল কাঁপিয়া
জগতে মানব জাতি, কাঁপে লো তেমন
হিমশিলা সঞ্চলনে পর্ব্বত এখন।

মনীষা---

হের কুহেলির রাশি ঝটিকার প্রায়
তর তর খরতর বেগে বয়ে যায়,
রবিমুক্ত গোলাপের আভা মাখি গায়,
লুটাইয়া ভেঙ্গে পড়ে আমাদের পায়,
অনশনক্লিষ্ট, দ্বীপে তরঙ্গ তাড়িত
বিষম বিপন্ন জনে আরো করি ভীত।
সুধাংশুর আকর্ষণে সাগরের মত
হের দিদি ঊর্দ্ধে উঠে কুহেলিকা যত।

সাধনা -

অনিলপরশে ছিন্ন মুক্ত মেঘ দল,
এলায়ে পড়েছে মোর শিথিল কুন্তল, ৬২৩

চূর্ণ কেশ পাশ; আর তরঙ্গ তাহার
আঁখি প্রহারিয়া যায় পলকে আমার;
ঘুরিছে মস্তক মোর হেরিতেছি কত
কুজ্ঝটির মাঝে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি শত শত।

নর্ম্মদা—

দিদি: কি সুন্দর মূর্ত্তি হের দাঁড়ায়ে,
কনক কুন্তলে ওর উঠিছে জ্বলিয়া
নীলাভ বহ্নির শিখা; আসিছে আবার
ওই আর এক মূর্ত্তি, কত আসে আর;
শোন দিদি ওরা কথা কহে এই বার।

(পরীগণের গীত)

নেমে এস, নেমে এস আমাদের সাথে
স্বপনের ছায়া পথে,
মরণ ও জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে।
দৃশ্যমান বিশ্ব হ'তে ৩৩৬

সূক্ষ্ম জড় আবরণ পড়িবে খসিয়া,
তোরা অস্পষ্ট আলোকে
আমাদের পাছে পাছে আয় লো ছুটিয়া,
যদি চোখের পলকে
যাবি সেই দূরতম সিংহাসনপাশে,
নেমে আয় অধোলোকে,
যতক্ষণ এই গীত শুনিস্ আকাশে।
শিকারী কুক্কুর ধায়
পলায়নপর মৃগ হেরিয়া যেমন,
বিদ্যুৎ চমকি চায়
মেঘের ঘর্ষণে বাষ্প উড়ে লো যখন,
কিংবা যথা ছুটে যায়
দুর্ব্বল পতঙ্গকুল প্রদীপের পানে,
তোরাও তেমতি আয়
যে লোকে ছুটেছি মোরা নেমে সেইখানে। ৬৫১

কারো হেরিলে মরণ
নৈরাশ্য আসিয়া যথা ভাঙ্গে প্রাণ মন,
কিংবা অবশ্য যেমন
প্রণয়ের অনুসরে বিরহ বেদন,
কালে হয়, কালে লয়,
আজকে উত্থান, কালি অবশ্য পতন,
অই ছুটিছে সময়
দিনের পশ্চাতে দিন করিয়া যেমন,
যথা প্রস্তরের গায়
লৌহের আঘাত করে অগ্নি উদ্গীরণ,
যথা নমি বিধাতায়
প্রতি ভূত পালে তাঁর অলঙ্ঘ্য শাসন,
তেমতি লো তোরা
আমাদের এ আদেশ করিয়া পালন
যেথা যাই মোরা ৬৬৬

সেথায় মোদের সাথে কর আগমন।
আঁধারের শ্যাম পথে
অতল গহ্বরে তোরা নেমে আয় আজি,
নাহি পশে কোন মতে
যেথা স্বচ্ছ বায়ু পথে রবিরশ্মিরাজি,
ঊর্দ্ধে গগনের গায়
শোভেনা বিমল শশী নক্ষত্র নিচয়,
যেথা শিলায় শিলায়
আলোকের পাতে • স্বর্গশোভা নাহি হয়,
তবু বিষাদ ধরার
— মনের আঁধার—যেথা স্থান নাহি পায়,
একচ্ছত্র অধিকার
কাল পুরুষের যেথা, সেথা নেমে আয়।
আয় সেথা নেমে আয়,
গভীর পাতালে, মোরা ছুটেছি যেথায়. ৬৮১

বহ্নি অঙ্কুরের গায়,
নীরদের মাঝে যথা বিদ্যুৎ লুকায়,
প্রণয়ের স্মৃতি মাঝে
বঁধুর কটাক্ষশেষ উঁকি মারি চায়,
কিংবা যথা রত্ন রাজে
খনির আঁধারে যেন পড়ি উপেক্ষায়,
তেমতি লো সে ভুবনে
আছে মহামন্ত্র যাহা জীবন বাঁচায়।
উদ্ধারিয়া পুরঞ্জনে
লভিবি জীবন যদি, আয় তবে আয়।
তারি তরে আজি মোরা
বেঁধেছি লো তোরে এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে,
যদি শুদ্ধ প্রেমে ভরা
হৃদি তোর, অনুসরি আয় তবে চলে।
নহে প্রেম দুর্ব্বলতা, ৬৯৬

নহে শুধু শক্তিহীন চিত্তের লালসা,
নহে অক্ষমের ব্যথা,
সে নাহি সূচনা করে জড়ত্বের দশা।
এই জড়তার তলে
জানিও শকতি হেন আছে লুকাইয়া,—
নর-নারী যার বলে,
বিভুর চরণ তলে দেয় জানাইয়া
করুণ ক্রন্দন তার,
বিশুদ্ধ ত্যাগের দিব্য আলোকে উজ্জ্বল
নীচ স্বার্থ আপনার
হয় যাতে বিশ্বপ্রেম—পরার্থ বিমল।
দেবতা সে অর্ঘ্য লভি
শত বিঘ্ন অন্ধকার ক'রে দেয় দূর,
হাসি উঠে সুখ রবি,
ঢালি দেয় মিলনের আনন্দ প্রচুর। ৭১১

চতুর্থ দৃশ্য

[গিরি গহ্বর। কাল পুরুষের গুহাঙ্গন]

[সাধনা ও মনীষা]

মনীষা—

(১) হের দিদি, বসি কৃষ্ণ বস্ত্র সিংহাসনে
গুণ্ঠিত মূরতি কেবা বস্ত্র আচ্ছাদনে।
কে গো উনি?

সাধনা—

যবনিকা পড়েছে খসিয়া।

মনীষা—

এ কি রূপ শক্তিময়! পড়িছে ছুটিয়া
দিকে দিকে শকতির তিমির কিরণ,
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড হ'তে ছুটে গো যেমন
প্রখর কিরণ রাশি; নাহিক গঠন ৭১৯

(১) কৃষ্ণবর্ণ

অথবা প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ, হেরেনা নয়ন
কেমন আকৃতি তার, তবু মনে হয়
জীবন্ত দেবতা উনি মহাশক্তিময়।

কালপুরুষ—

জানিতে বাসনা কিবা বল লো আমায়।

সাধনা—

কি কহিবে দেব? কিবা সুধাব তোমায়?

কালপুরুষ—

যাহা তব ইচ্ছা মোরে সুধাও ললনা।

সাধনা—

জীবপূর্ণ বসুন্ধরা কাহার রচনা?

কালপুরুষ—

সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান মহাশক্তিময়।

সাধনা—

কে সৃজিল জগতের পদার্থ নিচয়? ৭২৮

পুরঞ্জন

জীবের অন্তরে কেবা দিল এ ভাবনা,
অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি, বিবেক, কল্পনা ?

কাল পুরুষ—

সেই এক ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান।

সাধনা—

বল দেব কার সৃষ্টি প্রেম বলবান,
যাহার পরশে নব বসন্তের বায়
যৌবন-উদ্ভিন্ন জীবদেহে বয়ে যায়,
প্রণয়ের ডাকে হয় হৃদয় বিহ্বল,
অশ্রুভারে পূর্ণ ক্ষীণ নয়ন যুগল,
সদাহাসি কুসুমের ফুটন্ত উজ্জ্বল
পূর্ণ সুষমার খনি বদন কোমল,
তাহাও আঁখিতে নাহি লাগে মধুময়,
জীবে পূর্ণ বসুন্ধরা শূন্য মনে হয়,

যতদিন প্রণয়ের দেবতা তাহার
নয়নের পথে ফিরে নাহি আসে আর ?

কালাপাহাড়—

দয়াময় ভগবান।

সাধনা—

কাহার ইচ্ছায়
অধর্ম্ম, আতঙ্ক, মোহ টেনে লয়ে যায়
—বিধিবদ্ধ সুরচিত নিয়ম শৃঙ্খলে
ছিন্ন করি—মানবের মানস সবলে ?
পুণ্য পথ ছাড়ি যায় পাপ পথে নর,
নিরয় মরণপানে হয় অগ্রসর,
নৈরাশ্যের বহ্নিমাঝে পুড়ে যায় আশা,
ঘৃণার সাগরে ডুবে মরে ভালবাসা,
আপনার প্রতি জাগে বিরক্তি বিষম,
অসহ্য ব্যথায় যায় পুড়িয়া মরম,

সহিয়া সহিয়া শেষে অভ্যাসের বলে
দুর্ব্বহ জীবন ভার লয়ে কোথা চলে,
দিনে দিনে ধীরে ধীরে নরকের ভয়
অকালে জীবন ভার করে দেয় লয়?

বংশোপক —

তাহারি বিধান।

সাধন —

বল কিবা নাম তার।
পীড়িত অবনী ভারে রুদ্ধ বেদনার
জিজ্ঞাসে তাহার নাম; কেবা সেই জন
যাহার বিলাসলীলা জীবের ক্রন্দন?
পাপিষ্ঠের অভিশাপ টানিয়া সবলে
স্বর্গভ্রষ্ট করি তারে ফেলিবে ভূতলে।

কালপুরুষ —

ইহাও তাহারি লীলা।

সাধনা —

ওগো, আমি জানি,
দিবানিশি সহি প্রাণে কি কঠোর গ্লানি,
কেবা সে নিঠুর তাই জানিতে বাসনা
যাঁহার ইচ্ছায় ভুগি এতেক লাঞ্ছনা।

কালপুরুষ —

রাজরাজেশ্বর তিনি।

সাধনা-

রাজ রাজেশ্বর ?
বিশ্বের পালক তিনি ত্রিলোকঈশ্বর ?
সৃষ্টির আদিতে ছিল স্বর্গ মর্ত্ত্যলোক,
রবিশশীপ্রভা আর প্রেমের আলোক
ভাসাইত এ ধরারে; পরশ্রী কাতর
হিংসা বিষে জর জর দুষ্ট শনৈশ্চর
হেরিল সে সুখ, তার সিংহাসন হ'তে

অমনি ছুটিয়া কাল এল এ মরতে।
বৃক্ষের শাখায় যথা শোভে পত্ররাশি
সবুজ সুন্দর, বৃন্তে দুলি দুলি হাসি
উদ্যানে কুসুম শোভে, নহে যতক্ষণ
শুষি লয় রস তার রবির কিরণ,
কিংবা নাহি পড়ে ঝরি প্রচণ্ড বাত্যায়,
কীট দষ্ট হয়ে কিংবা গড়াগড়ি যায়
ভূমিতলে, এ ধরার অধিবাসীগণ
ছিল নিরমল সুখে তেমতি মগন।
ছিল মানবের প্রাণে জ্ঞানের পিপাসা,
বিশ্বের জীবের লাগি হৃদে ভালবাসা,
প্রতিভা-প্রসূত চিন্তা,—আলোক যাহার
দূর ক'রে দিত এই ধরার আঁধার—
জন্মগত মানবের মুক্ত স্বাধীনতা,
স্বরাজ্যে আত্মার রাজ্য-অপূর্ব ক্ষমতা,

যার বলে বশে আনি মহা-শক্তিময়ী
প্রকৃতিরে হ'ত জীব আত্ম-মৃত্যু-জয়ী।
কুটিল শনিরচক্রে হারাল সে সব
জ্ঞানময় জগতের অতুল বিভব।
হেরিল জীবের দুঃখ দেব পুরঞ্জন,
কাঁদিল পরাণ তার, করিল অর্পণ
হৃদে তার মহাজ্ঞান, দেব পুরন্দর
যার বলে মহাবলী ত্রিলোকঈশ্বর।
আবার লভিল শক্তি মানব দুর্ব্বল
দেবরাজ্যে অধিকার, মুক্তি নিরমল।
ঈর্ষ্যায় উঠিল জ্বলি মহাশক্তিমান
বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি, হেরিয়া সে জ্ঞান
জীবলব্ধ, টুটে গেল প্রেমের বন্ধন;
করিলেন বিশ্বাস ও নীতির লঙ্ঘন
সুরপতি, ভুলিলেন রাজত্ব পালন,

প্রজার ঐশ্বর্য্য সুখ শান্তির বর্দ্ধন।
দুর্ভিক্ষ গ্রাসিল ধরা; বহু শ্রম করি
জুটাইতে নারি অন্ন দলে দলে পড়ি
মরিতেছে নর নারী; হের রোগ শোক
হিংসা দ্বেষে মর্ত্ত্য আজি যেন প্রেতলোক
ভাই ভাই, জ্ঞাতি জ্ঞাতি বাদ, বিসম্বাদ,
মারামারি, কাটাকাটি, কলহ, বিবাদ;
দুশ্চিকিৎস্য দুরারোগ্য মহামারী কত
লোকালয় জনশূন্য করিছে সতত।
নিদারুণ শীত গ্রীষ্ম সহিতে না পারি
দরিদ্র আশ্রয়হীন লক্ষ নর-নারী
ক্ষুধায় কঙ্কাল দেহ শিশুগণ লয়ে
পর্ব্বত কন্দরে স্থান লইছে সভয়ে।
নীরস নিরাশ শুষ্ক হৃদয় পুড়িয়া
অভাবের অগ্নি জ্বলে রসনা মেলিয়া।

অশান্ত উন্মাদ চিত্ত, তারি মাঝে কম
সুখ-আশা-মায়াবিনী মরীচিকা সম—
করিছে কি ঘোর দন্দ্ব হের নিরন্তর
ধ্বংস করি মানবের হৃদয়পঞ্জর।
দেব পুরঞ্জন সেই দুর্দ্দশা হেরিয়া
মানবের হৃদিমাঝে দিল জাগাইয়া
আনন্দ, উৎসাহ, আশা, যেন তা' লভিয়া
অকাল মৃত্যুর ভয় যায় সে ভুলিয়া।
যেই হাসি পারিজাত মন্দারের গায়,
কিংবা হরি চন্দনের দলে শোভা পায়,
সে হাসি,—স্বর্গের হাসি—মানবের মুখে
এনে দিল পুরঞ্জন, হাসিল সে সুখে;
ঢেলে দিল রসাধার হৃদি মাঝে তার
বিশ্বের বন্ধন তরে প্রেমসুধাধার।
কুটিল ভ্রুকুটিরেখা শোভিত যা ভালে,—

শিকারী কুক্কুর সম যেন কোন কালে
বাঁধি দল, বরষিয়া ক্রোধাগ্নি গরল,
নিমিষে ফেলিবে পুড়ি সংসার সকল,—
করিলেন শাস্ত তিনি ; যে ছিল পড়িয়া
মুক্তা সাগরের গর্ভে, কিংবা লুকাইয়া
রত্ন গিরি গুহা মাঝে, খনির আঁধারে
লৌহ, স্বর্ণ, এনে দিল তার অধিকারে।
প্রকাশের যোগ্য ভাষা দিল পুরঞ্জন,
যার ফলে চিন্তাশক্তি লভি নরগণ
বিজ্ঞানের বলে কত উন্নতি করিয়া
ধরার স্বর্গের ভেদ দিল ঘুচাইয়া।
কাঁপিয়া উঠিল স্বর্গ, কাঁপিল মেদিনী
উন্নতির সে স্পন্দনে, যেন সৌদামিনী।
গাহিল ভবিষ্য গাতি প্রাড্বিবাক্‌গণ ;
উৎসাহে আশার বাণী করিয়া শ্রবণ

জাগিল মানব-আত্মা ; শুনি বিশ্বগীতি
লভিল অচিন্ত্যনীয় সুখ, স্বর্গপ্রীতি,
ভুলি আপনার জড় দেহের মঙ্গল
লভিল আত্মার তৃপ্তি, শান্তি নিরমল।
উদ্যম পৌরুষে ভর করিয়া ভাস্কর
গড়িয়া তুলিল লয়ে মৃত্তিকা প্রস্তর
সুরপুরবাসী দেব, যার তুলনায়
জীবন্ত মানব রূপ বুঝি লজ্জা পায়।
যেই স্নেহ মাতৃবক্ষে—অতুল বিভব
জীবের মঙ্গল তরে—লভিছে মানব,
সেই সুধা মাতৃগণ করিলেন পান
তাঁহারই হস্ত হ'তে, তাঁহারি সে দান।
নয়নের অন্তরালে ঝরণার জলে
লুকাইয়া কত শক্তি, উদ্ভিদ্ সকলে,
মানবেরে শিখাইল দেব পুরঞ্জন, ৮৬৭

পান করি হ'ল রোগী ঘুমে অচেতন,
ঘুচিল ব্যাধির জ্বালা। মরণের ভয়
করিল সুষুপ্তি-সুখে আপনারে লয়।
ঊর্দ্ধে শূন্য পথে গ্রহ উপগ্রহগণ
কি রূপে জটিল চক্রে করিছে ভ্রমণ
জগতের কোন কার্য্য করিতে সাধন,
কেমনে বা দিনপতি ঘুরিছে এমন,
প্রভাতে উদয়াচলে করি আরোহণ
অস্তাচলে করে পুনঃ সায়াহ্নে গমন,—
কাহার আদেশে কোন্ মন্ত্র বলে হয়
শশাঙ্কের এ দুর্গতি, দিনে দিনে ক্ষয়,
শেষে অমারজনীর ঘোর অন্ধকারে
ডুবে যায় সাগরের কোন্ পরপারে,
তাঁর মন্ত্র, তাঁর চেষ্টা, তাঁহারি ইচ্ছায়
সে শিক্ষা লভিল নর। তাঁহারি দয়ায় ৮৮২

জন্মগত শক্তি বলে যথা জীবগণ
আপনার অঙ্গগুলি করে সঞ্চালন
তেমনি সহজ ভাবে মানব এখন
ধরার সকল দিক্ করিছে শাসন।
অসীম সিন্ধুর নীল তরঙ্গের রাশি
বাহিয়া অর্ণব পোতে পরপার বাসী
আর্য্যসুত এ ভারতে করি আগমন
চিনি দূর অতীতের জ্ঞাতি বন্ধুজন
সম্ভাষিল আলিঙ্গনে; বিচিত্র নগর
শোভিল ধরার বক্ষঃ; প্রাসাদ শিখর
তুষার ধবল শ্বেত সুন্দর মর্ম্মরে
হাসিল, হাসাল কিবা দিক দিগন্তরে;
অভ্রভেদী, নভশ্চুম্বী উচ্চ চূড়া হ'তে
দূরে দেখা যায় তার নীল শূন্য পথে
নীল সিন্ধু, শোভে গিরি সুনীল ছায়ায়,

শীতল সমীর সেথা শরীর জুড়ায়।
এত শান্তি, এ শৃঙ্খলা হেরিছ যা আজ
লভিল কৃপায় তাঁর মানব সমাজ।
সে পুণ্যের ফল তাঁর হের কি লাঞ্ছনা,
অশেষ দুর্গতি আর অসহ্য যাতনা।
বল দেব, বল তবে কাহার সৃজন
এই অমঙ্গল, এই দুর্দ্দৈব ভীষণ ?
কেবা সে ঘৃণিত জীব যাহার ইচ্ছায়
মহা গৌরবের এই সৃষ্টি এ ধরায়
ছুটিয়াছে ধ্বংসমুখে ; সে কি সুরপতি
বাসব, ইঙ্গিতে যাঁর কাঁপে বসুমতী ?
না, না, নহে দেবরাজ। সেই যদি হবে,
থরথরি কাঁপিয়া সে উঠে কেন তবে
ক্রীতদাস সম, যবে দেব পুরঞ্জন—
কঠিন শৃঙ্খল বদ্ধ-করে উচ্চারণ ৯১২

অভিশাপ বাণী তাঁর ? কহ, মহাজন,
বাসবের প্রভুরূপী কেবা সেই জন ?
সেও কি আবার কোন দেবের অধীন ?
সেও দাস ? সেও নহে সম্পূর্ণ স্বাধীন ?

কালপুরুষ—

জগতের অমঙ্গলে যারা সদা রত
বদ্ধ তাহাদের আত্মা জানিও সতত।
কি কহিব নহে কিছু অবিদিত তব
কি কার্য্যে লভেন তৃপ্তি দেবেন্দ্র বাসব।

সাধনা—

যারে কহ পরমেশ ?

কালপুরুষ—

তোমরা যেমন
ডাকলো ললনে, ডাকি আমিও তেমন

পরমেশ বলি তাঁয়। দেব সুরপতি
জীবজগতের যে গো একমাত্র পতি।

সাধনা—

কে তবে বন্ধন মুক্ত, কে তবে স্বাধীন,
যে নহে কাহারো দাস কিছুর অধীন?

কালপুরুষ—

এই যে হেরিছ দরী, মানবের মত
থাকিত রসনা যদি, কহিত সে কত
সে সব গোপন কথা; কিন্তু নাহি তার
প্রকাশের তরে ভাষা—নাহিক আকার
বিশুদ্ধ সত্যের যথা। হের লো সতত
নিয়তির চক্রে ঘুরে এ সৌর জগৎ।
পৌরুষ, নিয়তি, কাল, দৈবের ঘটন
ঘটাইছে জগতের কি পরিবর্ত্তন।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত কিছু আছে ২৩৬

সকলে নোয়ায় মাথা ইহাদের কাছে।
কেবল বিশুদ্ধ প্রেম অনন্তের তরে
রহে স্থির আপনার জয় মাল্য প'রে।

সাধনা—

ফুরা'ল জিজ্ঞাসা মোর, উত্তরে তোমার
অন্তরের কথা আজি শুনিনু আমার।
প্রতি সত্য বাক্য তব অমৃত ধারায়
পশিল শ্রবণে মোর দৈববাণী প্রায়।
আরও একটি প্রশ্ন সুধাব তোমায়।
বল দেব বল—যাহা প্রাণ মোর চায়,
তা' যদি মঙ্গল মোর। দেব পুরঞ্জন
আনন্দ ধারায় ধরা করিয়া মগন
প্রভাতের সূর্য্য সম উঠিবে নিশ্চয়;
আসিবে কখন, দেব, বল সে সময়। ৯৪৯

কাল পুরুষ—

হেরলো ললনে।

সাধনা—

ভিন্ন গিরিদেহ মাঝে
কাঞ্চন কিরণে ঢালা নৈশালোকে রাজে
কত রথ; চালাইছে ইন্দ্রধনু প্রায়
বিচিত্রবরণপক্ষ অশ্বযুগ তায়
পদভরে দলি শূন্যে ধীর সমীরণ।
প্রতি রথে এক সূত ঘূর্ণিত লোচন
তাড়াইছে অশ্বযুগে; পশ্চাতে ফিরিয়া
কেহবা কাতর নেত্রে রয়েছে চাহিয়া;
শোণিতলোলুপ যেন ক্রুদ্ধ কোন জন
পিশাচ করিছে তার পশ্চাতে ধাবন।
কোথা কেহ নাই, হের শুধু শূন্য পানে
নক্ষত্র গগন হতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানে। ৯৬২

বেগগতি-প্রতিহত বায়ু কোন জন
আকণ্ঠ পূরিয়া যেন করিছে গ্রহণ
নত হয়ে মহোল্লাসে, নয়ন যুগল
রক্ত রঙ্গে প্রকাশিছে আকাঙ্ক্ষা-অনল ;
হারাণ কি ধন যেন পেয়েছে খুঁজিয়া
সাপটিয়া ধরে, পুনঃ যায় পলাইয়া।
ক্ষৌম সম কেশ গুচ্ছ উড়িছে বাতাসে,
ধূমকেতু-পুচ্ছ যেন শোভিছে আকাশে।
হের রথ ছুটাইছে কিবা গর্ব্বভরে !

কালপুরুষ—

ইহারা কালের দূত, যাহাদের তরে
আছ তুমি অপেক্ষিয়া, তোমার কারণে
একটি দাঁড়াল নামি হের লো ললনে !

সাধনা—

কে এ প্রেত ভীমমূর্ত্তি শিলাময় পথে

পুরঞ্জন

সংযত করিল চারু মসীকৃষ্ণ রথে ?
কে তুমি বিকট মূর্ত্তি, ওহে দূতবর !
অই তব ভ্রাতৃগণ কেমন সুন্দর,
তুমি কেন এইরূপে আসিলে হেথায় ?
বল বল, লয়ে যাবে আমারে কোথায় ?

প্রেতমূর্ত্তি-

আমি সৌর জগতের অদৃষ্টের ছায়া।
এই যে দেখিছ মোর ভয়ঙ্করী কায়া.
না হ'তে অদৃশ্য ওই নক্ষত্রনিকর
তা হ'তে হেরিবে চিত্র আরো ভয়ঙ্কর।
স্বর্গ-সিংহাসনে নাহি শোভিবে সম্রাট,
অমারজনীর এক আঁধার বিরাট
দিকে দিকে আপনার পক্ষ বিস্তারিয়া
করিবে রাজত্ব। ১৮৮

সাধনা—

আমি নারিনু বুঝিতে
কি অর্থ উহার, বল খুলিয়া ত্বরিতে

মনীষা—

সিংহাসন হ'তে হের উঠিছে ভাসিয়া
উর্দ্ধপানে ওই ছায়া ; উড়িয়া উড়িয়া
বিবর্ণ ধূমের রাশি যথা সিন্ধু'পরে
উঠে উর্দ্ধে, ভূমিকম্পে ভেঙ্গে যবে পড়ে
বিচিত্র নগর, ল'য়ে প্রাসাদ মালায়,
লুকাইয়া আপনার ঐশ্বর্য্য তাহায়।
হের ছায়া রথোপরে করে আরোহণ,
ভীত অশ্বযুগ ছুটে করে পলায়ন,
নক্ষত্রের ছায়া পথে হের ছুটে ধায়
গভীর আঁধারে মগ্ন করিয়া নিশায়।

সাধনা—

এইরূপে প্রশ্ন মোর হ'ল সমাহিত;
অপূর্ব্ব কাহিনী আজি শুনিনু নিশ্চিত।

মনোমা —

গহ্বরের পাশে, দিদি, দেখ লো চাহিয়া
আর একখানি রথ আছে দাঁড়াইয়া,
গজদন্ত বিনির্ম্মিত; হের পৃষ্ঠ তার
জ্বলন্ত-অনলনিভ প্রবাল-মালার
—নিপুণ শিল্পীর-রচা—বিচিত্র রেখায়
মোহিয়া নয়ন মন কিবা শোভা পায়।
যুবক সারথি বসি রথের উপর,
কপোতের মত তার নয়ন সুন্দর,
আশার বিমল ভাতি হের শোভে তায়,
অধরের হাসি প্রাণ কেড়ে ল'য়ে যায়, ১০১২

হেরি আবরণহীন প্রদীপ যেমন
পতঙ্গ ছুটিয়া প্রাণ করে সমর্পণ।

প্রেতমূর্ত্তি—

আমার বিদ্যুৎপুষ্ট তুরঙ্গ যুগল
পান করে আবর্ত্তের বায়ু নিরমল;
প্রভাতে পূরবে রবি উঠিলে বাজিয়া
খেলে তারা সে তরুণ কিরণে নাহিয়া;
মহাবলশালী তারা, তাই ল'য়ে মোরে
নক্ষত্রের বেগে পারে উঠিতে উপরে
শুন লো সাগরবালা, আমার ইচ্ছায়
সে গতিতে নৈশপথ আলোকমালায়
হাসি উঠে, কাঁপে যদি ঝটিকা শঙ্কায়
প্রাণ, তা'রা তুফানের আগে ছুটে ধায়।
সঙ্কিত মেঘের পুঞ্জ পাহাড়ের গায়
গ'লে গ'লে বৃষ্টি হ'য়ে যবে ঝরে যায়, ১০২৬

তার আগে উঠি মোরা পৃথিবী ছাড়িয়া,
ভূমণ্ডলে নিশাকরে রহি গো বেষ্টিয়া।
বিশ্রাম লভিব মোরা মধ্যাহ্ন বেলায়,
সাগর বালিকে! তোরা আয় উঠে আয়

পঞ্চম দৃশ্য।

[তুষার মণ্ডিত শৈলশীর্ষে বদ্ধগতি জলদাবৃত রথ

[সাধনা, মনীষা ও কালেরদূত রথে উপবিষ্ট]

কালদূত—

আমার এ অশ্বযুগ প্রভাত বেলায়
লভে যে বিশ্রাম, আজি ধরার ইচ্ছায়
তাহ'তে বঞ্চিত হয়ে বিদ্যুতের প্রায়—
কিংবা যথা, মনোরথে নর—ছুটে ধায়। ১০২৪

সাধনা-

ওই যে তুরঙ্গগণ ফেলে দীর্ঘশ্বাস
তাহ'তে নিশ্বাস তুমি করিছ গ্রহণ,
ইচ্ছা হয় আমি দেই আমার নিশ্বাস
ওদের গতির আরো করিতে বন্ধন।

কালদূত—

কিন্তু সে ত ঘটিবার নহে কদাচন।

মনীষা- -

তিষ্ঠ ক্ষণ, বল ওহে প্রেত ছায়াময়!
কোথা হ'তে আসি এই উজ্জ্বল কিরণ
ভরি দিল মেঘ পুঞ্জে, হয় নি উদয়
গগনে, রবির তবে এই প্রভা কার।

কালদূত—

মধ্যাহ্ন না হতে নাহি উঠিবে তপন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ আজি হৃদয় তাঁহার,

থমকি দাঁড়ায়ে তাই, চলেনা চরণ।
প্রস্রবণ পাশে যথা গোলাপের রাশি
আপনার দিব্যরঙ্গে তাহারে সাজায়,
তেমতি এই যে শূন্য উঠিয়াছে হাসি
সে তোমার ভগিনীর দেহের প্রভায়।

মনীষা—

যা বলিছ ঠিক বটে, বুঝিনু এখন।

সাধনা—

একি বোন্! কেন তোর মলিন বদন?

মনীষা—

হের দিদি, দেহে তব কি পরিবর্ত্তন,
পারিনা তোমার 'পরে ফিরা'তে নয়ন।
যদ্যপি অস্তিত্ব তব করি অনুভব,
দেখিতে না পায় মোর নয়ন যুগল
বরাঙ্গ তোমার। ওই দিব্য প্রভা তব

ঝলসিছে আঁখিযুগে করিয়া বিকল।
কোন শুভ চক্র বুঝি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ঘটাইছে প্রকৃতির এ পরিবর্ত্তন,
তব ও দেহের মুক্ত লাবণ্য হেরিয়া
স্তব্ধ সে প্রকৃতি দেবী আনন্দে মগন।
বরুণকুমারীগণ কহিয়াছে মোরে,
তব জনমের সেই অপূর্ব্ব কাহিনী ;
দিব্য স্ফটিকের কোষে ভাসিয়া সাগরে
যে দিন প্রথম তুমি স্পর্শিলে মেদিনী
১ প্রাচী ভূখণ্ডের কূলে, সেই মহাদেশ
পুণ্য নাম তব নিল করিয়া আপন।
ভাঙ্গিল সে আবরণ, কি বিচিত্র বেশ
লয়ে দাঁড়াইলে তুমি মোহি বিশ্বমন!
রবির উদয়ে যথা কিরণের রাশি ১০৭১

(১) এশিয়া

ছড়ায় নিখিল বিশ্বে, যাহে জীবগণ
জীবনের সাড়া পেয়ে উঠে, বোন্, হাসি,
তোমার বরাঙ্গ হ'তে শুনেছি তেমন
প্রেমের আলোকধারা পড়িল ছুটিয়া
দিকে দিকে ; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন
গিরি গুহা সিন্ধুগর্ভ উঠিল হাসিয়া ;
উঠিল হাসিয়া তার অধিবাসীগণ।
তারপরে একদিন হৃদয়ে তোমার
বিষাদকালিমারাশি কে দিল লেপিয়া,
সেই হতে, তব দুঃখে এ বিশ্বসংসার
(শুধু আমি নাহি, বোন্) উঠিছে কাঁদিয়া।
জীবের প্রেমের গীতি গাহে কোন জন,
আকাশে মধুরধ্বনি কর লো শ্রবণ,
হের লো সুভগে, দিদি, হের লো কেমন
তব রূপগুণে মুগ্ধ আপনি পবন। ১০৮৬

[আকাশে সঙ্গীত]

সাধনা—

ভগিনী লো, কথাগুলি কি মধুর তোর;
ওরা যার প্রতিধ্বনি শুধু বুঝি তাঁর
সেই বাক্য এ জগতে মনে লয় মোর
ঢালে এর চেয়ে মধু হৃদয়ে আমার।
কি মধুর ভালবাসা, কি মধুর তার
প্রকাশের পরিচিত বাণী পুরাতন;
দে'য়া নে'য়া দুইই ঢালে অমৃতের ধার
হৃদয়ের মাঝে, তৃপ্তি হয় না কখন।
উদার গগন কিংবা বায়ুর মণ্ডল
সর্ব্ব জীবে দয়া যথা করে বিতরণ
সমভাবে, তেমতি লো প্রেম নিরমল
ফণীরও হৃদে করে দেবত্ব স্থাপন।
এই ভালবাসা, বোন্, যাহারা জাগায় ১০৯৯

অপরের প্রাণে, তারা বড় ভাগ্যবান,
—আমি লো যেমন এবে।— এ ভালবাসায়
কাণায় কাণায় ভরি উঠে যার প্রাণ
আরো কত সুখী তারা, সহি অনুক্ষণ
দীর্ঘ বিরহের ব্যথা লভে লো যখন
প্রেমের আস্পদ সনে সুখের মিলন,
অচিরে আমি লো, বোন্, লভিব যেমন।

মনীষা—

পরীগণ গাহে গান করলো শ্রবণ।

[আকাশে সঙ্গীত]

জীবের জীবন ওগো ! অধরে তোমার
স্ফুরিছে কি ভালবাসা নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
শূন্যে যবে মিশে যায় হাসি ছটা তার
প্রকৃতি রাঙ্গিয়া উঠে তাহার বাতাসে।
কি প্রেম লুকান ওগো আঁখিতে তোমার, ১১১২

নীল কৃষ্ণ তারা মাঝে রেখেছ লুকায়ে
কি যে দৃষ্টি, বারেক যে চাহে পানে তার
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় ফেলে চেতনা হারা'য়ে।

সর্বাঙ্গের বিভা, ওগো আলোকনন্দিনি!
হতেছে বাহির তব বসন ফুটিয়া,
রবির কিরণরেখা বিশ্ববিমোহিনী
মেঘ ভাঙ্গি আসে যথা প্রভাতে ছুটিয়া।
আবরি স্বর্গের ছবি পশ্চাতে তাহার
সে আসে যেমন, যথা কর লো গমন
অই দিব্য শুভ্র পূত অঞ্চল তোমার
আবরিয়া রাখে তব ও রূপ তেমন।

অনিন্দ্যসুন্দরী কত আছে এ ধরায়,
তুলনা তোমার সনে হয় না কাহার;

কোমল মধুর মৃদু স্বরসুষমায়
লোকচক্ষু হতে যেন বদন তোমার
রহিয়াছে ঢাকা। ওই লাবণ্য ভাস্বর
—গলিত কাঞ্চন সম—হেরি প্রাণ মন
মুগ্ধ, কিন্তু কেহ নাহি হেরে কলেবর,
কাছে থাক তবু কভু হেরে না নয়ন।

ধরার প্রদীপ! যেথা কর লো গমন,
নিষ্প্রভ মূরতি উঠে আলোকে ভরিয়া,
রহে সেথা তব যত আদরের জন
আত্মারূপে শূন্যে ভ্রমে উড়িয়া উড়িয়া।
শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবশেষে মস্তক ঘূর্ণিত,
—ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবে আমি লো যেমন—
বিভ্রান্ত হইয়া হয় ভূমি বিলুণ্ঠিত,
অন্তর দুঃখিত তবু না হয় কখন। ১১৩৯

সাধনা—

মুগ্ধ আমি, মন্ত্রমুগ্ধ অন্তর আমার
মধুস্রাবী কলকণ্ঠ সঙ্গীতের স্রোতে
ভাসিছে, তটিনীবক্ষে তরণীর প্রায়,
—ভাসে যথা রজতাভ তরঙ্গ মালায়
সুপ্ত রাজহংস ;—আর তুমি কর্ণধার
সুরপুরাগত সেই মন্ত্রমুগ্ধ পোতে।
স্বনিছে অনিল কিবা মধুর সুস্বরে
বক্রগতি তটিনীর প্রতি বাঁকে বাঁকে
ভাসিয়া স্রোতের সনে নাচিয়া নাচিয়া,
দিকে দিকে সঙ্গীতের সুধা ছড়াইয়া
কাননে, গহ্বরে, ভ্রমি সুরম্য প্রান্তরে,
শৈলে শৈলে, শূন্যে শূন্যে তার ফাঁকে ফাঁকে।
সুপ্তিমগ্ন কোন জন অজ্ঞাতে তাহার
সাগরে অন্যের পোতে যথা ভেসে যায়,

তেমতি স্তম্ভিত মুগ্ধ আমি ধীরে ধীরে
এসেছি ভাসিয়া এই শব্দসিন্ধুনীরে,
উচ্ছলিতবারি যার স্নিগ্ধ সুধাধার
তব পক্ষসঞ্চালনে চৌদিকে ছড়ায়।
নাহিক নির্দ্দিষ্ট গতি, নাহি লক্ষ্য, তার,
শুধু এই সঙ্গীতের মন্ত্রচালনায়
ছুটিয়া চলেছে আজি কোন্ দেশান্তরে
বাহি দিব্য রম্য পথ বায়ুর সাগরে,
ছাড়ি কত গিরি, দরী, কানন, কান্তার
মানস তরণী মোর; তুমি ব'সে তায়
দিব্য কর্ণধার। বুঝি এ দেশে কখন
মর জগতের পোত বহেনি হাসিয়া।
এ দেশের বায়ু মাঝে নিশ্বাসে নিশ্বাসে
স্নেহের প্রেমের আহা কি সুরভি ভাসে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তার আপনি পবন ১১৬৮

ধরার উন্নতি যেন দিতেছে সাধিয়া।
বার্দ্ধক্যের চিহ্নসম শীতল গহ্বর,
পূর্ণ জীবনের ধারা তরঙ্গের রাশি
বিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষে, প্রথম যৌবন
শান্ত ধীর হাসি হাসি প্রফুল্ল যেমন
তেমনি নির্ম্মল কত প্রশান্ত সাগর,
ছায়াময় দেশ কত—শিশুর সুহাসি
জ্ঞানের অভাবে যথা হৃদয় জুড়ায়,
এসেছি ছাড়িয়া মোরা। চলেছি ছুটিয়া
লভিবারে বুঝি এক পবিত্র দিবস।
স্বর্গ এনে দিবে যার নির্ম্মল পরশ,
কুঞ্জ যার উঠে হাসি কুসুম প্রভায়,
শ্যামল প্রান্তর মাঝে লুটিয়া লুটিয়া
ছুটে জল পথ যার, অধিবাসীগণ
প্রভাকরসমপ্রভ, ঝলসে নয়ন

হেরি যা'র দিব্যজ্যোতিঃ, শান্ত তৃপ্ত প্রাণ
অপরূপ রূপে,—তুমি য'হার প্রমাণ,—
সাগরের বারিবক্ষে করিয়া ভ্রমণ
মধুর সঙ্গীতে যারা জুড়ায় শ্রবণ,
জনমের আগে আর মবণের পরে
আত্মারূপে জীবগণ যেথা বাস করে,
তোমার কৃপায় আজি ওহে মহাত্মণ্ !
সেই সুখ ধামে আমি করিব গমন,
প্রাণের দেবতা সনে মিলিবার তরে
সেথায় চলেছি ছুটে বায়ুর সাগরে। ১১৯৩



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুরপুরী।

[সিংহাসনারূঢ় বাসব, ইন্দ্রাণী ও অন্যান্য দেবগণ উপবিষ্ট

বাসব—

হে স্বর্গের শক্তিসঙ্ঘ! অমরার মোর
ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের অধিকারীগণ!
আনন্দ উৎসবে আজি হওরে মগন।
আমি বিভু, ইচ্ছাময়, সর্ব্বশক্তিমান্,
সর্ব্ব জীব বশে মম নিখিল বিশ্বের,
মানবের আত্মা শুধু নাহি মানে বশ,
বরষে সে বিদ্রোহের জ্বলন্ত অনল—
অভিশাপ, নিশিদিন দুঃখের কাহিনী,—

অসরল প্রার্থনায় কভু বা জানায়
বিরক্তি, ভ্রূকুটি, আর সন্দেহের বাণী!
সনাতন স্বর্গরাজ্য,—যথা সনাতন
পাপীর আবাসভূমি নিরয় ভুবন,—
জলন্ত বিশ্বাস স্তম্ভ চিরদিন তার,
হের আজি এ বিদ্রোহে উঠেছে কাঁপিয়া!
তরুলতাগুল্মহীন পর্ব্বতশিখরে
তুষারের কণাসম, হের স্তরে স্তরে,
অভিশাপ-বাণী মোর মানবের শিরে
শূন্য পথে ছুটি ছুটি পড়িছে সতত,
ক্রোধবহ্নি মোর তার দহিছে জীবন
কত মত লাঞ্ছনায় রহিয়া রহিয়া,—
অনাবৃত পদযুগে বরফের রাশি
দহে যথা—তবু সেই মানব কেমন
তুচ্ছ করি উৎপীড়ন, যাতনা ভীষণ

অদম্য উৎসাহে আছে আজিও বাঁচিয়া।
অচিরে অবশ্য তার ঘটিবে পতন,
তবু আছে কি আশায় ধরিয়া জীবন।
আজি এক দুষ্ট গ্রহে করিনু সৃজন,
ধরার সে বিভীষিকা, অরাতি বিষম,
নিয়তির কক্ষ হ'তে এসেছে লইয়া
অক্ষয় অনতিক্রম্য শকতি দুর্জ্জয়,
নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্ত লাগি আছে আপেক্ষিয়া।
১ আসিবে সময় যবে, জানিও কুমার
অলক্ষিতে অকস্মাৎ নামিয়া ধরায়,
যে উৎসাহ, আশা, তেজ, জীবনীশকতি
মানবের মাঝে আজি করে সঞ্চরণ,
প্রচণ্ড আঘাতে তারে লইবে হরিয়া।
বৈজয়ন্ত-বিলাসিনী দেবদাসীগণ! ৩৭

১ কুমার-নবসৃজিত দুষ্টগ্রহ

ঢাল স্বরগের সুরা, ঢাল সুধারাশি
অগ্নিপ্রভ রত্নপাত্র করিয়া পূরণ,
প্রভাতের ক্ষীণোজ্জ্বল শিশিরের সম
মন্দারমণ্ডিত এই দেব ভূমি আজি
বিজয়ের ঐক্যগীতি উঠুক গাহিয়া।
আনন্দে, অমরবৃন্দ, কর সুধাপান,
উন্মাদনী শক্তি তার শিরায় শিরায়
বিদ্যুতের সম দেহে যাউক বহিয়া,
উল্লাস-উচ্ছ্বাসে সবে মিলি সমস্বরে
উচ্চকণ্ঠে দেবগীতি উঠ রে গাহিয়া,
সেই গীতি স্বরগের সুরভি পবন
দিকে দিকে লয়ে যাবে নাচিয়া নাচিয়া
সুররাণি ! অমরার অমরা প্রকৃতি !
যে প্রেমের আবরণে আবরি আমায়
ও বরাঙ্গে অঙ্গ মোর মিশাইয়া তুমি ৫২

অৰ্দ্ধাঙ্গিনী রূপে মোর শোভিছ হেথায়,
সে প্রেমের বলে আজি অনুসর মোরে।
যে দিন চীৎকার করি উঠিলে কাঁদিয়া—
"দয়াময় ভগবন্! রক্ষা কর মোরে;
অসহ্য দুৰ্ব্বারশক্তি, পারি না সহিতে
জ্বালাময়ী এ শিখার বিষম দহন,
দেহ মোর হয়ে গেল বিষে জর্জ্জরিত,
শরীরের রক্ত গলে হ'য়ে গেল জল,"—
সেই দিন প্রিয়ে! দুটি শক্তির মিলনে
জনমিল ততোধিক শক্তি দুর্নিবার
অনঙ্গ অদৃশ্যরূপী, জাগে নিশিদিন
তোমার আমার মাঝে প্রেমসন্ধিরূপে,
অপেক্ষিয়া, নিয়তির সিংহাসন ছাড়ি
হেথা কালপুরুষ না আসে যতদিন।
অই শোন, অগ্নিপ্রভ নিয়তিচক্রের ৬৭

বজ্রধ্বনি, চূর্ণ করি ফেলিছে পবনে।
শোন বিজয়ের ধ্বনি, হের লো কেমন
কাঁপিয়া উঠিছে বিশ্ব, আসিছে স্যন্দন
বিষম ঘর্ঘর শব্দে সুরপুরী পানে।

[নিয়তির রথের প্রবেশ, কালপুরুষের অবতরণ ও দেবরাজের
সিংহাসনাভিমুখে গমন]

বাসব—

অহো! কি ভীষণ মূর্ত্তি, বল কেবা তুমি।

কাল পুরুষ—

আমি মহাকাল, নাহি তব প্রয়োজন
শুনি সে অপর নাম অতি ভয়ঙ্কর।
নেমে এস রসাতলে অনুসরি মোরে।
তোমারি সন্তান আমি মহাশক্তিধর,
তোমা হতে বলবান, তুমিও যেমন
ছিলে কত শক্তিশালী তব পিতা হ'তে। ৭৮

আজি হ'তে জেনো স্থির দুই জনে মোরা
একত্র করিব বাস তমোময় দেশে।
উদ্যত অশনি তব কর সংহরণ।
কত দিন সবে বিশ্ব তব অত্যাচার?
কত হ'বে শকতির অপব্যবহার?
কিংবা যদি ইচ্ছা হয় দেখহ করিয়া
প্রয়োগ তোমার আছে যতেক শকতি,
—পিষ্ট কীট যতক্ষণ না হয় মরণ
অঙ্গ ভঙ্গি করি যথা করয়ে তর্জ্জন।

বাসব—

দানবকুলকলঙ্ক! শতধিক্ তোরে,
পদাঘাতে তোরে আজি শমন সদনে
করিব প্রেরণ; যদি চাহিস্ মঙ্গল
প্রাণ লয়ে ত্বরা করি পালারে দুর্জ্জন।
উহু, উহু, ক্ষান্ত হও, জ্বলে যায় দেহ; ৯২

কৃপা কর, দেহ মোরে ক্ষণিক বিশ্রাম
হায়, বিধি, যে আমার শত্রু চিরদিন,
তারে তুমি বসাইলে বিচার আসনে।
পর্ব্বতে শৃঙ্খলাবদ্ধ শীর্ণ পুরঞ্জন
প্রতিহিংসানলে মোর জ্বলে নিশি দিন,
সে যদি আপন হাতে করিত বিচার
এ কঠিন শাস্তি নাহি করিত প্রদান;
ন্যায় পরায়ণ, ধীর, নির্ভয় অন্তর,
মুক্তআত্মা পুরঞ্জন বিশ্বের সম্রাট।
তুই কোন্ নরকের ঘৃণিত কুক্কুর,
নাহি ক্ষমা, অনুনয়ে নাহি কোন ফল।
আয় তবে মোর সনে, আয় রে পামর,
উভয়ে নিরয় গর্ভে যাইব ডুবিয়া,
দুরন্ত কলহে মত্ত অহি, বিহঙ্গম
পড়ে যথা শ্রান্ত হয়ে অকূল সাগরে। ১০৭

মুক্তদ্বার নরকের উন্নত প্রাচীর
পড়ুক ভাঙ্গিয়া আজি ; রসনা মেলিয়া
অনন্ত অনল সিন্ধু উঠুক জ্বলিয়া,
হতভাগ্য জনহীন বিধ্বস্ত জগৎ
পুড়ি সে অতল গর্ভে যাউক ডুবিয়া ;
আমি আর তুমি, দুই বিজিত বিজয়ী
তার সনে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে
—যার তরে এই ঘোর দ্বন্দ্বে রত মোরা—
ডুবে যাই চির তরে। একি হেরি আজ !
প্রকৃতি আদেশ মোর করে না পালন ?
ঘুরিছে মস্তক মোর, যেতেছি ছুটিয়া
নিম্নে রসাতলে বুঝি অনন্তের তরে ;
আর ওই ঊর্দ্ধে শোভে—ধিক্ মোরে—
বিজয়ী অরাতি মম জলদের প্রায়
আঁধারে আবরি মোর লজ্জিত পতন। ১২২

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিপুলকায়া নদীর সাগরসঙ্গমে শ্বেতদ্বীপ। পুলিনে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বরুণদেব, পার্শ্বে অরুণদেব দণ্ডায়মান।]

বরুণ—

বিজয়ী সে দানবের ভ্রূকুটিসঙ্কেতে
মহাবল বাসবের হ'য়েছে পতন ?

অরুণ—

যা কহিনু সত্য সব। সে দ্বন্দ্বযুদ্ধেতে
সৌররাজ্য মোর হ'ল আঁধারে মগন।
সে ঘোর তিমির ভেদি পড়িল যখন
স্বর্গভ্রষ্ট সুরপতি, উঠিল জ্বলিয়া
ক্রোধে অপমানে তার সহস্র লোচন,
গ্রহ উপগ্রহ সব উঠিল কাঁপিয়া ;
অকস্মাৎ সেই ক্রোধবহ্নির প্রভায়
গেল সে অমরধাম আলোকে ভরিয়া, ১৩২

মেঘভাঙ্গা দিনেশের শেষ রশ্মি ভায়
উঠে যথা বাত্যাক্ষুব্ধ সাগর হাসিয়া।

বরুণ-

অতল রৌরব-কুণ্ড ঘোর তমোময়
পাপীর দুঃখের ধাম ; এও কি সম্ভব,
সুখপুরী বৈজয়ন্ত যাহার আলয়
তাহাতে ডুবিবে সেই দেবেন্দ্র বাসব ?

অরুণ-

পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে করি আরোহণ
গর্ব্বিত নয়নে চাহে দিবাকর পানে
১ শকুন্ত বিহগবর ; কিন্তু সে যেমন
পক্ষ দুটি ভেঙ্গে যায় যবে বজ্রবাণে,
লুপ্ত হয়, দৃষ্টিশক্তি, করকা নিকর
আঘাতে আঘাতে করে নিতান্ত দুর্ব্বল , ১৪৪

১ শকুন্ত—ভাসপক্ষী।

বৃক্ষ পত্র সম, যথা অথবা প্রস্তর,
ঘূর্ণি বায়ু মাঝে পড়ি লভে ধরাতল
অধোমুখে, শিলারাশি শরীর তাহার
ঢাকি ফেলে লুপ্ত করি সকল গৌরব,
তেমতি পতিত আজি পতি অমরার
মহাদম্ভী মহাবল সুরেন্দ্র বাসব।

উঠে যথা নিদাঘের সমীর পরশে
শ্যামল শস্যের রাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
আজি হতে বক্ষে মোর তেমতি হরষে
উঠিবে তরঙ্গ রাশি নাচিয়া নাচিয়া
মলয় সোহাগে; আর শোণিত ধারায়
কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত এ রাজ্য আমার
নাহি হবে; স্বরগের শান্ত সুষমায়
হাসিয়া উঠিবে মোর নীল পারাবার। ১৫৮

ধন ধান্য জনপূর্ণ দেশে দেশে আর
রম্য দ্বীপাবলি ঘিরি ছুটিবে তটিনী,
স্ফটিক আসনে বসি পুলিনে তাহার
জলদেবগণ সুখে লইয়া সঙ্গিনী
আনন্দে হেরিবে ভাসি দূর হ'তে কত
আসিছে অর্ণবপোত, সায়াহ্ন বেলায়
মর্ত্তবাসী হেরে যথা নীলাম্বুর মত
অনন্ত প্রশান্ত নীল গগনের গায়
ভেসে আসে তরীসম স্নিগ্ধ নিশাকর,
সম্মুখে অদৃশ্যরূপে বসি কর্ণধার
বাহিয়া নিতেছে তায়, জ্বলে কি সুন্দর
রোহিণীনক্ষত্রে শ্বেত উষ্ণীষ তাহার।
আর না শুনিবে মোর তরঙ্গিণীগণ
পথে পথে আর্ত্তনাদ, বেদনার বাণী,
হেরিবে না শাসনের রক্ত প্রস্রবণ, ১৭৩

তীরেতে নগর তার শূন্যজনপ্রাণী,
শুধুই প্রভুত্ব আর দাসত্ব কেবল।
কূলে কূলে পুষ্পরাশি উঠিবে ফুটিয়া,
তরঙ্গে হাসিবে তার বরণ উজ্জ্বল,
মধুর সুবাসে দিক যাইবে ভরিয়া।
সরলতা মাখা নম্র বিনয় বচন
শুনিতে শুনিতে তারা যাইবে ভাসিয়া,
মধুর সঙ্গীতধারে জুড়াবে শ্রবণ ;
আনন্দে পরীর মন উঠিবে নাচিয়া।

অরুণ—

আর না নির্ম্মম দৃশ্যে অন্তর আমার
ডুবে যাবে বেদনার কালিমা ছায়ায়,
রাহু যবে করে মোরে কুক্ষিগত তার
জগত আঁধার মঝে যথা ডুবে যায়।
রজতের ক্ষুদ্র শ্বেত বীণা লয়ে করে ১৮৭

প্রভাত তারায় বসি দেবতাকুমার
অই শোন কি সুস্পষ্ট সুমধুর স্বরে
জানাইছে হৃদয়েব আনন্দ অপার।

বরুণ—

করহ প্রস্থান তবে, বিদায় এখন।
আবার সায়াহ্নে তব তুরঙ্গযুগল
লভিবে বিশ্রাম যবে, লভিব মিলন।
অই শোন সাগরের কল কোলাহল
সঘনে ডাকিছে মোরে, ক্ষুধায় কাতর।
মতির কলসীভরা অমৃতের রাশি
সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল নীল দিব্য মনোহর
সজ্জিত আমার গৃহে, তাহে ক্ষুধা নাশি
তৃপ্ত সিন্ধু নৃত্য করে সারাটি দিবস।
বাহি বায়ুসম স্রোত ত্বরিত চঞ্চল

পুরঞ্জন

সাধনার শুভ দিনে জানাতে হরষ
ছুটিয়া চলেছে বারিকুমারীর দল।
দিকে দিকে ঢলে অঙ্গ হেলিয়া দুলিয়া,
উড়িয়া খেলিছে কিবা বিমুক্ত কুন্তল,
শ্বেত চারু হস্তগুলি তুলিয়া তুলিয়া
আনন্দে ধাইছে সবে করি কল কল।
হের কণ্ঠ শোভে কিবা বিচিত্র মালায়,
জলজ কুসুমে গড়া মুকুটে মস্তক
গাঁথা যেন জ্যোতির্ম্ময় শত তারকায়।

[তরঙ্গ নাদ]

ক্ষুধিত সাগর কিবা গর্জ্জে ভয়ানক।
শান্ত হও রে দানব! ক'রনা গর্জ্জন,
এখনি আসিয়া আমি মিটাব ক্ষুধায়। ২১২

যাই তবে, যাও তুমি স্বকার্য্যে এখন,
বিদায়, অরুণদেব।

অরুণ—

বিদায়, বিদায়।

তৃতীয় দৃশ্য

[গিরিশৃঙ্গ—নিয়তির রথবাহিত পুরঞ্জন, মহাবীর হরকুলিশ, ধরাদেবী, পরীগণ, সাধনা, মনীষা ও কালের দূত। হরকুলিশ কর্ত্তৃক পুরঞ্জনের শৃঙ্খলমুক্তি ও পুরঞ্জনের অবতরণ]

হরকুলিশ—

দানবগৌরব তুমি, জ্ঞানে গরীয়ান্।
যে পুরুষ ধীর, স্থির, ধৈর্য্য, শৌর্য্যবান্ ২১৭

মহাশক্তি দাসীসম সেবেন তাঁহারে,
তুমি তার নিদর্শন জগৎমাঝারে।

পুরঞ্জন—

হে দেব, বিনয় নম্র বচন তোমার
সুধা বরষিছে যেন শ্রবণে আমার;
আজি এই লব্ধ মুক্তি চির আকাঙ্খার
মনে হয় তুচ্ছ যেন তুলনায় তার।
জীবনের ধ্রুবতারা সাধনা আমার!
আদর্শ রূপের ছবি! তুলনা যাহার
জগতে হেরেনি কভু জীবের নয়ন,
ওগো ও রূপের খনি দিব্যাঙ্গনাগণ!
সোদরাপ্রতিমা মোর, সান্ত্বনার ধন!
তোমাদের ভালবাসা, আদর যতন,
ও চারু বদন,—শুধু স্মৃতি-টুকু তার—
দুর্ব্বিষহ বেদনার জীবনে আমার ২৩১

সান্ত্বনার সুধা ধারা করিয়া সিঞ্চন
আজিও রেখেছে মোর বাঁচায়ে জীবন।
লভিনু মিলন আজি বিধাতার বরে,
অক্ষয় অটুট থাক্ অনন্তের তরে।
অই যে অদূরে এক হেরিছ কন্দর,
বিশ্রামের রম্য স্থান ওটি মনোহর;
সুগন্ধ পাদপ, পুষ্প, লতায়, পাতায়
ঢাকিয়া রেখেছে তায় মধুর ছায়ায়;
কি বিচিত্র মরকতে মৃত্তিকা উহার
সজ্জিত রয়েছে, আহা! মাঝখানে তার
সুখস্পর্শ উৎস এক নয়ন রঞ্জন
মধুর নিনাদে কিবা জুড়ায় শ্রবণ।
প্রকৃতির শ্যামল সে চন্দ্রাতপগায়
গিরিমুক্ত ঘনীভূত শিশির কণায়
ঝুলিছে তুষার বিন্দু অশ্রুবিন্দু সম, ২৪৬

কিংবা যেন মুকুতার শ্বেতহার কম;
জ্যোতিঃ তার আলোরাশি করে বিকীরণ
ছায়ায় আঁধার মাখা অপূর্ব্ব কেমন।
ফুর ফুর বায়ু আসে নেচে হেলে দুলে,
বৃক্ষ হতে বৃক্ষে ধায় মৃদু ধ্বনি তুলে,
ফিস্ ফিস্ কহে কথা কাণে কাণে তার.
শুনিবে বিহগ গান, মধুপ ঝঙ্কার।
হেথা হোথা শৈবালের বিচিত্র আসন
মখমল গদি আঁটা, সবুজ বরণ
সুকোমল তৃণ গুচ্ছে ঢাকা পাদ তার,
হেরিয়া লভিবে প্রাণে আনন্দ অপার।
প্রকৃতি গড়েছে তারে অতুল শোভায়,
মানবরচিত কোন সজ্জা নাহি তায়।
সেথা মোরা, চল, সুখে করিব বসতি,
নিভৃতে কহিব কথা,—কালের কি গতি, ২৬১

কেন এই জগতের উত্থান পতন,
তার মাঝে রহে স্থির আত্মা সনাতন;
কালের এ পরাক্রম ব্যর্থ করি নর
কেমনে বা লভে আত্মা অক্ষয় অমর;
কেমনে বা তুমি যবে ফেল দীর্ঘশ্বাস
আমি করি মহানন্দে হাস্য পরিহাস।
মনের আনন্দে তুমি সেথায় বসিয়া
সাগরসঙ্গীত গাথা গাহিয়া গাহিয়া
সরলে, আনিবে অশ্রু নয়নে আমার,
তখন অপর এক সঙ্গীতে আবার
হাসিয়া করিবে দূর সেই অশ্রুধার—
যদিও মধুর, আহা, বরিষণ তার।
ফুটন্ত কুসুম হাসে ঝরণার কূলে
লতার পাতার মাঝে শোভিয়া মুকুলে,
পড়ি তায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা রবির কিরণ ২৭৬

মধুর করেছে আরো সে রম্য কানন।
শিশুর কলঙ্কহীন স্বভাবের ছবি
পুষ্পগুলি ক্ষণতরে এ জীবন লভি
ঢলে পড়ে ; তার মাঝে বাছিয়া বাছিয়া
মুকুল পাতায় ফুলে মালিকা গাঁথিয়া
এ উহার করে দিব প্রীতি উপহার,
ক্রীড়ায় আনন্দে কাল কাটিবে সবার।
প্রণয়-চাহনি আর প্রেমের কথায়
টানিয়া আনিবে কত গোপন ব্যথায়
এ উহার হৃদি হতে ;—জমিয়া জমিয়া
সেথা যে ভাবনা রাশি উঠেছে ফুলিয়া
মুক্ত হবে, খুলে যাবে অন্তরের দ্বার,
ভাসিবে প্রীতির নীরে চিত্ত দুজনার।
অনিল পরশে যথা বাঁশরীর স্বর
মধুর সঙ্গীত ঢালে দিব্য মনোহর, ২৯১

গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ধ্বনি তার ধায়,
উঠে নামে কত মত পর্দ্দায় পর্দ্দায়,
ভিন্ন ভিন্ন নানা রাগ রাগিণী মিশ্রণে
মিশ্র সঙ্গীতের ধারা উঠে লো গগনে,
তাহার তরঙ্গে মুগ্ধ আপনি পবন
তালে তালে নৃত্য করে আনন্দে মগন,
তেমনি বিভিন্ন প্রেম সোহাগের কথা
মুগ্ধ চিত্তে আনি দিবে স্বর্গের বারতা ;
তাহারি আনন্দে নৃত্য করিবে এ প্রাণ
ভুলে যাব সর্ব্ব দুঃখ, গ্লানি, অপমান।
মধু লোভে অলিকুল হরষিত মনে
চারিদিক হতে জুটে কুসুম কাননে,
তেমনি এ কুঞ্জের কি মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে
দিগ্বিদিক হ'তে বায়ু আসে সেথা লয়ে
বিশ্বের কাহিনী, কত হৃদয়ের ব্যথা, ৩০৬

জগতের সুখ, দুঃখ, প্রেমের বারতা।
কপোতের মনোরম আঁখি নিরমল
কহে কথা মরমের বেদনা কোমল,
তেমতি এ প্রকৃতির লীলা নিকেতন
কি যেন জানায় এক করুণ বেদন।
স্বাধীন মানব এবে, মুক্ত শক্তি তার ;
এ কানন করি তার প্রভাব বিস্তার,
শান্ত করি দুরাকাঙ্খা, প্রবৃত্তি দুর্ব্বার,
দেখাইয়া দিবে তারে উন্নতির দ্বার।
সুদৃশ্য লাবণ্যে ভরা ছায়ামূর্ত্তি কত
রূপের সাগর হ'তে আসি অবিরত
উদিবে মানস পটে ; ক্রমে তার পর
নয়ন সম্মুখে ধরি মূর্ত্তি স্পষ্টতর
দাঁড়াবে হাসিয়া, বন উজলিয়া রূপে,
ভবিষ্যৎ উন্নতির অধিষ্ঠাত্রীরূপে। ৩২১

ভাস্কর-বিদ্যায় কেহ দেবতারূপিনী,
কেহ চিত্র কলা, কেহ কবিতা মোহিনী।
যে সুষমা সৃষ্টি এবে কল্পনা অতীত,
ভবিষ্য সন্তান হস্তে হবে সম্পাদিত;
ছায়াময় রূপে আর অবোধ্য ভাষায়
তাহারি বারতা তারা গাহিয়া বেড়ায়।
জগতের শ্রেষ্ঠ পূজা ভালবাসা দান,
ত'রাই ঘটায় তার যোগ্য প্রতিদান।
যতই উন্নতি পথে হবে অগ্রসর
মানব সন্তান, হবে তত মনোহর
ইহাদের রূপ, আর এ গীতির সুর
ক্রমে ক্রমে হবে তত কোমল মধুর।
আঁধারের আবরণ পড়িবে খসিয়া,
দুর্নীতি, বিলাস, ভ্রান্তি যাইবে ঘুচিয়া,
পুণ্যের আলোকে দেশ হইবে উজ্জ্বল, ৩৩৬

তাহারি প্রভাব সেথা হেরিবে কেবল
অই দরী মাঝে আর চারিদিকে তার,
হৃদয়ে লভিবে শান্তি আনন্দ অপার।

(কালের দূতকে লক্ষ্য করিয়া)

আর এক কার্য্য তব, হে দিব্য আত্মন্ !
আছে বাকী। সরলে লো ! কর আনয়ন
সেই বক্র শঙ্খ ; তব দিদি সাধনার
বিবাহ আশীষ, সিন্ধু-দত্ত উপহার ;
ফুৎকারে উত্থিত যার মধুর আঁরাবে
বরষিবে শান্তিধারা, ধন্য হয়ে যাবে
বসুন্ধরা, রেখেছিলে যারে লুকাইয়া
শৈলগর্ভে দুর্ব্বাদলে যতন করিয়া।

সরলা—

(কালের দূতকে সম্বোধন করিয়া)

সোদর সোদরা মাঝে তুমি সুদর্শন, ৩৪৮

সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ কামনার ধন
লহ এই দিব্য কম্বু সুদৃশ্য মোহন।
হের কিবা মৃদু নীল রজত বরণ
মিশিয়াছে পরে পরে এ উহার গায়,
স্নিগ্ধ, সুখকর, তবু উজ্জ্বল শোভায়
ভাতিছে লাবণ্য, যেন দিতেছে জানায়ে
মুগ্ধ গীতি ওর মাঝে রয়েছে ঘুমায়ে।

কালের দূত—

সাগরের শঙ্খ মাঝে অতি সুশোভন
মনে হয় শ্রেষ্ঠতম ও শঙ্খ রতন।
উহার মধুর নাদ, কহিনু নিশ্চয়,
বিস্ময়বিমুগ্ধ হবে শুনি লোকত্রয়।

পুরঞ্জন—

বায়ু সম বেগবান্ অশ্বযানে চড়ি,
অতিক্রমি জনপদ নগর, নগরী, ৩৬১

পুরঞ্জন

মার্ত্তণ্ডের গতি জিনি, কম্বু করে ধরি
এস, কাল, ভূমণ্ডল অতিক্রম করি।
রথ তব পবনের হিল্লোল বাহিয়া
ছুটে যাবে যবে, প্রাণ উঠিবে মাতিয়া
অনিলের সুখস্পর্শে, ফুৎকারি তখন
ঘনাবর্ত্ত শঙ্খ ওটি করিও বাদন!
ওর গানে মহাশক্তি উঠিবে জাগিয়া,
গভীর অশনিধ্বনি যাইবে মিশিয়া
করুণ সঙ্গীতে যেন, ফিরিয়া তখন
এস এই শৈলাবাসে, কাটাবে জীবন
আমাদের সনে। ওগো মাতঃ বসুন্ধরা!

ধরাদেবী—

শুনেছি বারতা সব, বাক্য মধুভরা;
অনুভব করিয়াছি প্রভাব তাহার
প্রাণে প্রাণে, ওই ওষ্ঠযুগল তোমার

শ্রবণযুগলে মোর করি আকর্ষণ
স্নিগ্ধ সুধাধারা তাহে করিছে বর্ষণ।
এ কঠিন শৈলময় শিরায় শিরায়
তব অঙ্গস্পর্শের মধু বয়ে যায়
আঁধার গভীরতম অনন্ত প্রদেশে,
অতুল আনন্দে মোর প্রাণ গেল ভেসে;
এই বৃদ্ধ মৃতকল্প শীতল শরীর
তব বাক্য শুনি আজি হয়েছে অস্থির,
সারা দেহে চলিয়াছে বিদ্যুৎ ছুটিয়া,
অক্ষয় যৌবন যেন আসিল ফিরিয়া।
বৃক্ষ, তরু, লতা গুল্ম, ইন্দ্রধনু সম
সুন্দর বিহঙ্গকুল যত জীব মম,
পশু, কৃমি, কীট, মৎস্য, মানব সন্তান
মোর শুষ্ক বক্ষঃ হ'তে করি স্তন্য পান
দিনে দিনে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগের জ্বালায়,

নৈরাশ্যবিষের আহা বিষম ব্যথায়
শুকায়ে মরিতেছিল ; আজিকে লভিয়া
নূতন জীবন তা'রা উঠিবে হাসিয়া
ভুলি দৈন্য, লভি নব সুধার পোষণ,
কাটাবে আমার অঙ্কে সুখে এ জীবন।
নিশ্চিন্ত হরিণ শিশুযুগল ঘুমায়
জননীর বক্ষে যথা, ছুটিয়া পলায়
বায়ু বেগে, জাগে যবে, আবাস প্রাঙ্গনে,
তটিনীর কূলে কূলে কমল কাননে,
নিখিল সন্তান মোর তেমতি নিশ্চয়
আজি হতে বক্ষে মোর নিশ্চিন্ত নির্ভয়
মুক্ত, তৃপ্ত, দূরে যাবে দৈন্য হাহাকার
তাপিত ব্যথিত প্রাণ জুড়াবে আমার।
নিশায় নৈরাশ্যময়ী কুহেলি আমার
সঞ্জীবনী সুধা সম ভাসিবে এবার

তারকাক্ষরিত যেন বিন্দুরাশি প্রায়,
সুগন্ধি কুসুম তাহা আপনার গায়
মাখিয়া হইবে ধন্য; হেরিবে আবার
মানব পশুর দেহে শকতি-সঞ্চার।
আবার হাসিবে তা'রা সুখের স্বপনে,
আশার আনন্দভাতি খেলিবে বদনে,
মৃত্যুরে করিবে তা'রা মাতৃআলিঙ্গন—
বিশ্বের জননী-অঙ্কে সুখের শয়ন;
যাঁর এ জীবন দান তিনিই ডাকিয়া
আদরে টানিয়া যেন অঞ্চলে ঢাকিয়া
কহিবেন "মোর বুকে থাক বাছাধন,
আমারে ছাড়িয়া আর যেওনা কখন।"

সাধনা—

জননী গো! কি কহিছ মরণ, মরণ?
যে মরে মুখে কি তার সরেনা বচন? ৪১৯

পুরঞ্জন

তাহাদের প্রাণে কভু নাহি জাগে আশা ?
তারা কি জানেনা কিবা প্রেম, ভালবাসা ?
তাহাদের নাসিকায় বহে না নিশ্বাস ?
জাগেনা চঞ্চল হৃদে কভু কি পিয়াস ?

ধরাদেবী—

জানিনা তোমারে বাছা কি দিব উত্তর।
তুমি কি বুঝিবে ইহা ? তুমি যে অমর।
নশ্বর এ জগতের জীবন যাহার
সেই ত বুঝিবে এই বারতা আমার।
ক্ষুদ্র এ জীবন, পারে মৃত্যু যবনিকা,—
অবোধ্য এ সংসারের ঘোর প্রহেলিকা—
এক দিকে, অন্তরালে ও দিকে রেখার
বাস্তব জীবন, ল'য়ে সুষমা সম্ভার,
অনন্ত জীবন তরে আছে দাঁড়াইয়া
মৃত্যুপট উত্তোলন লাগি অপেক্ষিয়া। ৪৩৩

আনন্দে কাটিবে কাল হেথায়, ললনে !
প্রকৃতির কত খেলা হেরিবে কাননে।
রুদ্রমূর্ত্তি তেয়াগিয়া ঋতুদেবীগণ
নৃত্য করে শান্তমূর্ত্তি করিয়া ধারণ ;
মৃদু বারিপাত হেথা, তার প্রান্ত দিয়া
রঙ্গে রঙ্গে ইন্দ্রধনু উঠে গো নাচিয়া ;
সুগন্ধ বহিয়া আনে ধীর সমীরণ ;
সুনীল বরণে ছুটে ধায় উল্কাগণ
নিশার আঁধার মাঝে, ক্ষণেকের তরে
হাসি উঠে তমোময়ী কি আনন্দভরে।
রবির ময়ূখমালা জীবের জীবন,
শিশিরে অমৃত ঢালা চাঁদের কিরণ
আবরিয়া রহে এই কানন প্রান্তর,
কঠিন বন্ধুর এই নীরস প্রস্তর,
যাহার প্রভাবে শোভে লতায় পাতায় ৪৪৮

ঢালে অর্ঘ্য ফল, পুষ্প ধূর্জ্জটির পায়।
সাধনা লো! এ কাননে একটি গুহায়
কাটায়েছি বহুদিন বড় যাতনায়।
বিরহের হলাহলে তোমার, ললনে!
শূন্য এ জগৎ যবে হ'তেছিল মনে,
উন্মত্তের মত মোর মানস চঞ্চল
হ'ল তব দুঃখে, হ'ল মানব সকল
উন্মত্ত সেবিয়া মোর বিষাক্ত পবন,
রচিল মন্দির এক বিচিত্র শোভন,
কত দৈববাণী দেখাইল প্রলোভন,
ভুলিল কুহকে ভ্রান্ত মুগ্ধ জাতিগণ।
ঈর্ষ্যার অনলবিষ জ্বলিল অন্তরে,
উঠিল কলহ যুদ্ধ বাধি পরস্পরে;
মন্দির-অধ্যক্ষগণ হেরি সে সংগ্রাম
লভিল ঈর্ষ্যায় তৃপ্তি, হ'ল পূর্ণকাম, ৪৬৩

জীবের আরাধ্য দেশ শরণ কারণ
দেবেন্দ্রের তব দুঃখে ঘটিল যেমন।
বহে বায়ু সেথা এবে তর তর করি
লতা গুল্ম বৃক্ষশিরে, আহা, মরি মরি,
মৃদুল সুবাস কিবা আনিছে বহিয়া
রক্ত নীল কুসুমের দেহ আলিঙ্গিয়া।
মধুর প্রশান্ত জ্যোতিঃ, বিমল আভায়
সাজিয়াছে দিগঙ্গনা কি শুভ সজ্জায়,
শৈলে শৈলে বনে বনে প্রখর কিরণ
ক্রীড়া মত্ত, ঝলসে না তবু এ নয়ন।
দ্রাক্ষালতা লভে তার মধুর জীবন
এ আলোকে, বেড়ে উঠে বল্লরী কেমন
হরিৎ কুসুমে শোভি, হরষে মুকুল
দোলে যেন আপনার সৌরভে আকুল,
অথবা শোভিয়া যেন শত তারকায় ৪৭৮

পুলকে পবন দেব শরীর নাচায়।
সবুজ লতায় তার সোণার বরণ
দুলি দুলি ফলগুলি খেলিছে কেমন;
শিরে শোভে পাতাগুলি ডোরায় ডোরায়,
সুগন্ধি নির্য্যাস শোভে পাদপের গায়,
১ অমল চষকে ফুটি তার মাঝে ফুল
নয়নে খুলিয়া ধরে সুষমা অতুল;
সুধাসম শিশিরের রাশি ভরা তায়
পরীবালাগণ সুখে পান করি যায়।
সারাটি কানন ঘিরি পাতার আগায়
ঝরে হিমকণা, যেন পরীর পাখায়
স্নানান্তে সলিল বিন্দু। আহা কি মধুর
নিকুঞ্জ সুষমা, যেন কোন নিদ্রাতুর
অলস মধ্যাহ্নে তার সুখের শয়নে ৪৯২

১ চষকে— চষকের আকারে।

অপূর্ব্ব পরীর রাজ্য হেরে লো স্বপনে।
সুখের এ দৃশ্য রাশি মনে লয় মোর
হেরিলে মানব হয় আনন্দে বিভোর;
শান্ত হয় প্রাণ মন; হৃদয়ের মাঝে
জাগে সুচিন্তার রাশি; দূরে যায় লাজে
পলাইয়া ঈর্ষ্যা, ঘৃণা দৈন্য, দুঃখ, আর
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, কুচিন্তার ভার।
ফিরিয়া পেয়েছ যদি আজি আপনারে
এতদিনে, ভুঞ্জ সুখ সে কুঞ্জ মাঝারে।
সে গিরি কন্দর, বালা, এ রম্য কানন,
এই পুণ্যভূমি জেনো তোমারি আপন।
কোথা হে আলোক-শিশু, এস ত্বরা করি।

(পরীবালকের প্রবেশ)

এ বালক আগে আগে ধায় দীপ ধরি
যথা যাই। আদরের সাধনা আমার! ৫০৬

প্রেমের উজ্জ্বল বহ্নি নয়নে তোমার
ভাতিছে যেমন, হেন কত প্রেমিকার
নয়নের জ্যোতিঃ হ'তে এ বালক তার
জ্বালাইল নির্ব্বাপিত দেউটী শোভন,
বহু যুগ হ'ল গত হ'তেছে স্মরণ।
ছুটে যাও ক্ষিপ্রগতি, হে বালক তুমি,
যেথা উর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গ নীল অভ্র চুমি
জাগ্রত প্রহরী সম, হাসে খল খল
সুরাপানোৎসবে মত্ত গন্ধর্ব্বের দল;
কিন্নরী গাহিছে গান; পরপারে তার
প্রকৃতির মুক্ত দেহে শোভার ভাণ্ডার;
সিন্ধুগামী সিন্ধু নদ ছুটে মনোরম
শাখায় শাখায় ভাঙ্গি মহীরুহ সম
পঞ্চনদে, বহে তার প্রবাহ প্রবল;
হ্রদে হ্রদে স্বচ্ছ তোয় করে টলমল ৫২১

তরঙ্গে তরঙ্গে কিবা; চরণ তোমার
লভিবে পরশে সুখ, অথচ তাহার
সলিলে হবে না সিক্ত, হবে ক্লান্তি দূর
বিমল আনন্দ হৃদে জাগিবে প্রচুর।
দূরে, আরো দূরে যাও তেয়াগি সে দেশ,
হেরিবে ধরার দেহে নব নব বেশ।
অঙ্কিত শ্যামল তৃণে মঞ্জু গিরি পথ,
লতায় পাতায় ঢাকা ঊর্দ্ধ ভূমি কত,
নিবাত স্ফটিক স্বচ্ছ সরসী নির্ম্মল
শোভে অঙ্কে লয়ে কিবা বিচিত্র ধবল
মন্দিরের প্রতিবিম্ব, হাসে চূড়া তার,
কক্ষে কক্ষে সজ্জিত খিলান দুয়ার,
তাল জিনি স্তম্ভ, আর প্রাচীর তাহার
রম্য চিত্রে বিভূষিত, সৃষ্টি কল্পনার
সুসজ্জিত স্তরে স্তরে, জনাকীর্ণ পথ, ৫৩৬

রাজ সভা, দেব ধামে দেবতার রথ
অঙ্কিত সুন্দর শিল্পে; বিশ্ব বিমোহন
ভাস্কর প্রতিভা করে মুগ্ধ দুনয়ন;
মানব জীবনহীন মর্ম্মর অধরে
ছড়াইছে হাসি যেন দিগদিগন্তরে।
লয়ে যাও সেথা বৎস এই পুরঞ্জনে
সহচরীবৃন্দ সহ। হায় রে, এক্ষণে
সে প্রদেশ, পুরঞ্জন, সুখের সে ধাম
—তোমার গর্ব্বিত নামে ছিল যার নাম—
হতশ্রী মলিন কান্তি, লোকালয় হীন।
তরুণ যুবকগণ যেথা একদিন
যশের মুকুট সম, যশস্বী তোমার
ধ্বজরূপী দীপ লয়ে, ছুটে যেত তার
ছায়াময় রাজ পথে, আগে আগে তব,
মহোৎসাহে মত্ত হ'য়ে, কোথায় সে সব! ৫৭১

অপূর্ণ আশার দীপ লইয়া অন্তরে
মানব এরূপে চ'লে যায় লোকান্তরে
জীবন রজনী বাহি ; তুমিও তেমন
নৈরাশ্যের দীর্ঘ দাহ সহি পুরঞ্জন,
আশায় আশায় আজি গন্তব্য সীমায়
উত্তরিলে জয়মাল্য পরিয়া গলায়।
হেরিবে মন্দিরপাশে সে গিরি-গহ্বর,
যাও তবে, পুরঞ্জন, প্রফুল্ল অন্তর। ৫৭৯

—:o:—

চতুর্থ দৃশ্য

[অরণ্যের পশ্চাতে গিরি-গহ্বর—পুরঞ্জন, সাধনা মনীষা, সরলা ও ধরা দেবীর আত্মা]

সরলা—

পাতার আড়ালে, দিদি! গলিয়া গলিয়া
আপনার দেহখানি লুকায় কেমন,
সবুজ নক্ষত্রপ্রভ কিরীট মোহন
জ্বলে শিরে, দ্যুতি তার হের লো মিশিয়া
গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ মাঝে শোভে কি সুন্দর!
এ নহে মর্ত্ত্যের জীব কহিনু নিশ্চয়।
হের ওই দেহলতা কিবা জ্যোতির্ম্ময়।
গমনে বিদ্যুৎ ঝরে ধরার উপর।
কে উনি জান কি দিদি?

মনীষা—

উনি ধরণীর
অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সদা ভ্রমেন হেথায়

সূক্ষ্ম আত্মারূপে, ল'য়ে যাইতে ধরায়
ক্রমে স্বরগের পথে। এই জননীর
হেরিছ যে দেহ জ্যোতিঃ, দূর হতে কত
গ্রহ উপগ্রহে স্থিত অধিবাসীগণ
হেরি এ বিচিত্র প্রভা—মুগ্ধ প্রাণ মন—
ধরার অপূর্ব্ব রূপে প্রশংসে সতত।
লবণাম্বু সাগরের ফেনপুঞ্জে ভাসি
কভু নৃত্য করে, কভু মেঘপথে উঠি
ভ্রমে ঊর্দ্ধে গিরিশিরে, কিংবা যায় ছুটি
শ্যামল বনানীমাঝে ওই রূপ রাশি;
তটিনীপ্রবাহ বাহি তরঙ্গে দুলিয়া
আনন্দে ছুটিছে কভু যেন মনে হয়,
প্রকৃতির প্রতি দৃশ্যে বিমুগ্ধ হৃদয়
অঙ্গে অঙ্গ ঢালি চাহে রহিতে ভুলিয়া।
আবার মানব যবে ঘুমে অচেতন

দ্বিযামা যামিনী যোগে, নগরে নগরে
মুক্ত রাজপথে কিংবা বিজন প্রান্তরে
অবনীর লক্ষ্মী অই করে বিচরণ।
সরলা গো! বড় প্রিয় সাধনা তাঁহার।
শোন সে পূর্ব্বের কথা। বাসব তখন
লভে নাই স্বর্গপুরে প্রভুত্ব এমন,
করে নাই আপনার রাজত্ব বিস্তার।
সাধনার দৃষ্টি সুধা করিবারে পান
তখন এ ধরা দেবী আসিয়া একেলা
নিতি নিতি গৃহে তার বিশ্রামের বেলা
সুখে কাটাইত কাল, জুড়াইত প্রাণ।
উৎসুক নয়নে দেবী রহিত চাহিয়া
দিদির বদন পানে যেন কি তৃষ্ণায়,
কহিত কত কি তার গোপন কথায়
আনন্দে শিশুর মত হাসিয়া গলিয়া।

কোথা কি শুনেছে, কিবা করেছে দর্শন,
শুনাইত সাধনারে কাহিনী তাহার,
জন্ম কথা কেহ নাহি জানে সাধনার,
'মা' বলে করিত তাই তারে সম্বোধন।

(ছায়ারূপিণী ধবা দেবী সাধনার কাছে ছুটিয়া গিয়া)

মা আমার ! মা মা বলে ডাকিয়া ডাকিয়া,
তৃপ্ত করি ওই রূপে তৃষিত নয়ন,
বাহুপাশে কণ্ঠ তব করি আলিঙ্গন,
ও বরাঙ্গে আমার এ অঙ্গ মিশাইয়া,
লভিয়াছি কত সুখ ; বিরলে বসিয়া
কত দিন কত কথা, আজি পড়ে মনে,
কহিয়া কহিয়া আর শুনিয়া দুজনে
অলসমধ্যাহ্ন দীর্ঘ দিনু কাটাইয়া।
আজি কি সে দিন, মাগো, এসেছে আবার ? ৬১৩

সাধনা—

এস শুচিস্মিতে এস আদরের ধন।
এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে মনের মতন
সাধিব তোমার তৃপ্তি, আনন্দ অপার
পাইব হৃদয়ে নিজে মধুর সরল
সুধা মাখা বাক্যে তব, যা করি শ্রবণ
জুড়ায়েছি কত দিন দগ্ধ প্রাণ মন;
সুশীলে, কহ লো সেই বচন কোমল।

ছায়ারূপিণী ধরা-দেবী—

এখন হ'য়েছি বড় জননী আমার,
লভিয়াছি কত জ্ঞান, যদিও তেমন
লভি নাই পূর্ণ জ্ঞান তোমার মতন;
আমি যে বালিকা, মাগো সন্তান তোমার,
কেমনে ধরিব সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার
ক্ষুদ্র এ মস্তকে মোর; তবুও এখন ৬২৬

জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত তৃপ্ত এ জীবন,
আনন্দে শান্তিতে সুখে কাটিছে আমার।
তুমি ত মা জান এই সুন্দর জগতে
অশান্তির অসুখের কত আয়োজন;
বিষভেক, অহিকুল, হিংস্র প্রাণীগণ
চলে পায়ে পায়ে সদা ভ্রমণের পথে,
বিষবৃক্ষে ঝোলে ফল হাজারে হাজার,
কুটিল মানব চলে সংসারের মাঝে
আশে পাশে বন্ধু ভাবে বহুরূপী সাজে,
মুখে হাসি, হৃদি তার বিষের ভাণ্ডার।
কেহ বা দাম্ভিক, কেহ ক্রোধপরায়ণ,
অপরের সুখে দুঃখে কেহ উদাসীন,
গুরু বা ধার্ম্মিক জনে অতি শ্রদ্ধাহীন,
আপনার মূর্খতায় হরষিত মন।
কুচিন্তায় কুইচ্ছায় এইরূপে নর ৬৪১

আপনার মনুষ্যত্বে রাখে আবরিয়া,
দেবত্ব লভিতে পারে সুপথে চলিয়া,
অথচ হেলায় নাশে জীবন সুন্দর।
যা কিছু কুৎসিত হেরি এ মর ধরায়,
কুচরিত্রা নারী বুঝি অধম সবার,
নিদ্রায় ও স্বপনে সে রমণী তাহার
কুটিল ভ্রূকুটী মাঝে বিরক্তি জানায়।
বাহিরে রূপসী তারা, অথচ তোমার
অই রূপরাশি মাঝে উদার সরল
যে পূত চরিত্র শোভে, জানিও বিরল
সে চিত্র জগতে! সদা হৃদয় আমার
কি দারুণ বেদনায় পড়ে গো ভাঙ্গিয়া,
কেমনে বর্ণিব, যবে ভ্রমি অন্তঃপুরে
পয়োমুখ রমণীর বদন মুকুরে
বিষের কলসী ভরা হৃদয় হেরিয়া? ৬৫৬

কিন্তু আজি শুন এক অপূর্ব্ব কাহিনী,
সে দিন ঘটেছে যাহা চোখের উপর।
পাহাড়ে বেষ্টিত এক সুরম্য নগর,
আমি তার পথে পথে ভ্রমি একাকিনী
যেতেছিনু গিরি' পরে বনভূমি মাঝে।
কৌমুদী ধবলা সেই মধুর নিশায়,
দেখিলাম পুরদ্বারে প্রহরী নিদ্রায়
অভিভূত, বৃক্ষরাজি দানবের সাজে
দাঁড়াইয়া, অগণিত কর সঞ্চালনে
জানাইছে আপনার নিশি জাগরণ—
অযোগ্য সে প্রহরীর কর্ত্তব্য গ্রহণ।
মহোচ্চ নিনাদ এক পশিল শ্রবণে
হেন কালে, বিশ্ব যেন উঠিল চমকি,
জ্যোৎস্নাস্নাত সৌধ চূড়া উঠিল কাঁপিয়া
বুঝি গো গগন ভেদী সে ধ্বনি শুনিয়া, ৬৭১

জাম্বুক শিহরি ভয়ে দাঁড়াল থমকি।
তবু সে মধুর বড়, মোর মনে লয়
তব কণ্ঠস্বর ছাড়া মানব এমন
মধুবর্ষী শব্দ কভু করেনি শ্রবণ—
সেই বজ্রধ্বনি সনে তুলা যার হয়।
রেশ তার পশি কাণে রহিয়া রহিয়া
করে দিল প্রাণ মন আনন্দে বিহ্বল।
মন্ত্রমুগ্ধ নগরের অধিবাসীদল
নিদ্রা ত্যজি রাজপথে জুটিল আসিয়া,
যতক্ষণ শোনা গেল শব্দের কম্পন
আকাশের পানে তারা রহিল চাহিয়া,
বিহারভূমির এক উৎসে লুকাইয়া
হেরিলাম সেই দৃশ্য বিস্ময়ে মগন।
আবার বারেক সেই সুন্দর নিশিতে
অঙ্গ মিশাইয়া শ্যাম পাতায় পাতায়, ৬৮৬

দুলি দুলি জোছনার তরঙ্গ দোলায়
হেরিলাম কত কি যে চাহ কি শুনিতে ?
সেই যে কুৎসিত দুষ্ট নরনারীদল,
যাহাদের ব্যবহারে সহি এত ক্লেশ,
হৃদয়ে যাদের নাই দয়ামায়ালেশ,
মুখে শুধু ভালবাসা অন্তরে গরল,
তাহাদের দেহগুলি হেরিনু বিস্ময়ে
বায়ুর তরঙ্গ সনে ভাসিয়া ভাসিয়া,
কোথায় আকাশে দূরে গেল মিশাইয়া
নিরাকার শূন্য মাঝে যেন লুপ্ত হ'য়ে।
যেথায় দাঁড়ায়েছিল, সেথা আত্মাগুলি
কি সুন্দর মূর্ত্তি পুনঃ করিল গ্রহণ,
শ্মশানে মৃত্তিকা কেহ করিয়া খনন
দিল যেন মরকত স্মৃতি স্তম্ভ তুলি।
মন্ত্রমুগ্ধসম সবে বিস্ময়ে মগন ৭০১

আবার মুহূর্ত্তে হ'ল ঘুমে অচেতন,
প্রভাতে হেরিল উঠি সকলি নূতন,
জগতের আগাগোড়া কি পরিবর্ত্তন।
সেই বিষভেককুল, সেই অজগর,
তারা যে স্বরূপ হয় ভাবিনি কখন,
সে গঠন পুরাতন, সেই'ত বরণ,
তবু কি নূতন বেশে সেজেছে সুন্দর।
দূরে গেছে হিংসা, ক্রোধ, মাতা প্রকৃতির
সকলি সুন্দর যেন, সব শান্তিময়;
মুছে গেছে হৃদয়ের পাপবৃত্তি চয়;
সকলি পবিত্র শুভ্র আজি ধরণীর।
হেরিনু অদূরে এক সরসীর তীরে
তরুশাখে নীলকান্তি বিহগ যুগল
দুলিছে হরষভরে, প্রেমেতে বিহ্বল।
প্রতিবিম্ব পড়ি তার নিরমল নীরে ৭১৬

জোছনা ছায়ার সনে মিশিয়া মিশিয়া
খেলিছে মোহন খেলা, প্রেমিক যুগল
চঞ্চুতে লইয়া খুঁটি সুরসাল ফল
একে অপরের মুখে দিতেছে তুলিয়া।
মধুর সে প্রেম দৃশ্য হেরিয়া আমার
কি এক আনন্দে প্রাণ গেল যে ডুবিয়া
বর্ণিতে পরিনা আমি; বুঝিনু চিন্তিয়া
স্বরগের পথ বুঝি খুলেছে ধরায়।
শ্রেষ্ঠতম সুখ মোর ও পদ সেবন,
তাও মা ঘটেছে আজ আশীষে তোমার,
কে জানে কদিন আছে অদৃষ্টে আমার
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগ, এ পুণ্য দর্শন।

সাধনা—

তুমি আমি লভিলাম আজি যে মিলন,
অটুট রহিবে চির, জানিও নিশ্চয়,

বিশ্বপ্রেমে গলি গলি নাহি পায় লয়
যত দিন স্বর্গ মাঝে ধরার জীবন।

ছায়ারূপিণী ধরাদেবী—

যে প্রেমে সাধনা মিলে পুরঞ্জন সনে ?

সাধনা—

না, না, না বালিকা তুমি, সে প্রেমের কথা
সাজে না তোমার মুখে, এ যে প্রগল্‌ভতা।
তুমি কিলো ভাব শুধু নয়নে নয়নে
চাহি এ উহার পানে করিবে সৃজন
তোমার মতন গ্রহ উপগ্রহ শত,
শোভিবে যা দীপরূপে তারকার মত
মহাশূন্যে যবে সব আঁধারে মগন ?

ছায়ারূপিণী ধরাদেবী—

না, না, মাগো সে বাসনা নাহিক আমার।
যতদিন এই সব দেবতারূপিণী

রমণী আছেন মা গো আমার সঙ্গিনী
কি করিবে অমা রজনীর অন্ধকার ?

সাধনা—

শোন, হের কে আসিছে।

[কালের দূতের প্রবেশ]

পুরঞ্জনা—   বল, মহাশয়,
কি হেরেছ কি শুনেছ, যদিও আমার
নহে অবিদিত, তবু বাসনা আবার
শুনি তব মুখে সেই ঘটনা নিচয়।

দূত—

ভীষণ অশনি নাদে কাঁপিল গগন,
কাঁপিল মেদিনী বক্ষঃ, প্রতি রন্ধ্র তার।
থামিল সে ধ্বনি যবে হেরিনু ধরায়
অঙ্গে অঙ্গে মনোহর কি পরিবর্ত্তন।
অদৃশ্য বায়ুর স্তর, রবির কিরণ ৭৫৪

নিমেষে অপূর্ব্ব প্রেমে হইল মণ্ডিত,
আনন্দের আবরণে হইয়া বেষ্টিত
ধরণী নবীন বেশ করিল ধারণ।
জগতের যবনিকা-রহস্য মায়ার—
মুহূর্ত্তে খুলিয়া গেল নয়নে আমার,
অবশ হইল তনু আনন্দ ধারার
মৃদুল পরশে যেন কুহকে কাহার।
অবসন্ন পক্ষযুগে করিয়া নির্ভর
মন্থর গমনে উড়ি আসিনু নামিয়া
শূন্য পথে পবনের প্রবাহ বাহিয়া
হেরিতে নূতন দৃশ্য—ধরার উপর।
আজি হ'তে বুঝি মোর তুরঙ্গ যুগল
রবির আলয়ে সুখে করিবে বসতি,
আর না করিবে শ্রম কভু এক রতি
ভুঞ্জিবে অনল প্রভ কুসুম সকল। ৭৬৯

চন্দ্রকলা প্রভ সম সুন্দর বিমান
সেথায় হেরিবে সবে, এনেছে বহিয়া
সন্দেশ নূতনতর, রহিবে চাহিয়া
বিস্মিত নয়নে হেরি সেই দিব্যযান।
শঙ্খচূড় সর্পে বাঁধা রহিয়াছে তায়
ভীমকায় পক্ষী রাজ তুরঙ্গমগণ,
উড়ে চলে তারা যেন মত্ত প্রভঞ্জন,
আজি দাঁড়াইয়া চির বিশ্রাম আশায়।
পার্শ্বে তার রম্য হর্ম্ম্য বিচিত্র মন্দির
লক্ষ রক্ত প্রবালের কুসুম পরিয়া
দ্বাদশ হীরক স্তম্ভে আছে দাঁড়াইয়া
অপূর্ব্ব গুম্বজে গর্ব্বে উচ্চে তুলি শির।
প্রগল্‌ভ রসনা মোর, এ কি হ'ল তার,
কত কথা শুনাইব করেছি মনন,
আজি কেন মুখে মোর সরে না বচন? ৭৮৪

লুপ্ত হ'ল কেন হেন শকতি আমার ?
হৃদয়ের মাঝে মোর আনন্দের ধারা
যেতেছিল বহি যেন কুহক পরশে,
তেমনি ভাবিয়াছিনু মঙ্গল কলসে
সজ্জিত হেরিব বুঝি বিশ্বখানি সারা।
নামিয়া আসিনু যবে ধরার উপর
চাহিলাম চারিভিতে, হেরিল নয়ন
সকলি তেমন আছে পূর্ব্বের মতন,
যে দৃশ্যে বিষাদে মোর পূরিল অন্তর।
কিন্তু, শুন, ফিরি যবে চাহিনু আবার,
হেরিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য মানিনু বিস্ময়,
দেখিনু প্রেমের খেলা সারা বিশ্বময়,
পুলকে পূরিয়া গেল অন্তর আমার।
ধনী ও দরিদ্রে মিলি করে কোলাকুলি,
সিংহাসন ভূমি পৃষ্ঠ হ'য়েছে সমান, ৭৯৯

ঘৃণা, দম্ভ ধরা হতে করেছে প্রস্থান ;
মানব গিয়াছে বুঝি স্বার্থ দ্বেষ ভুলি।
নাহি কারো মুখে আর হীনতার ছায়া,
দৈন্য, দুঃখ, অবিশ্বাস নিজের উপর,
নয়নে আশার জ্যোতিঃ খেলে কি সুন্দর,
কি নব বিভায় শোভে মানবের কায়;
ললাট লাঞ্ছিত নহে নৈরাশ্য রেখায়
নরকের সিংহদ্বারে লিখিত যেমন
'প্রবেশ করিলে হেথা দিবে বিসর্জ্জন
তোমার সকল সুখ আশা ভরসায়'।
কুটিল ভ্রূকুটি নাহি, নাহি বিহ্বলতা,
প্রভুর আদেশ ভয়ে নাহি কাঁপে দাস,
অবিচার অত্যাচার পেয়ে বুঝি ত্রাস
পলা'য়েছে, আতঙ্কের নাহি অস্থিরতা
ক্ষুদ্র ক'রে ফেলে যাহা মানবের প্রাণ, ৮১৪

সঙ্কীর্ণ, অধম তারে, দ্রুত লয়ে যায়
মৃত্যু পথে, সারথির যথা তাড়নায়
অতি শ্রমে প'ড়ে মরে অশ্ব বেগবান।
অধরে মধুর হাসি, অন্তরে গরল,
পদে পদে প্রতারণা, অসত্য কথায়
বিশ্বাসী সরল চিত্ত সাধুরে ভুলায়
না হেরিনু এক জন হেন দুষ্ট খল।
বিদ্রূপের পরিহাস, অবজ্ঞার হাসি
নাহি কারো মুখে, কেহ বিদ্বেষের শরে
হেরিলাম ধরা মাঝে আর নাহি করে
উৎপাটিত আপনার পুণ্যবৃত্তি রাশি।
আপনার মনুষ্যত্বে, দিয়া জলাঞ্জলি
অপরের মনুষ্যত্ব, অন্যের সংসার
আর নাহি হেরি কেহ করে ছারখার
দেশের দশের নিজ শুভ পায়ে দলি। ৮২৯

জ্ঞানী ব'লে আপনারে দিতে পরিচয়
যাহা নহে সত্য, জানি হৃদয়ে আপন,
দম্ভভরে অবহেলি বিবেক স্পন্দন
নাহি করে কেহ বৃথা মিথ্যা বাক্যব্যয়।
শুদ্ধ, শান্ত, স্নিগ্ধোজ্জ্বল, কি সৌম্যদর্শন,
মুক্ত দ্বেষ কুটিলতা মুক্ত কুসংস্কার
সরল সরস মূর্ত্তি স্নেহ করুণার
ভ্রমিছে রমণীগণ প্রফুল্ল বদন।
ঊষার শিশির বিন্দু সুন্দর যেমন
রবির কিরণপাতে, আজিও তেমন
নবীন স্বর্গীয় এক মানস মোহন
সৌন্দর্য্যে সেজেছে কিবা পুরাঙ্গণাগণ।
কভু যা ভাবেনি মনে, সরল ভাষায়
আজি কহে তা'র কথা, কভু অনুভব
করেনি যে রস, আজি হের তা'র নব ৮৪৪

উচ্ছ্বাস কেমন তা'র প্রাণে বয়ে যায়
দেবত্ব লাভের যেই মহোচ্চ সোপান
নরের অগম্য ছিল, মুহূর্ত্তে কেমন
যেথা অনায়াসে সুখে স্থিত জীবগণ
লভিয়াছে নব দেহ, শকতি মহান।
কি এক নবীন মন্ত্রে পলকের মাঝে
স্বর্গে পরিণত ধরা, যা কিছু নিন্দিত
যা কিছু কুৎসিত ছিল নিমেষে দূরিত,
সারা বিশ্ব কি অপূর্ব্ব প্রেম ছবি রাজে।
সভ্যতার যত ছিল বিচিত্র নিশান,
নৃপতির অপরূপ রত্ন সিংহাসন,
কারাগার, ন্যায় দণ্ড, বিচার আসন
ব্যবহার গ্রন্থ কত, শৃঙ্খল, কৃপাণ,
সে সরঞ্জামের আর নাহি প্রয়োজন
নাহিক উৎকোচ দান, নাহি অত্যাচার, ৮৫৯

নাহি তোষামোদ স্পৃহা, অপব্যবহার,
স্বার্থ লাগি অপরের বিনাশ সাধন।
যশস্বীর কীর্ত্তীসম, স্মৃতি লুপ্তপ্রায়
তা'দের অস্তিত্ব এবে, তাহারা এখন
নৃপতির কর্ম্মহীন ভৃত্যের মতন
দেশের গৌরব, ধন, প্রতিভা জানায়।
কত না ভূপতি, কত ধর্ম্ম প্রচারক,
সুবিশাল রাজ্য, কিংবা বিশ্বাস উদার
ধ্বংস করি, দূরাতীতে প্রভুত্ব তাহার
করিল স্থাপন, এবে বিস্ময়জনক
চিহ্নরূপে তারা শুধু হের বিদ্যমান;
তেমতি অই যে হের সামগ্রী প্রচুর
উন্নতির, জেনো তায় ভবিষ্য অদূর
বন্ধন-শৃঙ্খল বলি করিবেক জ্ঞান।
ওই যে আবার হের ইন্দ্র সুরপতি ৮৭৪

দুর্দ্দান্ত অসুররূপী, দেবতা ঘৃণিত,
গৃহে গৃহে ভয়ে যারে করিয়া স্থাপিত
রক্তরূপে করে সবে অসংখ্য প্রণতি,
নির্দ্দয় পিশাচপ্রায় মহাঅত্যাচারী,
যার নামে কাঁপে প্রাণ সতত শঙ্কায়,
পূজে তাই সুরগণ, প্রাণের মায়ায়
ভক্তিহীন স্তবে সদা তোষে নরনারী,
যার খেলা মানবেরে আশায় আশায়
নিরাশ করিয়া ফেলা, গভীর প্রণয়
কলুষিত করি ভাঙ্গা প্রেমিক হৃদয়,
আশ্রিতের সর্ব্বনাশে যে আনন্দ পায়,
হের সেই দেবেন্দ্রের কি দশা এখন।
ভগ্ন পরিত্যক্ত তার মন্দির সকল,
স্বর্গ মর্ত্ত্যে নাহি স্থান, দূর রসাতল
পাতাল প্রদেশে তার হয়েছে পতন। ৮৮৯

গেছে ভ্রান্তি, গেছে মায়া, মোহ আবরণ
খুলে গেছে মানবের, মুক্ত-আত্মা নর
এবে, গেছে তার মিথ্যা আশা, মিথ্যা ভয়,
অসত্য জীবন দিয়ে লভেছে জীবন।
প্রশান্ত, স্বাধীন, মুক্ত, উদার হৃদয়
ধরায় মানব আজি ; বৃথা অভিমান
আভিজাত্য গৌরবের নাহি পায় স্থান
চিত্তে তার, অহঙ্কার, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়,
একের অপরে হেরি নাহি হেথা আর ;
নাহি আর তোষামোদ প্রশংসার ছলে ;
সংযত, নির্ভীক চিত্ত, মনুষ্যত্ববলে
প্রত্যেক মানব এবে প্রভু আপনার।
যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, আর যাহা জ্ঞান,
মানবেরা রত আজি তা'রি সাধনায়
ভুলি কে বা উচ্চ নীচ ; এক প্রাণতায়, ৯০৪

এক সূত্রে বদ্ধ এক মায়ের সন্তান।
চিত্তবৃত্তি আছে তার আগের মতন,
কিন্তু তাহে নাহি পাপ বেদনার ভার,
যার ফলে ঘটে এই মানব আত্মার
সংসারের কারাগারে দুশ্চ্ছেদ্য বন্ধন।
শাসন সংযত এবে সেই বৃত্তিগুলি,
তার বলে মানবের আত্মা বলীয়ান
মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গপথে করিবে প্রস্থান
দুঃখের কারণ এই মোহ পাশ খুলি। ৯১৩

চতুর্থ অঙ্ক

[পুরঞ্জনের গুহাপ্রান্তস্থিত অরণ্য। মনীষা ও সরলা নিদ্রাভিভূতা ; সঙ্গীত শ্রবণে তাহাদিগের জাগরণ]

(নেপথ্যে পরীগণের গীত)

নিষ্প্রভ নক্ষত্রগণ
কোথায় করিছে পলায়ন।
ঊষার আলোকে ফুটি
অরুণ আসিছে ছুটি,
তারকার পাছে পাছে ধায়,
ভয়ে তারা দ্রুত পায়
যেন ক্ষণপ্রভা প্রায়
আপন আলয়ে ছুটে যায়
—গগনের পরপারে,— ১

কেহ না বুঝিতে পারে
অকস্মাৎ লুকায় কোথায়।
শার্দ্দূলের সাড়া পেয়ে
মৃগশিশু যায় ধেয়ে
সুনিবিড় অরণ্যে যেমন,
তেমনি নক্ষত্রগণ
কোথায় করিছে পলায়ন।
কিন্তু কই তোমরা কোথায়?
এস এস এস গো হেথায়।

(গান করিতে করিতে একদল কৃষ্ণবর্ণের ছায়াময় মূর্ত্তির গমন)

দাঁড়ালো দাঁড়ালো তোরা,
এই যে এসেছি মোরা
যুগান্তের শবমঞ্চ করিয়া বহন,
ধীরে ক্ষণ করলো গমন। ২২

প্রেতরূপী ছায়াময়

ওগো আমরা সময়,

খণ্ডকালে করে দেই মহাকালে লয়।

অগুরু চন্দন সরাইয়া

কেশরাশি দেও বিছাইয়া,

অশ্রুসিক্ত কর ওই শব আস্তরণ;

শিশিরের নাহি প্রয়োজন।

অই ঝরা ফুলগুলি

মাটী হ'তে লও তুলি,

কালের ও শবদেহে দেও ছড়াইয়া।

নাহি কাজ বাগান লুটিয়া।

ছুটে চল্ ছুটে চল্ বিলম্বে কি ক্ষণ?

আকাশে মেঘের কায়া,

ধরাপৃষ্ঠে তার ছায়া,

কাঁপি কাঁপি বায়ু ভরে উড়েলো যেমন, ৩৭

ক্ষণমাঝে ফেনপুঞ্জ প্রায়
আমাদের দেহ মিশে যায়
শূন্য মাঝে কোথা উড়ি মুহূর্ত্তে তেমন।
বুঝি এমনি করিয়া
সব যায় গো মিশিয়া
অনিলের সঙ্গীত ধারায়
সমঞ্জসীভূত এই প্রকৃতির গায়।

সরলা—

কে গো দিদি কালো কালো এই মূর্ত্তিগণ?

মনীষা—

অতীত কালের ছায়া বিগতজীবন,
ধূসর, দুর্ব্বলকায়, চলে না চরণ
তাই, তারা করেছিল যে কিছু অর্জ্জন,
প্রেতরূপে এবে ল'য়ে স্কন্ধে ভার তার
চলিয়াছে জানাইয়া ফল ব্যর্থতার।

সরলা—

অতীত ইহারা ?

মনীষা—

অতীত, হের লো বোন্ চলে গেছে তারা,
ছুটে চলে এরা যেন পবন সমান,
কহিতে কহিতে কথা করেছে প্রস্থান।

সরলা—

কোথায় চলেছে প্রেতগণ ?

মনীষা—

আঁধারে, অতীত সনে লভিতে মিলন,
মৃতেরে করিতে আলিঙ্গন।

(অদৃশ্য প্রেতগণের গীত)

বিচিত্র লোহিত শ্বেত বিবিধ বরণে
উজ্জ্বল নীরদ মালা ভাসিছে গগনে,
অযুত হীরকপ্রভ তারকার প্রায়

স্নিগ্ধ শিশিরের বিন্দু জ্বলিছে ধরায়।
সাগরে তরঙ্গ রাশি
গায়ে গায়ে মিশে আসি,
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে
কিংবা শ্বাসরোধ ভয়ে
লম্ফে লম্ফে আরবার দূরে সরে যায়,
নাচিয়া কাঁপিয়া সবে
উল্লাসের উচ্চ রবে
তুলিয়া তুমুল শব্দ অনন্তে মিলায়
তোরা আছিস্ কোথায় ?
ঝাউগাছগুলি অই শাখায় শাখায়
গানে গানে আপনার হরষ জানায় !
উৎস, স্রোতস্বতীগুলি
মধুর নিনাদ তুলি
দিকে দিকে কি মধুর সঙ্গীত ছড়ায় ;

শুনি মনে লয় হেন
অপ্সরা কিন্নরী যেন
দিব্যকণ্ঠে এ জগতে আনন্দ বিলায় ;
কিংস্বা বায়ু গিরিবরে
যেন উপহাস ক'রে
অট্টহাসি তার দিক দিগন্তে ছড়ায়,
জগতে আনন্দধারা উথলিয়া যায়।
তোরা আছিস্ কোথায় ?

সরলা—

কেগো দিদি এই রথীগণ ?

মনীষা—

কোথা রথ করিছ দর্শন ?

(একার্দ্ধ কালগণের গীত)

কি ঘোর তমসাচ্ছন্ন সুষুপ্তির কোলে
ছিলাম ঘুমা'য়ে,

মৃত্যু-যবনিকা তুলি সঙ্গীতের বোলে
দিয়েছে জাগা'য়ে
ব্যোমচারী ধরাবাসী যত প্রেতগণ,
সিন্ধুগর্ভ হ'তে আজি যেন কালদলে
করি উত্তোলন।

নেপথ্যে—

কোথা ছিলে তোমরা সকলে ?

অপরার্দ্ধ কালগণ—

অতল সাগর তলে।

প্রথমার্দ্ধ—

শত শত বরষ ধরিয়া
অশান্তির দোলায় দুলিয়া
হেরিলাম কুৎসিত স্বপন ;
এক এক করি যার হ'ল জাগরণ,
হেরিল সত্যের এক দৃশ্য নবতর— ৯৯

অপরার্দ্ধ—

স্বপনের ছবি হ'তে আরো ভয়ঙ্কর।

প্রথমার্দ্ধ—

নিদ্রায় আশার গীতি শুনিনু শ্রবণে,
প্রেমের কাহিনী কিবা স্বপনে,
লভিলাম যেন এক শক্তি নবতর
উঠিল হরষে কাঁপি অন্তর,—

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—

প্রভাত বেলায়
নদীবক্ষে তরঙ্গের প্রায়।

সকলে সমস্বরে—

নাচ গাও, বায়ুর হিল্লোলে
উঠুক তরঙ্গ তার মধুর কল্লোলে
স্বর্গ পানে, নিস্তব্ধতা ভগ্ন করি তা'র।
যতক্ষণ নাহি আসে নিশার আঁধার,

দ্রুতপদ দিবস ছুটিয়া
তাহে আপনারে নাহি দেয় ডুবাইয়া,
ততক্ষণ হরষে মাতিয়া,
মোহি প্রকৃতিরে দিন দেও কাটাইয়া।
বিদ্ধ হরিণের পাছে যথা ছুটে যায়
উল্কাবেগে শিকারী কুক্কুর
তেমতি আমরা যেন গ্রাসিতে দিবায়
ছুটিতাম হ'য়ে ক্ষুধাতুর।
দীর্ঘ হত পথ কভু তার পড়ে গিয়ে
বরষের খানায় ডোবায়,
রজনীর অন্ধকারে কভু ডুব দিয়ে
হারায়ে ফেলিত আপনায়।
থাক্ অতীতের কথা, হাতে হাতে ধরি
আয় সবে আয়রে এখন,
আলো ও ছায়ার তালে গাই নৃত্য করি,

হই মহা আনন্দে মগন।

নৃত্য সঙ্গীতের তালে, আলোকস্পন্দনে

লুকায়ে যে রহস্য গভীর,

এস আজি তাই মোরা আনন্দিত মনে

বয়ন করি গো হ'য়ে ধীর।

রবির কিরণ আর জলদ পটল

নেচে নেচে যথা মিশে যায়,

শক্তি, সুখ, কাল আজি তেমনি সকল

মিশে যাক্ আত্মায় আত্মায়।

নেপথ্যে—

হ'ক অক্ষয় মিলন।

মনীষা—

মানবের অন্তরাত্মাগণ,

হের বোন কর লো শ্রবণ,

মধুস্রাবী গানে অঙ্গ করি আবরণ ১৩৮

হেথায় করিছে আগমন।

প্রেতগণ সমস্বরে—

সুখের হিল্লোলে ভাসিয়া
উড়িয়া উড়িয়া সবে একত্র জুটিয়া
কি আনন্দে রহি মোরা নৃত্য গানে মাতিয়া।
যথা শূন্যগামী মীন
হ'য়ে আকাশে উড্ডীন
তন্দ্রায় অতুল সুখ লভেরে মিলনে
ভারত সাগরে সিন্ধু-বিহগের সনে।

কালগণ সমস্বরে—

বিদ্যুৎ-পাদুকা দিয়ে পায়
কোথা হ'তে ছুটে সবে এলে গো হেথায়?
পক্ষযুগ আহা কি কোমল,
চিন্তাসম ত্বরিত চঞ্চল,
লয়ে যায় যথা তথা নক্ষত্র গমনে; ১৫১

মুক্ত প্রেম আভা কিবা জ্বলিছে নয়নে।

অন্তরাত্মাগণ সমস্বরে—

মানব অন্তর হ'তে
দিব্য মনোময় রথে
আমাদের হেথা আগমন।
কি ঘোর আঁধার মোহে ছিল নিমগন
মানবের মন,
ক্ষণেকের মাঝে তার কি পরিবর্ত্তন।
প্রশান্ত, উদার ধীর
যেন জলধির নীর
আজি মানব-অন্তর,
স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়, মহাশক্তিধর।
গভীর রহস্যময় মানব-অন্তর,
তাহে দিব্যপুরী মাঝে
অভ্রভেদী সৌধ রাজে,

সেথায় চিন্তার খেলা খেলে কি সুন্দর ;
ক্রীড়াকারী সে মহান
দিব্য আত্মা শক্তিমান
হেরিছে কালের নৃত্য বসি নিরন্তর।
প্রেমের সে রাজ্য হ'তে আসিয়াছি মোরা,
ওলো কালবালাগণ !
যার কেশ-আকর্ষণ
লভিয়া থমকি ক্ষণ দাঁড়াও তোমরা।
সে দেশের অপরূপ মনবিমোহন
মধুর সঙ্গীতরাশি,
অধরে জ্ঞানের হাসি,
মানস অবশ করি
ভুলাইয়া রাখে ধরি
দ্রুতগতি তরী তব করিয়া বন্ধন।
কত না ভাস্করশিল্প কাব্য মধুময়

সেথায় রচিত হয়,
নয়নশ্রবনদ্বয়
যা হেরি যা শুনি নিত্য মানয়ে বিস্ময়।
সে অনন্ত উৎস হ'তে
ছুটে ধায় ঊর্দ্ধ পথে
প্রতিভাসীকর কত
সারা বিশ্বে অবিরত
বিজ্ঞান বিহঙ্গ পক্ষে উড়িয়া দিঙময়,
মৃদুল মধুর কণ্ঠে গাহি জয় জয়।
বরষের পরে কত গিয়েছে বরষ,
ব্যথা জ্বালা ল'য়ে বুকে
ঘৃণায় লজ্জায় দুঃখে
কাটাইতেছিনু মোরা জীবন নীরস।
অশ্রুশোণিতের পঙ্কে
চলিতাম কি আতঙ্কে,

নাহি জানিতাম কিবা জীবনে হরষ।
আজি বহে সারা অঙ্গে আনন্দ বিমল ;
শান্তির চন্দন-লিপ্ত
হের আজি মহাতৃপ্ত
শ্রান্ত সে অবশ করচরণযুগল ;
পক্ষে ঝরে সুধাধারা,
নয়ন প্রেমের কারা,
দৃষ্টিতে জগৎ হয় স্বরগ উজ্জ্বল।

প্রেতগণ ও কালগণ সমস্বরে—

ধরণীর প্রান্ত হ'তে
গগনের শূন্যপথে
এস তবে
তালে তালে কালে কালে নৃত্য করি সবে।
এস সুখ, শক্তি লয়ে
শান্তিরসে মগ্ন হ'য়ে ২০৯

আত্মাগণ,

পূর্ণ কর আজি এই আনন্দভবন,

যথা করি কুল কুল

বয়ে যায় নদীকুল

হর্ষভরে

সে মহামিলনক্ষেত্র প্রশান্ত সাগরে।

অন্তরাত্মাগণ সমস্বরে—

কর্ত্তব্য যা করেছি সাধন,

প্রাপ্ত এবে ঈপ্সিত যে ধন,

মুক্ত মোরা স্বাধীন এখন,

শূন্যে উড়ি কিংবা হই সলিলে মগন,

যথা ইচ্ছা ছুটে যাই কে করে বারণ।

সূচিভেদ্য আঁধারের রাশি

চৌদিকে যে আছে ধরা গ্রাসি,

অথবা এ ভূমণ্ডল মাঝে ২২৩

যে নিবিড় মসীকৃষ্ণ আঁধার বিরাজে
সেথা যদি ইচ্ছা হয় করিব গমন ;
ঊর্দ্ধে চাহে হীরকনয়ন
মিটি মিটি তারা অগণন,
দূরে তার লভিতে বসতি
চিরশূন্যে ছুটে মোরা যাব দ্রুতগতি
বরষিয়া সঞ্জীবনী সুধা পায় পায়,
মৃত্যু আর মরণের ভয়,
বিশৃঙ্খলা বিভীষিকাময়,
আছে যাহা বিশ্বরচনায়,
দূরে যাবে আমাদের পাখার হাওয়ায়
ঝটিকার ভীম বেগে কুহেলির প্রায়।
এই ধরা, এ বায়ু মণ্ডল,
এ কিরণ, এ শক্তি সকল
তারাগণে অই যে ঘিরিয়া ২৩৮

অশ্রান্ত নক্ষত্রবেগে চলিছে ছুটিয়া,
যেই প্রেম আলো করে মানবের হিয়া,
চিন্তাশক্তি, যোগশক্তি আর,
মৃত্যু ভয় দূর করিবার
মহাশক্তি যে আছে ধরায়,
আমাদের পথে পথে পাখার ছায়ায়
আনন্দে একত্র সবে জুটিবে আসিয়া।
সে শূন্যের অনন্ত প্রান্তরে
আমাদের কণ্ঠগীতি ঝ'রে
নব রাজ্য করিবে সৃজন
তত্বজ্ঞ মহাত্মারা যা করিবে শাসন।
আমরা গড়িব সৃষ্টি মনের মতন;
সে রাজ্যের রচনা কৌশল,
রীতি, নীতি নূতন সকল;
করি দূর দেহ পুরাতন ২৫৩

লভিবে সেথায় জীব নবীন জীবন ;
সে নব সৃষ্টির নাম হবে 'পৌরঞ্জন'।

কালগণ সমস্বরে—

থামাও থামাও নৃত্য ক্ষান্ত কর গান :
কেহ রহ হেথা, কেহ করহ প্রস্থান ;

একার্দ্ধ প্রেতগণ সমস্বরে—

স্বরগের পরপারে ছুটিব আমরা,

অপরার্দ্ধ প্রেতগণ সমস্বরে—

প্রকৃতিসুষমা মুগ্ধ মোরা চাহি ধরা।

প্রথমার্দ্ধ—

করিয়া অক্লান্ত শ্রম, চল মোরা যাই,
সবে মিলে নব সিন্ধু, ধরণী গড়াই ;
যেথা নাই স্বরগের কোনই লক্ষণ
সেথায় নবীন স্বর্গ করিব সৃজন। ১৬৩

অপরার্দ্ধ—

পুণ্যের কিরণে দীপ্ত, মহাশক্তিময়,
—নিশার আঁধার যার কাছে পায় লয়,—
দিবসের দীপ্তিস্ফুট, প্রশান্ত, উজ্জ্বল,
লভিয়াছি ধরা নব পূত নিরমল।

প্রথমার্দ্ধ—

পূর্ণবেগে মহাশূন্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
আমরা গাহিব গান নাচিয়া নাচিয়া;
ক্রমে শান্ত হবে সব, উঠিবে ফুটিয়া
বৃক্ষ পশু আদি, মেঘ ছুটিবে হাসিয়া।

অপরার্দ্ধ—

গিরিরাজি, সিন্ধু বক্ষঃ করিয়া বেষ্টন
সঙ্গীতের তালে মোরা করিব নর্ত্তন
জন্ম আর মরণের ব্যথা ভয় যত
ক্রীড়ার আনন্দে তারে করি পরিণত।

আত্মা ও কালগণ সমস্বরে—

থামাও থামাও নৃত্য, ক্ষান্ত কর গান,
কেহ রহ হেথা, কেহ করহ প্রস্থান।
আমরা যেথায় উড়ি উড়ে শত শত
শিকারীর রজ্জুবদ্ধ বিহঙ্গের মত
জীবের জীবনরূপী কোমল উজ্জ্বল
প্রেমের কলসীভরা জলদ পটল।

মনীষা—

আহাঃ চলে গেল, তা'রা!

সরলা—

তবু কি তোমার
এখনো বহে না হৃদে আনন্দের ধার?

মনীষা—

শ্যামল পাতায় ঢাকা যথা গিরিবর
বরিষণশেষে পরি বেশ মনোহর, ২৮৬

লাবণ্যের হাসি-মাখা প্রফুল্ল বদনে,
সহস্র কিরণদীপ্ত সজল নয়নে
উর্দ্ধে চাহে অনন্তের নীল শূন্য পানে,
সে অপূর্ব্ব ভাব আজি জাগে মোর প্রাণে।

সরলা—

কি নব আবার শুন উঠিছে আবার
শুনিলে হৃদয়ে হয় ভীতির সঞ্চার।

মনীষা—

মহাব্যোমে এ জগৎ ছুটিছে ঘুরিয়া
বায়ুর মণ্ডল মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
তাহাতে এ সঙ্গীতের বাজি উঠে সুর
যার মূর্চ্ছনায় সদা শূন্য ভরপূর।

সরলা—

স্বরের বিরামে, শোন, প্রতি অন্তরায়
কি মধুর রেশ তার শ্রবণ জুড়ায়; ২৯৮

শীতল, প্রস্ফুট, দিব্য ; তোলে জাগাইয়া
কিবা উন্মাদনী শক্তি হৃদয়ে পশিয়া,
সুতীক্ষ্ণ কিরণে যথা তারকার রাশি
বায়ুর মণ্ডল ভেদি নিম্নে চাহে হাসি
সিন্ধুপানে, তাহে প্রতিবিম্ব আপনাব
তোলে জাগাইয়া, সুখে হেরে রূপ তার।

মনীষা-

হের লো কাননে ওই মুক্ত পথ দুটী ;
দ্বিধা ভিন্না স্রোতস্বতী বহে তায় ছুটি
মধুর নিঃস্বনে গাহি, কূলে কূলে তার
বিরাজে শৈবালমঞ্চ কিবা চমৎকার
মখমলে ঢাকা, যেন তারা বোন দুটী
কাঁদে বিচ্ছেদের দিনে ধরাপৃষ্ঠে লুটি,
আশার আভায় তবু শোভিছে বদন—
দূরে, ভবিষ্যতে পুনঃ লভিবে মিলন। ৩১২

দুলিয়া দুলিয়া, বোন, হের লো তাহার
ঊর্দ্ধে শোভে চন্দ্রাতপ,—শ্যামল শাখার
কি গুরু গম্ভীর ছবি, নিরখি আমার
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে রুদ্ধ বেদনার
কি অপূর্ব্ব ভাব, তবু অবোধ্য কেমন
ছুটে যেন নিম্নে তার হর্ষ প্রস্রবণ।
ওই যে আসিছে ভাসি আরাব গীতির,
সাগরের মত তার মাধুর্য্য গম্ভীর ;
ক্ষিপ্র বেগে ছুটে বুঝি প্রবাহ তাহার
দিকে দিকে, দূরে দূরে, জলধির পার,
বহু ঊর্দ্ধে আকাশের বায়ু শূন্য স্তরে,
ভূগর্ভে, নিখিল বিশ্ব দিল যেন ভ'রে।
নিদ্রাশেষে যেন কোন বসন্তঊষায়
বালারুণ কিরণের কনক আভায়
অলসতা বিজড়িত আঁখিপথে ভাসি ৩২৭

নব এক স্বপ্নরাজ্য উঠে পরকাশি।

সরলা—

অই দূরে দেখা যায় তরীর মতন
ক্ষুদ্র এক রথ কিবা নয়নমোহন।
অমানিশা হেথা যবে করে আগমন
সুধাকর তাহে সুখে করি আরোহণ
সুদূরে পশ্চিমে কোন অচল গহ্বরে
প্রস্থান করেন ক্ষণ বিশ্রামের তরে।
ঈষৎ আঁধারে বায়ু চন্দ্রাতপ তায়
আবরিয়া রাখিয়াছে, তাহে দেখা যায়
কত গিরি, বন, নদী স্তরে স্তরে স্তরে,
স্ফটিক-আধারে যেন যাদুকরকরে।
রক্তিম নির্ম্মল নীল কাঞ্চনবরণে
শোভে মেঘচক্রে তার, হেরি লয় মনে
যেন রবি অস্তাচলে যাবার বেলায় ৩৪১

সাজায়েছে সিন্ধুবক্ষঃ অতুল শোভায়।
পবনপরশে অই ঘোরে চক্রগুলি।
হের রথে বসি এক রজতপুতুলি
ক্ষুদ্র শিশু, কিবা শ্বেত বরণ তাহার,
পক্ষ দুটি শোভে যেন জমাট তুষার,
শ্বেত বেশ মুকুতায় করে ঝলমল,
তাহে শোভে শ্বেত অঙ্গ বদন মণ্ডল;
শ্বেত কেশ জ্যোৎস্না ধৌত, সকলি ধবল
কেবল ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন যুগল।
দেবত্ব সে আঁখি পথে বাহিরায় ফুটি,
ঝটিকা জলদ হ'তে যথা আসে ছুটি;
তাহার বিদ্যুৎপ্রভা শক্তিতে আপন
পবনের শৈত্যে যেন করিছে দমন।
শিশু করে শশিকলা, অগ্রভাগে তার
কি শক্তি নিহিত আছে, পরশে যাহার ৩৫৬

ঘু'রে যায় চক্রগুলি মথি তৃণদল,
কিংবা কুসুমের রাশি, তরঙ্গ চঞ্চল;
উঠিছে মধুর গীতি ঘূর্ণনের সাথে,
নিদাঘ-আগমে যথা মৃদু বারিপাতে।

মনীষা—

হের লো বনান্তে ওই মুক্ত দ্বার পথে
ঘুরিছে গোলক, তার পরতে পরতে
ঘোরে কত মনোহর স্ফটিক মণ্ডল
আবর্ত্তে আবর্ত্তে, করি কল কোলাহল,
সুনীল, সবুজ, শ্বেত, পীতাভ কাঞ্চন,
রক্ত রঙ্গে; কত শত জীব অগণন
অদৃষ্ট, অভূতপূর্ব্ব, ফাঁকে ফাঁকে তার
হাসে, খেলে, ছু'টে চলে ঘুরে অনিবার।
অহো, কি বিদ্যুৎবেগে ছুটিছে ঘুরিয়া,
আপন গতির বেগে আপনি ভাঙ্গিয়া

পড়িবে ইহারা কি লো, দেখা নাহি যায়
ইহাদের চক্রদণ্ড লুকা'য়ে কোথায়।
এ যেন ভূতের খেলা আঁধারের মাঝে,
কল্পনার রাজ্য যেন স্বপনে বিরাজে।
সারগর্ভ বাক্য শুন গ্রথিত হইয়া
কত রাগ রাগিণীতে গিয়াছে মিশিয়া।
গ্রহের ঘূর্ণনবেগে হের দেখা যায়
নির্ম্মল তটিনীগুলি ধূম রেখা প্রায়;
বায়ু বনকুসুমের কি উগ্র সুবাস
আনিছে বহিয়া; অই শ্যাম দূর্ব্বাঘাস,
পরশে তাহার কিবা দুলিয়া দুলিয়া
গাহে গান শিস্ শিস্ নিনাদ তুলিয়া;
পত্রে পত্রে বঙ্কগতি রবির কিরণ
মণিমুক্তার মত ঝলসে কেমন;
এ বিচিত্র দিব্য দৃশ্য লুপ্ত করে জ্ঞান

মোহিয়া ইন্দ্রিয়গুলি, মত্ত করি প্রাণ।
সংযত পক্ষের শয্যা করিয়া রচন,
বাহু করি উপাধান, কেশ আস্তরণ,
হের ধরা ক্রীড়াশ্রান্ত বালিকার প্রায়
ওই গোলকের মাঝে সুখে নিদ্রা যায়।
অধরযুগল কিবা নড়িয়া নড়িয়া
ছড়াইছে শুভ্র আলো হাসিয়া হাসিয়া;
গভীর সুষুপ্তি মাঝে যেন কোন জন
স্বপন হেরিয়া কহে মরমবেদন।

সবলা—

উপহাস করে দিদি অধরস্পন্দনে
সমঞ্জসীভূত এই জ্যোতিষ্কক্রীড়নে।

মনীষা—

শোভিছে উহার ভালে তারকা সুন্দর,
কৃপাণের মত তার ছটা মনোহর ৩৯৮

ছুটিছে অনলপ্রভ, স্বর্ণ-বড়শায়
লপ্প ক্তের লতা গুল্ম, যাহে বাঁধা যায়
দুর্দ্দান্ত নৃপতিকুলে ; বুঝি এ বন্ধন
ঘোষে স্বর্গ-মরতের এ মহামিলন।
ও কিরণরশ্মিগুলি, মনে হয় মম
লুক্কায়িত রথাঙ্গের চক্রপক্ষী সম
ঘুরিছে যেন লো কোন্ গোলকের সনে—
যথা চিন্তা ছুটে দ্রুত মানবের মনে।
শূন্য দেশ পূর্ণ হের কি সৌর প্রভায় ;
কেহ লম্বভাবে, কেহ বক্র হয়ে ধায়
কত মতে সেই রশ্মি ধরণীর গায় ;
ভেদি তার কৃষ্ণ বক্ষঃ কোথা চলে যায়
ধরি যেন জগতের নয়নের প'র
উন্মুক্ত করিয়া তার গোপন অন্তর।
কত স্বর্ণ হীরকের খনি তার মাঝে, ২১৩

অমূল্য রতনরাজি কি অপূর্ব্ব সাজে
সজ্জিত রয়েছে সেথা, আরো কত তায়,
কল্পনায় যাহা কভু নাহি আনা যায়।
স্ফটিকের স্তম্ভে শোভে গুহা কি সুন্দর,
রজতের লতাগুলি শোভে তা'র 'পর,
আরো কত মনোহর দৃশ্য শত শত,
গভীর অতলস্পর্শ অগ্নিকুণ্ড কত,
সাগরে যোগায় বারি উৎস অনুক্ষণ
মাতৃস্তন অঙ্কশায়ী শিশুরে যেমন,
শীকর তাহার ঊর্দ্ধে করি আরোহণ,
অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে করিয়া বেষ্টন
ধরিয়া কি রম্যবেশ, স্নিগ্ধ শান্ত কায়,
মহান পবিত্ররূপে নয়ন জুড়ায়;
হের ও কিরণজালে আরো দেখা যায়
কালচক্রধারা কত অতীতের গায় ৪২৮

ধ্বংস শেষ; ভগ্নপোত, সজ্জা তার যত,
কাষ্ঠখণ্ডরাশি শিলাখণ্ডে পরিণত,
হেথায় তুণীর পড়ি, হোথা শিরস্ত্রাণ,
কোথায় রাক্ষস মুণ্ডে ঢাল শোভমান,
কুঁদেকাটা রথচক্রে, যত্নে প্রসাধিত
চর্ম্মের বিজয়চিহ্ন, অস্ত্রে বিভূষিত
হিংস্র পশুশির—মৃগয়ার নিদর্শন,
বিভিন্ন জাতির কত সমরকেতন।
হাসে তার চারি দিকে কালের দোসর
—প্রোথিত করিয়া সবে—মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
ধ্বংসপ্রাপ্ত কত মহানগরীনগর—
অধিবাসীগণ যার ছিল না অমর,
ছিল না যাদের রূপ এমন সুন্দর
মানব দেহের মত, রাক্ষস, কিন্নর
নামে খ্যাত ছিল যারা, কিম্ভূত আকৃতি, ৪৪৩

নিতান্ত অদ্ভুতকর্ম্মা, অদ্ভুত প্রকৃতি।
অস্থিস্তূপ তাহাদের হেথায় হোথায়;
চারু শিল্পনিদর্শন কত দেখা যায়,
মন্দির, আবাস গৃহ অই পুঞ্জীভূত,
ধ্বংসের বীভৎস মূর্ত্তি হের কি অদ্ভুত।
গভীর আঁধারগর্ভে একি ভয়ঙ্কর—
কালের সংহার চিত্র! কি বিস্ময়কর!
উর্দ্ধে তার হের পুনঃ কি বিপুল কায়
মীনের পঞ্জরস্তূপ অই দেখা যায়;
জীবন্ত শল্লকাবৃত দ্বীপের মতন
সাগরে করিত ওরা সুখে বিচরণ,
অজগর অস্থি হের আছে জড়াইয়া
পিঞ্জরের লৌহ দণ্ড, বুঝি তা ভাঙ্গিয়া
বন্ধনের ক্রোধে, বিষ করি উদ্গীরণ,
অই ধূলিস্তূপ মাঝে করিবে ক্ষেপণ। ৪৫৮

তীক্ষ্ণদন্ত নক্রকুল হের ঊর্দ্ধে তার,
ভীমদৃষ্টি সিন্ধু-অশ্ব, শক্তিতে যাহার
প্রকম্পিত হ'ত ধরা, সে দূর অতীতে
পশুরাজ খ্যাতি যার ছিল লো মহীতে,
অনন্ত কর্দ্দমময় হের বেলাভূমি
নিবিড় আঁধারে পড়ি আছে অই ঘুমি,
পৃষ্ঠে হেথা হোথা তার জলজ কানন
জনমিয়া শোভে যেন জীব অগণন ;
হের যেন পরিত্যক্ত শব দেহ'পরে
লক্ষ লক্ষ কৃমিকুল নিদাঘে বিহরে।
একদিন মহাসিন্ধু উঠিল গর্জ্জিয়া,
—স্মরিতে শরীর মম উঠে শিহরিয়া—
উথলি উঠিল নীল বারিরাশি তার
গ্রাসিল নিখিল বিশ্ব ; করিয়া চীৎকার
ত্রাহি রবে জীবকুল অনন্ত নিদ্রায় ৪৭৩

পড়িল ঘুমা'য়ে; বিশ্ব লুকাল কোথায়।
যেন সিংহাসন ত্যজি কোন গ্রহ হতে
অধিষ্ঠাত্রী দেব তার, শোন্, এই পথে
ছুটিয়া বিদ্যুৎ বেগে যাবার বেলায়
বজ্ররবে উচ্চে ডাকি কহিল ধরায়,
'লুপ্ত হও,' অমনি সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
নিমিষে শব্দের মত গেল লুকাইয়া

ধরাদেবী—

কি আনন্দ, কি উল্লাস, বিজয়-হরষে,
এ হৃদয় গিয়াছে ভরিয়া;
কি সুখের মত্ততায়, কি অপূর্ব্ব রসে
পরাণ উঠিছে উথলিয়া।
মনে হয় অবরুদ্ধ হাসির আবেগে
বক্ষঃ বুঝি যাইবে ফাটিয়া, ৯৮৬

প্রাণ মোর মেঘসম স্ফূর্ত্তিবায়ু বেগে
মহাশূন্যে যাইবে উড়িয়া।

সুধাকর—

কি তৃপ্তির নবরসে মজিয়া, ধরণি!
মনোহর পঞ্চভূতে বপু সাজাইয়া
প্রশান্ত উদাস চিত্তে তুমি লো, রমণি!
হেরিছ প্রকৃতি শোভা ঘুরিয়া ঘুরিয়া?
যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ ওই দেহ হতে
তুষার শীতল এই শরীরে আমার,
পশিয়া বিদ্যুৎবেগে পরতে পরতে
সর্ব্বাঙ্গে দিতেছে করি উষ্ণতা সঞ্চার।
যেন মোর অন্তরের নিভৃত প্রদেশে
জাগিয়া উঠিছে এক নব ভালবাসা,
ভরপুর হৃদি এক নবীন আবেশে,
তাহে নব গন্ধ, নব রাগ, নব আশা।

ধরাদেবী-

এ কি সারা অঙ্গে মোর অফুরন্ত হাসি ;
অগ্নিগর্ভ শৈলশির, বিশাল গহ্বর,
কিংবা ওই গীতস্রাবী উৎস মনোহর,
প্রতি অঙ্গ বাহি ঝরে আনন্দের রাশি।
প্রতিধ্বনি কহে সবে এ আনন্দকথা ;
ধূ ধূ ধূ অনন্ত অই সিন্ধু, মরুভূমি,
অনন্ত বায়ুর স্তর নীলাম্বর চুমি
দিকে দিকে বহে এই আনন্দ-বারতা।
সেই অঙ্গগুলি মোর হের পুনর্ব্বার
কাঁদিতেছে উচ্চৈঃস্বরে করিয়া স্মরণ
ঐশ অভিশাপ, কাঁদি আমিও যেমন।
সুনীল শ্যামল এই পৃথিবী আমার
মুহূর্ত্তে আবৃত হ'য়ে অগ্নি করকায়
প্রলয়মেঘের ডাকে সেই অভিশাপে—
লুকায় আঁধার গর্ভে, না জানি কি পাপে

বাছাদের অস্থিগুলি চূর্ণ হ'য়ে যায়
ভীষণ অশনিপাতে। যা কিছু আমার
উন্নত গগনচুম্বী প্রাসাদ শিখর,
তুষারমুকুট গিরিশৃঙ্গ মনোহর,
সুদূর বিস্তৃত ওই সুদৃশ্য কান্তার
শ্যামল সাগর সম, কুসুমসম্ভার,
মনোরম তৃণগুচ্ছ, চিত্র প্রকৃতির
কিংবা মানবের শিল্প এই ধরিত্রীর,
একটী আঘাতে সব হয় চূরমার।
অই মহাশূন্য যেন আকুল তৃষায়
তব অঙ্গ হ'তে অণু পরমাণু করি
তুষার শীতল সুধা শুষি লয় হরি,
ধীরে ধীরে ও বরাঙ্গ লুকায় কোথায় ;—
মরুবাহী সৈন্যসঙ্ঘ শ্রান্ত, তৃষাতুর,
শূন্য করে বিন্দু বিন্দু বারি করি পান

পুরঞ্জন

অতৃপ্ত পিয়াসে যথা সুধা করি জ্ঞান
সৈন্ধব সলিল পাত্র, ক্ষুদ্র, অপ্রচুর।
এইরূপে দিকে দিকে, ওহে সুধাকর!
অঙ্গনিঃসারিত তব অমৃতধারায়
জ্যোৎস্নাধারা সম নব প্রেমের বন্যায়
ভরে গেল মহাশূন্য দিক্ দিগন্তর।

সুধাকর—

অচল শিখরে মোর চঞ্চল তুষার
গলি তব প্রস্রবনে হয় পরিণত,
ধবল জমাট সিন্ধু হের করুণার
ধারায় বহিয়া যায় গাহি অবিরত।
অশরীরী আত্মা এক যেন লো ললনে!
হৃদয় ভরিয়া দিল মধুময় রসে;
এ যেন তোমারি স্পর্শ, তুমি বরাননে!
এনেছ হরষ নব মঙ্গল কলসে। ৫৪৪

চাহি যবে তব পানে উৎসুক নয়নে,
মনে হয় দেহে মম নব জীবকুল
জনমিয়া ভ্রমে যেন আনন্দিত মনে,
হয় অঙ্কুরিত তৃণ, ফুটে উঠে ফুল।
সাগরে ভাসিয়া উঠে সঙ্গীত রাগিণী,
বায়ুর হিল্লোলে চলে তরঙ্গ তাহার,
এলা'য়ে কুন্তল কৃষ্ণ নাচে কাদম্বিনী,
এ ত চিহ্ন তোরি বালা সে ভালবাসার।

ধরাদেবী—

ভালবাসা ছুটে মোর শিরায় শিরায়,
পাদপের মূল বাহি অনন্ত ধারায়,
দলিত কর্দ্দম পথে, শুষ্ক মৃত্তিকায়,
পত্রে পত্রে, কুসুমের সুকোমল গায়,
বায়ুর তরঙ্গ মাঝে, মেঘের মালায়,
সারা বিশ্বে বিদ্যুতের মত ছুটে ধায়,

৫৫৮

হতাশ নির্জ্জীব প্রাণে জীবন জাগায়,
নব দেহে নব আত্মা নব বল পায়।
ঝটিকার বেগে, যথা মত্ত প্রভঞ্জন
ছুটে চলে বজ্রানলে পুড়িয়া সংসার,
ভালবাসা আলোড়িয়া মানবের মন,
বিরাজিত যেথা নিত্য নিবিড় আঁধার
—পুঞ্জীভূত কুচিন্তার আবর্জ্জনা রাশি—
মথিয়া দহিয়া তাহা জাগায় সেথায়
সত্যের আলোকে নব জোছনার হাসি,
প্রেমের জোয়ারে সারা দেশ ভেসে যায়।
সে আলোকে লজ্জা পেয়ে ঘৃণা, ব্যথা, ভয়,
মানবে ছাড়িয়া যায় দূরে পালাইয়া,
ভ্রান্ত নর ত্যজে মোহ, ত্যজে ভ্রান্তি চয়,
প্রেমরাগে উঠে তার হৃদয় রাঙ্গিয়া।
উঠে প্রেম রবিদীপ্ত গগনমণ্ডলে, ৫৭৩

মহাশূন্যে মাখা প্রেম জ্যোতিষ্কের গায়,
নিম্নে প্রেম ধরাবক্ষে, সাগরের জলে
উছলি উছলি পড়ে অনন্ত ধারায়।
কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হেরি করিলে বর্জ্জন
আপন সন্তানে কোন জননী তাহার,
বন্যপশু অনুসরি সে যদি গমন
করে কোন গিরিপাদে ইচ্ছায় ধাতার,
রোগহর উৎসবারি পানে কোন দিন
তারপর যদি শিশু নিরাময় হ'য়ে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে একা উদ্দেশ্য বিহীন
উপনীত হয় পুনঃ আপন আলয়ে,
তখন নিঠুরা সেই জননী তাহার
প্রথম দর্শনে তারে প্রেতাত্মা ভাবিয়া
ভয়ে জড় সড় হ'য়ে তখনি আবার
যথা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি উঠে ফুকারিয়া

চিনি লব্ধ স্বাস্থ্যপূত সন্তানে আপন,
বাহুপাশে বদ্ধ করে বক্ষে আপনরা ;
এ ক্রোড়ে টানিয়া লই আমিও তেমন
মুক্তপাপ প্রেমপূত সন্তানে আমার।
যথা প্রেম তথা শান্তি, হ'য়ে প্রেমপাশে
বদ্ধ যত ভাই ভাই মানব সন্তান
শাসন করিবে এক বিশ্বে অনায়াসে,
এক ধ্যান, এক চিন্তা, এক মন প্রাণ,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রবির শাসনে
ভ্রাতৃভাবে চক্রবদ্ধ যথা গ্রহগণ
ঊর্দ্ধে মহাশূন্যে ওই সুনীল গগনে
উন্মুক্ত প্রান্তর মাঝে করে বিচরণ।
বহু আত্মা মিলি এক মহান আত্মায়,
দিব্য এক মহাভাবে হ'য়ে উদ্দীপিত,
তেয়াগি আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ পরতায় ৬০৩

আপনা আপনি হবে সংযম-শাসিত।
আপনারে লুপ্ত করি তটিনী যেমন
বিশাল সাগরবক্ষে মহাশান্তি পায়,
তেমনি লভিবে শান্তি যত নরগণ
লুপ্ত করি ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণতায়।
দিবসের কর্ম্মভার, কর্ত্তব্য আপন
প্রেমের কিরণে হবে শোভিত সুন্দর,
সার্থক হইবে শ্রম, শান্ত রিপুগণ,
মিত্রভাবে শত্রুদ্বয় বদ্ধ পরস্পর,
যথা শান্ত তপোবন শোভিত কাননে
একই নদীর ঘাটে করে বারি পান
শার্দ্দূল মহিষ ত্যজি হিংসা, দুইজনে
মিলিয়া মিশিয়া যেন সখা সমপ্রাণ।
ভুলিবে মানব তার দুরন্ত বাসনা,
কুটিল কুক্রিয়াসক্তি; আপাতমধুর ৬১৮

ভোগের দুর্দ্দমনীয় প্রদীপ্ত কামনা,
পূত পুণ্যবৃত্তিরাশি যাহা করি দূর
অজ্ঞাতে পাপের পথে নরকের পারে
ধ্বংস মুখে লয়ে যায় মানবজীবন,
ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সিন্ধু-তরঙ্গ মাঝারে
ছুটে যায় কর্ণহীন তরণী যেমন।
শক্তির সাধনাক্ষেত্র মানসে আবার
শিল্পের উৎকর্ষ চিন্তা জাগিবে এখন,
সাজা'তে সন্তানগণে জননী তাঁহার
কত মত পরিচ্ছদ করিবে বয়ন,
কারুকার্য্যে সুশোভিত কৌশেয় বসন,—
বর্ণে বর্ণে সুষমার কি চিত্র উজ্জ্বল,—
ভাস্করের কৃতিত্বের দিব্য নিদর্শন,
হেরিবে কাঞ্চনে কাষ্ঠে তক্ষণ নির্ম্মল ;
পদের লালিত্যে নব নব উপমায়,

শব্দের বিন্যাসে আর অর্থের গৌরবে
হেরিবে কি ওজস্বিনী জ্বলন্ত ভাষায়
আপন সাহিত্যে তারা সাজাইবে সবে।
কল্পনার নব রাজ্যে উঠিবে গড়িয়া
সুষমার নব ছবি, সুস্বরে স্বনিয়া
দিকে দিকে উঠিবে কি গীতি ঝঙ্কারিয়া,
চমকি উঠিবে বিশ্ব বিস্ময়ে হেরিয়া।
দাসী হয়ে সৌদামিনী সেবিবে মরতে,
অদৃশ্য নক্ষত্রপুঞ্জ নয়নে তাহার
উঠিবে ভাসিয়া দূর শূন্য সিন্ধু হ'তে,
মেষপাল সম হবে গণনা তারার।
শূন্যপথে ঊর্দ্ধে নর করিবে গমন,
অনিল অশ্বের কার্য্য করিবে সাধন,
সৌরলোক চন্দ্রলোক যা ছিল গোপন
মানবের কাছে হ'বে উন্মুক্ত এখন। ৬৪৮

সুধাকর—

হিমানী মণ্ডিত মোর বীথিগুলি হ'তে
মৃত্যুর করাল ছায়া গিয়াছে মুছিয়া,
এবে তার নব নব মঞ্জু কুঞ্জ পথে
প্রেমিকযুগল সুখ লভিছে ভ্রমিয়া।
আমার সে জীবগণ নহে শক্তিমান
তব অঙ্কে শোভমান মানবের মত,
কিন্তু ভক্তি, প্রেমে ভরা তাহাদের প্রাণ,
তাহাদেরি মত তারা বিনয়াবনত।

ধরাদেবী—

ঊষার আলোকপাতে বালার্ক-কিরণে
শিশিরে আবৃত বিশ্ব উঠে রে রাঙ্গিয়া
রঙ্গে রঙ্গে, শ্বেত, নীল, সবুজ কাঞ্চনে,—
বাষ্পের আকারে ঊর্দ্ধে যায় পলাইয়া
সেই হিমকণা পরে, মার্ত্তণ্ড যখন ৬৬১

অতুল বিক্রমে ঢালে ময়ুখ তাহার,
সারাটি দিবস শূন্যে করে বিচরণ
আনন্দে বিশাল নীল প্রান্তর মাঝার,
তারপর যবে রবি অস্তাচলে যায়
সেই উর্দ্ধ হ'তে নামি আইসে আবার,
ঢাকি রহে সারা বিশ্বে যবনিকা প্রায়
যতক্ষণ সেথা রহে নিশার আঁধার।

সুধাকর—

দেবতার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ লভি
তেমতি লো আনন্দের জোছনা সুধায়
মত্ত রহে তব প্রাণ; ওই গ্রহ রবি
সিক্ত করে দিবা নিশি কিরণধারায়
তোমার ও সৌম্য দেহ, ওলো ভাগ্যবতি!
যেই শান্তি শক্তি তাহে করিছ অর্জ্জন
সে মধুর শান্তি; সেই অপূর্ব্ব শকতি

আমার মস্তকে তুমি করিছ বর্ষণ।

ধরাদেবী—

নিশার আঁধারে আমি করিয়া শয়ন
কাটাইয়া দেই সুখে সুদীর্ঘ যামিনী,
স্বরগ-রাজ্যের হেরি মধুর স্বপন,
অস্ফুট আরাবে গাহি আনন্দ-কাহিনী,
প্রণয়ীর রূপ ধ্যান করি দিবানিশি
বিরহিনী যুবী যবে পড়ে ঘুমাইয়া
সে যথা স্বপনে তার অঙ্গে অঙ্গে মিশি
সুখে দুঃখে দীর্ঘশ্বাস তেয়াগে জাগিয়া।

সুধাকর—

নিশার আঁধারে যবে দম্পতী যুগল
বদ্ধ করি পরস্পারে প্রেম আলিঙ্গনে,
পরশি অধর যুগে অধর কোমল
মগ্ন রহে প্রণয়ের সুখ সন্তরণে, ৬৮৮

সে মধুর কালে যথা রহে লো তাহারা
মগ্ন যেন ভবেশের যোগ-সাধনায়,
অর্দ্ধনিমীলিত দীপ্ত নয়নের তারা
করি স্থির, গত প্রাণ মানবের প্রায় ;
তেমতি তোমার ছায়া, ও লো বসুন্ধরে !
পড়ে যবে সারা বিশ্ব আঁধারে ঢাকিয়া
গ্রহণের কালে মোর দেহের উপরে,
তোমার সে ভালবাসা আমি মুগ্ধ হিয়া
করি ধ্যান এক মনে, হইয়া তন্ময়
তোমার সৌন্দর্য্যে, ওগো সুষমার খনি !
রহি স্থির, মূক ; রহে এই নেত্রদ্বয়
তোমাতে আবদ্ধ ওগো গ্রহচূড়ামণি !
দীপ্তিমান দিবাকরে করিয়া বেষ্টন,
কি দ্রুত ছুটিছ তুমি দিবস যামিনী
অনন্তের দিকে দিকে করি বিকীরণ ৭০৩

দেহের সবুজ কান্তি অয়ি লো মেদিনী !
জীবন-আলোক লয়ে এ সৌর জগতে
ছুটিতেছে মহাশূন্যে যত গ্রহগণ,
তার মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ ; অই যে মরতে
মানব জানিও পূততম সে জীবন ।
অতৃপ্ত আকাঙ্খা লয়ে বিমুগ্ধা ললনা,
ভ্রমে যথা প্রণয়ীর পশ্চাতে তাহার
মিটাইতে হৃদয়ের দুরন্ত বাসনা
উন্মত্তের মত আমি তেমতি তোমার
অই নয়নের অয়স্কান্ত-আকর্ষণে
উদ্ভ্রান্ত, অবশচিত্ত, বিমুগ্ধ হৃদয়ে,
অয়ি মোর প্রেমময়ি, অই বরাননে !
এসেছি তোমার তরে পূত প্রেম ল'য়ে ।
যথা হেরি সুরাপাত্র যাদুকর-করে
লুব্ধ-আঁখি মদ্যপায়ী তার পানে চায়, ৭১॥

তেমতি তোমার প্রতি অঙ্গ প্রেম ভরে
হেরি আমি প্রিয়ে লো কি তীব্র আকাঙ্খায়
রূপসি ! তোমার রূপসুধা করি পান,
শূন্যপথে হৃদি হ'তে প্রেরিত তোমার
বিদ্যুৎ-কবচে রক্ষা করি নিজ প্রাণ
ছুটিবে পশ্চাতে তব এ দেহ আমার।
এ আঁখি তোমার পানে চাহিয়া চাহিয়া
হইবে তোমার রূপে বিভোর তন্ময়,
তোমার মূরতি ধ্যান করিয়া করিয়া
হেরিবে তোমারে প্রিয়ে সারা বিশ্বময়,
যথা বহুরূপী কোন পদার্থ হেরিয়া
সবুজ, পাটল, নীল, শ্বেত, রক্তময়,
সতৃষ্ণ নয়নে, হয়ে রূপে মুগ্ধ হিয়া
তাহার বরণে করে আপনারে লয়,
অথবা শৈবালশায়ী যথা নীলোৎপল ৭৩৩

পুরঞ্জন

ঊর্দ্ধ আকাশের পানে চাহি নিরন্তর
দৃষ্টিবলে লভি নীল বরণ কোমল
মাখি তা আপন মুখে শোভে লো সুন্দর,
কিংবা যবে প্রতীচীর অচল শিখরে
সোণার বরণে মাখি দিক অঙ্গনায়
আবরি তুষার রাশি মৃদু মন্দ করে
ধীরে ধীরে দিনপতি অস্তাচলে যায়
সৌন্দর্য্যের মহাগর্ব্বে উঠে লো রাঙ্গিয়া
প্রকৃতি সুন্দরী, যথা হিমবিন্দুরাশি
সেই অংশুমালী-কর-প্রভাব লভিয়া
উঠে মরকতরূপে আপনা প্রকাশি।

ধরাদেবী—

আর হেথা ঢলে পড়ে দিবস আমার
ক্লান্তদেহে খিন্ন মনে মরণের মুখে।
শান্ত সুধাকর! ওই আহ্বান তোমার ৭৪৭

কি শান্তির সুধাধারা ঢালে মোর বুকে,
নিদাঘ-নিশায় মৃদুমধুর কিরণে
ঢাল যথা শান্তিধারা নাবিকের প্রাণে,
লভি আশা উৎসাহ সে উল্লসিত মনে
বাহে তরী অনায়াসে গন্তব্যের পানে।
কি উৎকট গর্ব্বে হর্ষে ছিনু বুদ্ধিহারা,
করি দূর সে তীক্ষ্ণতা, ওহে সুধাময়!
মরমে পশিয়া তব বাক্য সুধাধারা
প্রশান্ত করিল মোর উদ্বেল হৃদয়।

মনীষা—

একি বাণী সুমধুর, শব্দের প্রবাহ
শান্তির বারতা নব আনিছে বহিয়া,
জ্যোৎস্নামাখা শীতজলে যেন অবগাহ
তৃপ্তির আনন্দ দিল পরাণে ঢালিয়া।

সরলা—

দিদি লো ! সে শব্দস্রোত গিয়াছে চলিয়া,
থামিয়াছে সুমধুর কল্লোল তাহার
যাহার তরঙ্গে তুমি উঠেছ নাহিয়া।
যোগ্য বটে এ সুন্দর উপমা তোমার ;
বনদেব কুমারীর কেশগুচ্ছ হতে
স্নানান্তে পড়ে যে ঝরি হিমবিন্দু প্রায়
অঙ্গ বহি স্বচ্ছ বারিকণা এ মরতে,
তাহারি মধুর ভাব তোমার কথায়।

মনীষা—

চুপ্, চুপ্, প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া
হের এক মহাশক্তি উঠিছে জাগিয়া
তমোময় কিবা, ধরা বিদীর্ণ করিয়া
নিম্ন হতে উর্দ্ধদিকে আসিছে উঠিয়া,
মহাশূন্য হতে পুনঃ আকাশ বাহিয়া

নিশার আলোর মত পড়িছে ঝরিয়া
দিকে দিকে, বায়ুস্তরে উঠিছে ফুটিয়া,
যেন কোন্ রৌদ্ররন্ধ্রে আছিল জমিয়া
আঁধারের বিন্দুরাশি, সুযোগ লভিয়া
আসিয়াছে মুক্তদেশে আজি বাহিরিয়া ;
গীতবালাগণ যথা অথবা জুটিয়া
সুদূর অনন্ত উর্দ্ধে, সুন্দর শোভিয়া
তারারূপে, পরে সেই প্রভা হারাইয়া
বরষার নৈশাকাশে পড়ে লো ছুটিয়া।

সরলা—

শ্রবণে কিসের শব্দ আসিছে ভাসিয়া ?

মনীষা—

শুন শুন ছুটে কথা জগৎ ব্যাপিয়া।

কালপুরুষ—

গ্রহকুলচূড়ামণি অয়ি বসুমতি !

কি সুন্দর রূপ তব ; পবিত্র নির্ম্মল
অই অধিবাসীদের কি দিব্য মূরতি ;
সন্তোষ-অমৃতে যার চিত্ত সুবিমল
তৃপ্ত সদা, তার কাছে এই দেবভূমি
কি এক শান্তির রাজ্য। প্রেমের তরল
চন্দনে কর লো লিপ্ত যেথা যাও তুমি
মহাশূন্যে আপনার বীথিকা কোমল।

ধরাদেবী—

শুনিনু স্নেহের বাণী, নমি দুটি পায়,
তুচ্ছ ক্ষীণ প্রাণ মোর শিশিরের প্রায়।

কালপুরুষ—

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ নেত্রে ধরণীর পানে
রহ চাহি নিশি যোগে, ওহে সুধাকর।
অতৃপ্ত পিয়াসে ধরা আকুল পরাণে
তেমতি নিরখে তব ও মুখ কমল ? ৭৯৮

আবার এই যে নর, পশু, বিহঙ্গম,
উভয়ে হেরিছে তারা বিস্মিত নয়নে।
কি শান্তি প্রেমের রাজ্য ছবি মনোরম
মিলিয়া করেছ সৃষ্টি তোমরা দুজনে।

সুধাকর—

শুনিনু স্নেহের বাণী, নমি দুটি পায়
তুচ্ছ ক্ষীণ প্রাণ মোর শুষ্কপত্রপ্রায়।

কালপুরুষ—

হে রবি, নক্ষত্রবাসী, নৃপতিনিচয়,
দেবতা, দানববৃন্দ, ভাগ্যধর গণ!
মহাশূন্যপারে ঝঞ্ঝাহীন শান্তিময়
দিব্যধামে বাস যার কর রে শ্রবণ।

(নেপথ্যে উর্দ্ধে হইতে)—আমাদের গণতন্ত্র করিছে শ্রবণ,
কর আশীর্ব্বাদ, ভক্তি করহ গ্রহণ। ৮১০

কালপুরুষ—

ওহে প্রেতপুরবাসী সুখী কবিগণ!
তোমাদের কবিতার উজ্জ্বল কিরণ
মেঘে না লুকাতে পারে, না যায় বর্ণন।
যশঃ তোমাদের ক্ষুণ্ণ হবে না কখন
যে চরিত্র রীতি, নীতি করেছ অঙ্কন
যদি লভিয়াছ সেই আদর্শ জীবন।

(নেপথ্যে নিম্ন হইতে)—কিংবা বিশ্বে দেখিয়াছি করেছি যাপন
জীবন যে রূপে, যদি তাহাও এখন।

কাল পুরুষ—

প্রকৃতির প্রতি অঙ্গে যে আছ যেথায়
ঐশ বিভূতির রূপে শক্তিধরগণ!
অগ্নিদেব, পুরন্দর মেঘের মালায়,
সাগরে বরুণদেব, বাতাসে পবন,
পুঞ্জীভূত প্রতিভার আত্মায় মহান্ ৮২৩

মানব অবধি ওহে জড় শিলারাশি !
নক্ষত্র খচিত দেবপুর শোভমান,
কিংবা তৃণ, লতা, গুল্ম, শোন সবে আসি

(নেপথ্যে বহু কণ্ঠের মিশ্রিত ধ্বনি)—

শুনিতেছি মোরা দেব, উঠিছে জাগিয়া
সুষুপ্তি আপনি তব আহ্বান শুনিয়া।

কালপুরুষ—

রক্তমাংস-দেহবাসী হে আত্মা সকল !
মানব, অরণ্যচারী পশু, বিহঙ্গম,
মীন, কীট, কি জীবন্ত বৃক্ষ, ফুল, ফল,
যে আছ যেথায় আজি স্থাবর জঙ্গম,
শূন্যে বিচরণশীল তড়িৎ, পবন,
উল্কা, কুহেলির রাশি, কর রে শ্রবণ

(নেপথ্যে)—

নিস্তব্ধ কানন হয় জাগ্রত যেমন
ঝটিকায়, তব বাক্যে মোরাও তেমন।

কালপুরুষ—

এতদিন ছিল নর দুর্দ্দান্ত পাষাণ
একদিকে, অন্যদিকে ভীত কাপুরুষ
শঠ, প্রতারিত; যেন ধ্বংস মূর্ত্তিমান
রাক্ষসের রূপে ছিল গ্রাসিতে মানুষ।
আমরণ জন্মাবধি পথিকের দল
আজিকার এই শুভ দিনের লাগিয়া
যেতেছিল দুঃখ মাঝে লভি যেন বল
নিশার কুহেলি ঘেরা রাজপথ দিয়া।

(নেপথ্যে সকলে সমস্বরে)—

অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী কর উচ্চারণ,
অবহিত চিত্তে মোরা করিব শ্রবণ।

কালপুরুষ—

আজি সেই শুভদিন, যাহার আশায়
বসুন্ধরা এতদিন ছিল অপেক্ষিয়া,

কত হা হুতাশে আহা কত উৎকণ্ঠায়
কাটায়ে দিয়েছে দিন যাহার লাগিয়া।
মহাকালে কত যুগ যুগান্তের পরে
আবার এসেছে আজি সে শুভ সময়,
ধরার সাধন মন্ত্র দূর দূরান্তরে
টানিয়া এনেছে স্বর্গে কার তারে জয়।
হের প্রেম ব্যথা জ্বালা সহিয়া সহিয়া
মৃত্যুর যাতনা সম, কত ভ্রান্তি, ভয়,
কত পতনের শঙ্কা আজি উত্তরিয়া
কি অপূর্ব্ব শক্তিরাশি করেছে সঞ্চয়।
অটুট ধৈর্য্যের বলে হ'য়ে বলবান,
জ্ঞানার হৃদয়ে বসি দিব্য সিংহাসনে,
হের প্রেম হ'য়ে আজি মহাশক্তিমান
বাঁধিয়াছে মহাবিশ্বে শান্তি-আলিঙ্গনে :
শকতির মূল নীতি ধর্ম্মজ্ঞান, আর

বিপদে ধৈরয, ব্যবহারে শিষ্টাচার
সহায় যাহার, বল কি ভয় তাহার ;
রুদ্ধ বিনাশের পথ হেন মহাত্মার।

কালের কুটিল চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
সংসারের মরু পথে করি বিচরণ
শ্রান্ত যদি হে পথিক ! দেবত্ব লভিয়া
যদ্যপি শাশ্বতী শান্তি করিবে অর্জ্জন,
দিবানিশি দহে তোমা করিয়া বেষ্টন
দুঃখের শৃঙ্খল যেই কাল ভুজঙ্গম,
তাহার কবল হ'তে লভিয়া মোচন
যদ্যপি শান্তির রাজ্য চাহ মনোরম,
কর সার প্রেম, নীতি—ধর্ম্ম, জ্ঞান, আর
বিপদে ধৈরয, ব্যবহারে শিষ্টাচার,
যাহার প্রসাদে তুমি সুখে হবে পার

অনায়াসে এ দুস্তর ভব পারাবার।

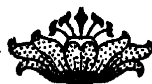
দুঃখ বিপদের রাশি চারিদিক হ'তে
ঘিরিয়া ফেলিবে যবে হে পান্থ! তোমায়
বন্যার স্রোতের সম জীবনের পথে,
মনে হবে নাহি পার নাহি কূল তায়,
সহসে বাঁধিয়া বুক পাষানের মত
অচল অটল হ'য়ে যাইবে সহিয়া,
একদিন হেরিবে সে দুঃখ শত শত
সামান্য তৃণের মত গিয়াছে উড়িয়া।
হত্যা হ'তে যদি আসে ঘোর অত্যাচার
তাহাও যাইবে সহি পাপীরে ক্ষমিয়া,
কিন্তু নাহি করি ভয় ক্ষমতায় তার
সতত আনিবে তারে সুপথে টানিয়া।
ধরি ধৈর্য্য বাঁধ বিশ্বে আপনার প্রেমে,
হৃদয়ে জাগুক আশা, আদর্শ মহান,

আসুক মৃত্যুর মাঝে শান্তি ধারা নেমে
পাপ, তাপ, ঘৃণা দূরে করুক প্রয়াণ।
নির্ভয়ে পথিক তুমি হও আগুয়ান,
বিপদ-বিজলী হেরি উঠ না চমকি
অনুতাপে করিও না ব্যথিত অন্তর
এ পথে এসেছ বলে ফির না থমকি।

যে পন্থায় মোক্ষ তুমি করেছ সাধন,
হে অতিমানব ধীর প্রাজ্ঞ পুরঞ্জন!
সেই পথে যে মানব করিবে গমন
নিশ্চয় লভিবে মুক্তি তোমার মতন;
আত্মার বন্ধন তার প'ড়বে খসিয়া,
পূর্ণ স্বাধীনতা সুখ করিবে অর্জ্জন,
আনন্দসলিলে মগ্ন রবে তার হিয়া,
লভিবে সে দেবযোগ্য নবীন জীবন।

এই শ্রেষ্ঠ পথে নর হও অগ্রসর,
গৌরব মণ্ডিত হ'য়ে লভ বিশ্বে জয়,
পূত চরিত্রের কান্তি দিব্য মনোহর
উঠুক বদনে ভাসি সারা বিশ্বময়।
আপন কল্যাণ সনে ধরার কল্যাণ
মানব! যতনে কর সাধন সতত,
শান্তির সুধায় চির করি ভাসমান
ধরারে স্বরগ রাজ্যে কর পরিণত।

সমাপ্ত



টীকা।

প্রথম অঙ্ক

পুরঞ্জন—মূল প্রমিথিয়স্; দৈত্যপতি আইএপিটাসের পুত্র ও গ্রীক্‌পুরাণের মানবগণের শিক্ষাগুরু। সুরপতি জুপিটারের (রোমীয় জুপিটর অথবা গ্রাক্ জীয়স্) ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানবগণকে নানা বিদ্যায় বিশেষতঃ অগ্নি ব্যবহারের শিক্ষদান করার অপরাধে ইঁহাকে তাঁহার হস্তে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইস্‌কিলাস্ প্রণীত 'প্রমিথিয়স বাউণ্ড' কাব্যে এই লাঞ্ছনা বর্ণিত হইয়াছে। প্রমিথিয়স্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত-অর্থ fore-thinker পরিণামদর্শী। 'প্রমিথিয়স বাউণ্ড' ও 'প্রমিথিয়স আন বাউণ্ড' এই রূপক কাব্যদ্বয়ে নায়কের এই নাম আত্মা অর্থে প্রদত্ত হইয়াছে। পুরঞ্জন অর্থও আত্মা এবং নামটীও প্রমিথিয়স্ শব্দের অনুরূপ, তাই আমি প্রমিথিয়স্ শব্দের অনুবাদ 'পুরঞ্জন' করিয়াছি। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

২ পং চির-বিনিদ্র—ইন্দ্র পক্ষে চির জাগ্রত, পুরঞ্জন পক্ষে বহুকালাবধি নিদ্রাহীন।

৪৪ পং নাহি গুরু লঘু—ভালমন্দ নাই, অর্থাৎ অবিশ্রান্ত অসহ্য যন্ত্রণা সহিয়া যাইতে হইতেছে।

৬৬ পং তোমায়—সুরপতি ইন্দ্রের। তুমি, তোমার ইত্যাদি

মধ্যম পুরুষ বাচক শব্দ দ্বারা ১ম হইতে ৪২ পংক্তি পর্য্যন্ত ইন্দ্রকে, ৪৩ হইতে ৫৮ পংক্তি পর্য্যন্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে তৎপরে ৫৯ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৬ পংক্তি পর্য্যন্ত আবার ইন্দ্রকে ও ১২৭ হইতে ১৫৮ পংক্তি পর্য্যন্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১৫৬ পং তবু তার শক্তি যেন যায় না মুছিয়া—যদিও আমার অন্তরে এখন বিন্দু মাত্রও ঘৃণা নাই, সুতরাং সেই অভিশাপের শক্তির অস্তিত্বের আর কোনও আবশ্যকতা নাই, তথাপি আমার বাক্যের শক্তি যেন এখন পর্য্যন্তও থাকে, কারণ আমি সেই অভিশাপ বাণী এক্ষণে আবার শুনিতে চাই।

২৩৫ পং কুহেলি ঘেরা—কারণ পুনঞ্জন হইতে বহুদূরে ও নিম্নে অবস্থিত।

২৪১ পং অধিষ্ঠাত্রী—কারণ জুপিটার (ইন্দ্র) বিশ্বের চালক ও পালক।

২৭০ পং বিষম পরশ তার—মৃদু কথার স্পর্শ; বোধ হয় বাক্যের আঘাতে উত্থিত বায়ুর তরঙ্গস্পর্শের প্রতিই এ স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৩৪০ পং ভূকম্পগহ্বর—ভূমিকম্পে বিদীর্ণ পর্ব্বতের গহ্বর। মূল "Earthquake-rifted mountains."

৩৬১ পং পুত্রঘাতী—কারণ জুপিটারই জীবের স্রষ্টা, আবার তিনিই তাহাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন; অথবা আমার পুত্রের ঘাতক এই অর্থও বুঝাইতে পারে।

৩৮৯ পং বেবিলন—মেসোপটেমিয়া দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর ও প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। এই নগরের শূন্যোদ্যান পৃথিবীর

মহাশ্চর্য্যের অন্যতম।

৩২১ পৃঃ জোরাষ্টার—মূল মেগাস্ জোরোষ্টার। ইনিই প্রসিদ্ধ পারসীক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুষ্ট্র। ইঁহার জন্ম ও মৃত্যু সময় নির্দ্দিষ্ট রূপে জানা যায় না, তবে খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৬০০ বৎসরের মধ্যে ইঁহার কার্য্য কাল অনুমিত হয়। জেন্দ আবেস্তা এই ধর্ম্মের গ্রন্থ। ইস্লাম ধর্ম্মের প্রভাবে পারস্য হইতে এই ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারতে বোম্বাই প্রদেশের পারসীকগণ এখনও এই ধর্ম্ম মানিয়া চলেন। সৎশক্তি ও অসৎ শক্তির মহাদ্বন্দ এই ধর্ম্মের চির দ্বৈত—। জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত (১) বলি-বিধি, (২) ব্যবহার-বিধি (৩) উপাসনা-বিধি ও (৪) উপাসনা।

মেগাস্ প্রাচীন পারসীক্ ঋষি তাঁহার নামানুসারে পারসীক বুধমণ্ডলীকে মেগাই (Magi, magus এর বহুবচন) বলা হইত এবং প্রাচীন পারস্য দেশে পুরুষানুক্রমে পুরোহিত সম্প্রদায়কে এই আখ্যা প্রদান করা হইত। স্বপ্নের ফলাফল বলা, ভবিষ্যৎ কথন ও নিমিত্তাদির ব্যাখ্যা ইহাদের কার্য্য ছিল।

৪১৮ পৃঃ মহাকাল—মূল ডিমগরগণ; প্রেতপুরীর অধীশ্বর।

৪৩০ পৃঃ প্রচণ্ড বাত্যার—মূল টাইফন; গ্রীক্ ও মিশর পুরাণের উপদেবতা শতশির রাক্ষস ও অবনীদেবীর পুত্র। ইনি বিপ্লবকর আগ্নেয় গিরির ও তুফানের (Typhoon) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবরাজ ইন্দ্র ইহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নরকে নিক্ষেপ করেন। হিন্দু পুরাণের নরকাসুর। দ্বিতীয় অঙ্ক, ১০২৭ পৃঃ তুফান (typhoon) মূল টাইফুন দ্রষ্টব্য।

৪৩৫ পং জিজ্ঞাস যাহারে তার—সেই দেবগণ মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয়।

৪৪৯ পং সরলা—মূল আইওন; জলদেবতা বরুণের (গ্রীক্ ওসানের) কন্যা ও এই কাব্যের নায়িকা সাধনার (মূল এশিয়ার) ভগিনী। পরবর্ত্তী কয়েক পংক্তিতে আশারূপিণী সরলার পরীরূপ কল্পিত হইয়াছে।

৬৪১ পং মণীষা—মূল পেনথিয়া; সাধনা ও সরলার ভগিনী। ইনি জ্ঞান ও বিশ্বাসরূপিণী। সরলা সর্ব্বত্রই বিধাতার মঙ্গল হস্ত দেখিতে পান আর তাহাই বাক্যে প্রকাশ করেন, আর মনীষার কার্য্য হইতেছে সকল বিষয়ের রহস্যোদ্ভেদ।

৪৭১ পং বাসব—জুপিটর; ইঁহার অপর নাম জোভ্। রোমক দিগের শ্রেষ্ঠ দেবতা। গ্রীক পুরাণে ইঁহার নাম জিয়স। ইনি স্বর্গ লোকের অধীশ্বর। ইঁহার অস্ত্র বজ্র। ইনিই আকাশ, মেঘ, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হিন্দুদিগের সুরপতি ইন্দ্রের প্রায় সকল বিশেষণই ইঁহাতে প্রযুজ্য। ইঁহার মন্দিরে নানা প্রকার পশু এবং প্রধানতঃ ষণ্ড বলি দেওয়া হইত; সময়ে সময়ে নরবলিও হইত। রোমের গিরিশিখরস্থ দুর্গে ইঁহার একটী প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল, তথায় ইনি রোমবাসীগণের রক্ষক দেবতারূপে পূজিত হইতেন।

৪৭১ পং শূন্যগর্ভ—অস্থিমাংসবিহীন ছায়ামাত্র, অতএব অত্যন্ত লঘু।

৪৭৫ পং অজানিত—ধরার অজ্ঞাত।

৪৮৪ পং দানব—মূল টাইটেন; ইহারা গ্রীক পুরাণের অসুর বা দৈত্যকুল। সুরপতি জুপিটরের হস্তে পরাভূত হইয়া ইহারা নরকে পতিত

হইয়াছিল।

৪৯৭ পং বজ্রমেঘে—যে মেঘের ঘর্ষণে বজ্রপাত হয়। মূল Thunder-cloud.

৫১৪ পং মোর শাপে...কর উচ্চারণ—এইটুকু বাসবের প্রেত-মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে।

৫৪২ পং আমার ইচ্ছায়—আমার ইচ্ছাকে।

৫৬৮-৫৬৯ পং বিষদিগ্ধ...বন্ধন—বিষমাখা পোষাক গায়ে থাকিলে যেরূপ সর্ব্বদা তাহা দেহকে কষ্ট দেয় সেইরূপ তোমার অনুতাপও তোমাকে সর্ব্বদা কষ্ট দিবে।

৫৭২-৫৭৩ পং চূর্ণীভূত...কাঞ্চন—যাহা এক্ষণে স্বর্ণমুকুটরূপে তোমার মস্তকে শোভা পাইতেছে তাহাই গলিয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় তোমার মস্তিষ্ককে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে।

৬০২ পং ইন্দ্র—মূল জোভ্; জুপিটরের অপর নাম, বজ্রপাণি, সুর পুরীর অধীশ্বর হিন্দু পুরাণের ইন্দ্র।

৬০৪ পং তা'দের—তাহাদিগকে।

৬৩০ পং বিশ্বদূত—মূল The Jove's world wandering herald Mercury, অর্থাৎ জুপিটরের পৃথিবী ভ্রমণকালে যে দেবতা দূতরূপে অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া তাঁহার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করেন। মারকিউরি রোমিও পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা ও দেবদূত। সুরপতি জিয়সের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে ইঁহার জন্ম। পুরাণে ইনি ধূর্ত্ত, কপট, বাগ্মী ও অত্যন্ত দ্রুতগতিরূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। ইঁহার মূর্ত্তির কল্পনা এইরূপ—সুপুরুষ, উলঙ্গ ও দণ্ডধারী। কোনও কোনও বিষয়ে ইঁহার সহিত হিন্দু-

পুরাণের কামদেবের সাদৃশ্য আছে, তবে ইনি উলঙ্গ, আর আমাদের প্রভু একেবারে অনঙ্গ।

৬৩১ পং কিন্নরী—মূল ফিউরী; ইহারা প্রেতপুরীবাসিনী তিন ভগিনী, কৃষ্ণকায়, পক্ষ বিশিষ্ট ও ভুজঙ্গকেশিনী। ইহাদের নাম এলেক্টো, মিগিরা ও টিসিফোন। প্রেতলোকে পাপীর বিশেষতঃ হত্যাকারীদিগের নির্য্যাতনই ইহাদের কার্য্য। কথনও কথনও এই কার্য্য সাধন উদ্দেশ্যে ইহাদের ধরণীতে আগমনও পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

৬৬৬ পং কর্ম্মদূত—মূল herald; এই শব্দে যে দেবদূত মারকিউরীকে লক্ষ্য করা হয় নাই তাহা দুই পংক্তি পরে মায়াসুত (Maia's son) শব্দ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে। এখানে herald শব্দে ইহাই সূচিত হইতেছে যে ইহাদের উপরে দেবেন্দ্রের ইচ্ছা জ্ঞাপন অথচ কোন কার্য্যের ভারও ন্যস্ত হইয়াছে।

৬৬৮ পং মায়াসুত—মূল Son of Maia; দেবদূত মারকিউরি। পুরাণের কাহিনী এইরূপ—আটলাসের সাত কন্যা। ইহারা প্রত্যেকেই বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি বহু সন্তানের জননী। মায়া ইহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ও সর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী। ইহার রূপ-লাবণ্যেমোহিত হইয়া সুরপতি ইন্দ্র (জিয়স্) সিলিন পর্ব্বতের গুহা মধ্যে এক তমিস্রা রজনীতে ইহাতে উপগত হয়েন এবং তাহাতে মারকিউরীর জন্ম হয়। এই সপ্ত ভগিনী কালক্রমে Pleiades অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছিল।

৬৭৩ পং পারে—কর্ত্তা অনুচর।

৬৭৪ পং দেবদূত—মূল মারকিউরি; ৬২৭ পংক্তি বিশ্বদূত ও ৬৬৫ মায়াসুতদেবদূত সুত দ্রষ্টব্য।

৬৭৭ পং রাক্ষস—মূল জেরিয়ন ; তিনটী দেহ বিশিষ্ট রাক্ষস বিশেষ। মহাবীর হারকিউলিশ মিশিলিবাজ ইউরিসথিয়সের অনুজ্ঞাক্রমে এই রাক্ষসের প্রসিদ্ধ রক্তবর্ণ পশুপাল হরণ করেন এবং তাঁহারই হস্তে এই রাক্ষস নিহত হয়।

৬৭৭ পং ডাকিনী—মূল গরগন্ ; মেডুসা, স্থেনো ও ইউরিয়েল নামক তিনটী ডাকিনী। ইহাদের প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত তাহাকেই ইহারা প্রস্তরে পরিণত করিত। ইহাদের মধ্যে মেডুসা পারসিয়সের হস্তে নিহত হয়, অন্য দুটী অমর।

৬৭৯ পং পিশাচ—মূল চিমেরা ; অগ্নিবর্ষী পিশাচ বিশেষ। ইহার মস্তক সিংহের ন্যায়, দেহ ছাগের ও লাঙ্গুল কালনাগের (ড্রাগন) ন্যায়। বেলেরোফন্ তাঁহার পিগেসাস্ নামক পক্ষীরাজ ঘোটকে আরোহণ করিয়া ইহাকে সংহার করিয়াছিলেন।

৬৭৯ পিশাচিনী কুহকিনী—মূল স্ফিঙ্কস্ ; বিওসিয়ার কুহকিনী রাক্ষসী। সে সকলকে এই প্রশ্ন করিত—কোন জীবের চারি পদ, তিন পদ ও দুই পদ হয়, অথচ কণ্ঠস্বর এক এবং যখনই ইহা চারি পদ লাভ করে তখনই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল থাকে। ইডিপাশ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল "এই জীব মানব। যখন শিশু থাকে তখন মানব দুই হাত ও দুই পায়ে হামাগুড়ি দিয়া চলে, ও বৃদ্ধকালে দুই পায়ে ও যষ্টিতে ভর করিয়া চলে।" এই উত্তর শুনিয়া মায়াবিনী আত্মহত্যা করিল। মিশর দেশের সিংহের দেহ ও থাবা এবং মানবীয় মুখ ও বক্ষঃবিশিষ্ট অতিকায় মূর্ত্তিকেও স্ফিঙ্কস্ বলে, তবে এ স্থানে প্রথম অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬৮১ পং থিবিসের অধীশ্বরী—থিবিশ মিশর দেশের প্রাচীন রাজধানী।

থিবিসপতি এমিট্রিয়নের মহিষী এল্কিমিনি সুরপতি জিয়সের কৌশলে তাঁহার প্রেমে পতিত হইয়া স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করেন। এবং ইহার ফলে জিয়সের ঔরসে তাঁহার গর্ভে মহাবীর হারকিউলিসের জন্ম হয়। এ স্থলে বোধ হয় এই পৌরাণিক ঘটনাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৬৮১—৬৮৫পং থিবিসের অধীশ্বরী ‥ সহিলেন কত দুঃখ—
এই কয়টী পংক্তিতে থিবিসের রাণী জোকাষ্টা ও তাঁহার আপনার গর্ভজাত পিতৃহন্তা পুত্রের অবৈধ প্রণয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে—

Sullen and sour with discontented mien,
Jocasta frowned, the incestuous Theban queen ;
With her own son she joined in nuptial bands,
Though father's blood imbued his murd rous hands.
The gods and men the dire offence detest.
The gods with all their furies rend his breast ;
In lofty Thebes he wore the imperial crown,
A pompous wretch ! accursed upon a throne.
The wife self-murdered from a beam depends,
And her foul soul to blackest hell descends
Thence to her son the choicest plagues she brings,
And the fiends haunt him with a thousand stings.

[*Alexander Pope's translation of*
Homer's Odyssey Book XI]

৭৪৬ পং বিনীত প্রার্থীর মত বিরাট মন্দিরে—কোনও বিরাট মন্দিরে গিয়া ভক্ত যেমন অতি দীন হীনের ন্যায় কাতরভাবে প্রার্থনা করে তুমিও সেইরূপ সেই বিরাট পুরুষের চরণে অতি বিনীত ভাবে প্রার্থনা কর।

৭৫৭ পং ঐশ্বর্য্য তাহার যাহা দিয়াছিনু আমি—দুর্ব্বোধ। পুরঞ্জন (Prometheus) জীবের আত্মা, সুতরাং জুপিটর এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের আত্মা বা জীবন তাঁহারই (পুরঞ্জনের) দান, বোধ হয় কবি ইহারই আভাস দিয়াছেন।

৭৮৮ পং যেই গুপ্তমন্ত্র—ভূমিকা ৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৮৩২ পং সে তাকে বুদ্বুদ্ বিন্দু—তাহে অর্থাৎ অনন্তকালের সিন্ধুতে

৮৩৪ পং কল্পনা…পুরে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

৮৭৪—পং শূন্যগর্ভসংখ্যাহীন · আলোকক্ষীণ—অসংখ্য পালকে নির্ম্মিত উড্ডীয়মান পক্ষযুগলের অধোদেশ উষার আলোক লাভে বঞ্চিত হইয়া অতিশয় অন্ধকারময় হইয়াছে।

৯১৭ পং তার—সেই পক্ষ সঞ্চালনজনিত।

৯৫৯ ও ৯৭২পং মানবে ও মানবের—যদিও দেব, দানব ও পরী প্রভৃতি লইয়াই এই কাব্যের রচনা, তথাপি ইহার অনেক স্থলেই জীবের প্রকৃতি বর্ণন উপলক্ষে মানব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৯৮০ পং অলক্ষ্মীর মত—মূলে এরূপ কোন শব্দ নাই ; আছে like animal life, ইহাদের গুণ ধর্ম্ম ও স্বভাব এবং মূলের অর্থ সৌকর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি এইরূপে অনুবাদ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৯৫ পংর পরে কিন্নরীগণের সমস্বরে গীত—এই গীতে কিন্নরীগণ আপনাদিগের স্বাভাবিক জীবন ও গুণ ধর্ম্মের যে পরিচয় দিতেছে তাহাতে ইহারা যে মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী অথবা হিন্দু পুরাণের দুষ্টা সরস্বতী সদৃশ তাহাই

জানা যাইতেছে। ইহা দ্বারাই উপরে যে ইহাদের স্বভাবকে 'অলক্ষ্মীর মত' বলা হইয়াছে তাহার স্বার্থকতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

১০৯৫ পংর পরে—সকলে সমস্বরে গীত—যাহা ভাল তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করাই দুষ্টের প্রকৃতি, তাই কিন্নরীগণ পুরঞ্জনকে বুঝাইতেছে যে মানবের জ্ঞানলাভ ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নাই।

১১২২ পং দৃষ্টিচক্র—দিক্ চক্রবাল (horizon)

১১৪৮ পং তব তবে বর্ত্তমান—বর্ত্তমান অর্থ বর্ত্তমান কাল।

১১৫৭ পং কতিপয় কিন্নরীগণের গীত—পুরঞ্জনের ত্যাগ, সৎসাহস ও নির্ভীকতার ফলে, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের ফলে, জগতের দুর্দ্দিনের অবসানে শুভদিনের আগমন সূচিত হইতেছে।

১১৭৫ পংর অপর কিন্নরীগণের গীত—চিত্রের অপর পৃষ্ঠা, পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থা দেখান যাইতেছে।

১২০৭ পং তবু চেয়ে আছে যেন ভবিষ্যৎ পানে – মানেবের ভবিষ্যৎ মঙ্গলে জ্বলন্ত আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস সূচিত হইতেছে।

১২৮৯ পং মানব অন্তরে যবে হয় সর্ব্বনাশ—আর্থিক ও শারীরিক অর্থাৎ জাগতিক অবনতি অপেক্ষা আত্মার অবনতিই মানবকে আরও অধম করিয়া ফেলে ও তাহাকে প্রকৃত সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যায়।

১৪১৬ পং মিলিতকণ্ঠে পরীগণের গীত—পরীগণের কর্ত্তব্য কিন্নরীগণের কর্ত্তব্যের বিপরীত। কিন্নরীগণের কার্য্য অত্যাচার, পরীগণের সান্ত্বনা; কিন্নরীগণের স্বভাব সৎকে অসৎ করা ও জগতের দুঃখে আনন্দ প্রকাশ, পরীগণের অসৎকে সৎ করা ও জগতের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ। প্রথমা পরী পরাজয়েও সাহস প্রদান করিতেছে, দ্বিতীয়া আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য

কীর্ত্তন করিতেছে, তৃতীয়া জ্ঞানের ও চতুর্থী কল্পনার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছে ও তদ্দ্বারা আশার বাণী বহন করিয়া আনিতেছে।

১৫৬৩ পং প্রাচী ও প্রতীচী—এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে ধরার ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচিত হইতেছে। হয়ত কবি এ স্থলে প্রাচ্যদেশের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রতীচ্যদেশের জাগতিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

১৬১৪ পং ওহে দুঃখীশ্রেষ্ঠ দুঃখজয়ী মহাবীর—মূল 'Thou O King of sadness'.

১৬১৬ বিষাদ—মূল desolation. Desolation শব্দের সাধারণ অর্থ উচ্ছেদ, কিন্তু ইহা বিষাদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এস্থলে যদিও পূর্ব্ব পরী (পঞ্চম) ধ্বংসের চিত্র বর্ণনা করিয়াছে তথাপি 'thou o king of sadness' এই বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও ষষ্ঠ পরীর বক্তব্যের (পূর্ব্বোপর) সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আমি ইহাকে বিষাদ শব্দে অনূদিত করিয়াছি।

১৭৪৩-১৭৪৬ পং তুষার শীতল·· সমীর মধুর—ভারতের যে দেশে এমন সাধনার বসতি তাহাও এইরূপই নীরস শৈল ভূমি, কিন্তু সাধনার বসতির গুণে (পরের লাইন দ্রষ্টব্য) সে দেশ এখন অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ পং সাধনা—মূল এশিয়া (Asia) ; কাব্যের নায়িকা ; সাগর (বরুণদেব) ও তৎপত্নী থিটিসের কন্যা ; পুরঞ্জনের প্রণয়িনী ; গ্রীক পুরাণের এই নাম হইতেই এশিয়া মহাদেশের নামের সৃষ্টি। এশিয়া সকল ধর্ম্মের সাধনার ক্ষেত্র, এবং সাধনার বলেই এই কাব্যের নায়ক নায়িকা প্রমিথিয়স্‌ ও এশিয়ার মিলন ঘটিয়াছে ; আবার সাধনার দ্বারাই মানবের আত্মোপলব্ধি (realisation of "self" "Prometheus" "soul") সম্ভব হয়। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমি কাব্যের নায়িকা এশিয়া সাধনা নাম দিয়াছি।

৬ পং একোন পঞ্চাশ বায়ু ছাড়ি—মূল from all the blasts of heaven ; স্বর্গ রাজ্যের সকল বায়ু ছাড়িয়া।

১০৪ পং সাগরবালা—মূল sea sister. Sea অর্থাৎ সাগর মহাসাগর Ocean এর কন্যারূপিণী, অতএব মনীষার ভগিনী।

১০৯ পং রক্ষিতে সে যুগল নিদ্রায়—পরস্পর লগ্ন দুটী নিদ্রাকে জাগরণ হইতে রক্ষা করিতে অর্থাৎ আলিঙ্গনবদ্ধ নিদ্রিত দুজনকে অসময়ে জাগরণ হইতে রক্ষা করিতে।

১৯৩ পং মূরতি তাঁহার—পুরঞ্জনের মূর্ত্তি। পুরঞ্জনের ভাবে মনীষা অভিভূত হইয়াছিল, তাই তাহার বদনে সাধনা স্বীয় প্রণয়ীর মূর্ত্তির ছায়া অঙ্কিত দেখিতে পাইবেন আশা করিতেছেন। ১৩২-১৪৭ লাইন দ্রষ্টব্য।

২৩৭ পং এ মরু প্রান্তর—মূল Scythian wilderness ; স্কাইথিয়া (Scythia) ককেশশ পর্ব্বত ও দানিউব নদের মধ্যবর্ত্তী দেশের প্রাচীন নাম। কাহারও মতে এই দেশের অধিবাসীগণ মঙ্গোলীয়, আবার

কাহারও মতে ইহারা আর্য্যবংশ-সম্ভূত। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ইহাদের এক শাখা উত্তর ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করতঃ তথায় বাস করিতে থাকে। ইহারা পূর্ব্বে দেব দেবীর উপাসক ছিল, কিন্তু পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এস্থলে 'Scythian wilderness' বাক্য দ্বারা স্কাইথিয়ানদিগের অধ্যুষিত উত্তর ভারতের মরুময় প্রদেশ বুঝাইতেছে।

২৪১ পং বনদেবী—মূল এপলো (Apollo), গ্রীক্ পুরাণের বনদেবতা। ইনি পুরুষ, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বনদেবী শব্দই অধিক প্রচলিত বলিয়া আমি এস্থলে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করিয়াছি। ভাষার লালিত্য হিসাবেও এখানে 'বনদেব' অপেক্ষা 'বনদেবী' শব্দই যোগ্যতর বলিয়া মনে হয়। এপলো শুধু বনদেবই নহেন, সঙ্গীত বিদ্যা, কবিত্ব ও দৈববাণীরও ইনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মানব সমক্ষে ভবিষ্যৎ রহস্য জ্ঞাপনও ইহার এক কর্ত্তব্য এবং এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যেই ডেলফির প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে এপলোর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

২৪৯—২৫৪পং ধূনিত কার্পাস · বিরক্তি জানায়—ইহার অন্বয় এরূপ—মুক্তচারণের মাঠে লুব্ধ মেষপাল যথা শস্প আশে পথ ছাড়িয়া আপন ইচ্ছায় ছুটে, সেইরূপ ধূনিত কার্পাস সম (কার্পাসের মত) শত শত শুভ্র মেঘখণ্ড গিরি পথে হেথা কোথা ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আবার অলস রাখাল যেরূপ সেই মেষপালকে শাসন করিতে না পারিয়া বিরক্তি জানায়, তদ্রূপ মৃদু বায়ু মেঘরাশিকে জমাটভাবে একদিকে উড়াইয়া দিতে না পারিয়া বিরক্তি জানাইয়া ধীরে ধীরে বহিতেছে।

২৫৯—২৬২ পং উদয় শিখর হতে·· উঠিল রাঙ্গিয়া—তপন দেব

ধরাদেবীর মুখপানে চাহিয়া হাসিল; গোপনে হাসিল কিন্তু গিরিবর অর্থাৎ ধরাদেবী তাহা দেখিতে পাইল এবং তাহাতে তাহাব মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

২৬১ পং বনমালী—গিরি শব্দের বিশেষণ, বনই মালা যাহার এই অর্থে। বনমালা যাহার গলে শোভা পায়, অর্থাৎ কৃষ্ণ, এই যোগরূঢ় অর্থে নহে।

২৭০ পং বিটপ—শাখা, ডাল।

২৭৫ পং চাহিলে—তুমি যখন আমার পানে নয়ন মেলিয়া চাহিলে (তাকাইলে) তখন।

২৮৮ পং সাগর বালিকা—সাধনা (মূল এশিয়া); সাগর দেবতা বরুণ অর্থাৎ গ্রীক পুরাণের ওসিয়ানাসের (Oceanus) ঔরসে ও থিটিস Thetis) দেবীর গর্ভে ইহাব জন্ম। মনীষা অর্থাৎ পেনথিয়া Panthea তাহার ভগিনী।

৩২১ পং জীব কোন জন—পুরঞ্জন।

৩২৯ পং দীর্ণভূমে—মূল to the rents, ফাটলের মধ্য দিয়া।

৩৪৭ পং কতিপয় পরীর—মূলে আছে Spirits, নাটকাদিতে পরীগণের গীতই অধিক সুশোভন মনে করিয়া আমি ইহাকে পরী শব্দে অনূদিত করিয়াছি।

৩৫৬ পং উর্দ্ধে বুঝি—উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়।

৩৫৮ পং শৈত্য—শীতলতা, শীতের ভাব নহে। এই শব্দ দ্বারা কুঞ্জাভ্যন্তরের স্নিগ্ধ ভাব সূচিত হইতেছে।

৩৬৬-৩৬৭ পং সে গুপ্ত পরশ...পাতায় পাতায়—বায়ু কুঞ্জাভ্যন্তরে

প্রবেশ লাভান্তর শীতল হইয়া জলীয় আকারে পরিণত হইতেছে ও পাতার আগায় মুক্তা বিন্দুর ন্যায় ঝুলিতেছে।

৩৭৮ পং বিযুক্ত—মূল like lines of rain that never unite, বৃষ্টির ধারাগুলি যেমন পৃথক ভাবে ধরা পৃষ্ঠে পতিত হয় সেইরূপ কিরণ রাশিও পৃথক ভাবে আসিয়া পড়িতেছে।

৪০০ পং মানিল ধনা—অর্থাৎ সুখ লাভ করিল।

৪২০ পং রবে—রবকে, শব্দকে।

৪৭৪ পং পরীবালাগণ—মূল Spirits ; ৩৪৭ পংর পর 'কতিপয় পরীর' এই শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। Spirits শব্দের সাধারণ অর্থ প্রেত। প্রেতগণ দৈহিক অবয়ব ও প্রকৃতি ভেদে বহু শ্রেণী ভুক্ত, পরী শ্রেণী ইহার অন্যতম, এই দৃশ্যে এইরূপ কল্পনার আভাস পাওয়া যায় (পরে দ্রষ্টব্য)।

৫১২ পং কৃষকপতি—মূল Silenus ; সুরা ও পানোৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বেকাসের (Baccus) অনুচর ও রক্ষক ; ইনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ; ইনি কৃষির অধিষ্ঠাত্রী ও রাখালগণের রক্ষক দেবতা পেনের (Pan) পুত্র। কবি ইহাকেই যেন এ স্থলে কৃষকরাজ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; তাই অনুবাদে কৃষকপতি লিখিলাম।

৫৩২ পং ডাকিনী—মূল ডিমগরগণ (Demogorgon), এস্থলে মনীষার উক্তির সারাংশের অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি ইহার অনুবাদ এইরূপ করিয়াছি।

৫৬৮ পং রণচণ্ডিকা—মূল মিনেড Maenad ; সুরাদেবীর উপাসিকা ক্রোধোন্মত্তা রমণী বা রণচণ্ডী অর্থেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৬০৪—৬১৬ পং রবির কিরণে · পর্ব্বত এখন—প্রতিভাশালী মানব কোনও মহাসত্য আবিষ্কার করিলে এতকাল জগৎ তদ্বিপরীত যাহাকে স্থির সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল তাহা ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত সকল কল্পনা যেমন মিথ্যা বলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ সূর্য্যকিরণ সম্পাতে প্রকাণ্ড হিমশিলার মূলদেশ গলিয়া যাওয়াতে তাহা পর্ব্বত গাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ও তাহার গতিতে পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিতেছে।

৬৭৩ পং – ৬৭৪ পং নাহি পশে রবিরশ্মি মূল Where the air is no prism, অর্থাৎ বায়ু যেথায় স্ফটিকের কার্য্য করে না, অর্থাৎ যেখানে বায়ুর মধ্যে দিয়া রবির কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না।

৭৪০—৭৪১ পং সদাহাসি·· কোমল—'সদাহাসি' শব্দ ও 'পূর্ণ সুষমার খনি' কুসুম শব্দের বিশেষণ।

৭৭৮ পং আদিতে—সত্যযুগে, ইংরাজীতে যাহাকে Golden age বলে সেই যুগে।

৭৮১ পং শনৈশ্চর—মূল সেটার্ণ (Saturn) রোমক পুরাণের কৃষি দেবতা। এই মূর্ত্তির এক হস্তে কাস্তে ও অপর হস্তে ডালপালা ছাটিবার জন্য একখানা ছুরিকা দেওয়া হয়। ইনি সত্যযুগের প্রবর্ত্তক ও সভ্যতার শিক্ষক। (মানবকে ইনিই সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিলেন)। পরবর্ত্তী কালে গ্রীক দেবতা ক্রোণাসও ইঁহাকে এক মনে করায় ইহার আখ্যায়িকা সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তিত আখ্যায়িকা অনুসারে ইনি সুরপতি জিয়স (Zeus আমাদের ইন্দ্র) কর্ত্তৃক স্বর্গচ্যুত হইয়া সেটার্ণিয়ান পর্ব্বতে (Saturnian hill) পতিত হন। কবি শেলি বোধ হয় ইহাকে জুপিটারের নামান্তর মনে করিয়া

ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

৭৯৮—৭৯৯ পং যার বলে…আত্ম-মৃত্যু-জয়ী—আত্মার রাজ্যে যে অপূর্ব্ব ক্ষমতা লাভ করিয়া জীব মহাশক্তিময়ী প্রকৃতিকে আপন বশে আনিয়া আত্মজয়ী ও মৃত্যুজয়ী হইত।

৮০১ পং জ্ঞানময় জগৎ—অন্তর্জগৎ (Microcosm) ; বহির্জগৎ বা জড়জগতের (Macrocosm) বিপরীত।

৮২৮ পং কম—কমনীয়।

৮৪০ পং রসাধার—'হৃদিব' বিশেষণ।

৮ ৪ পং আর্য্যসুত—মূল সেল্ট (Celt) ; প্রাচীন সেল্ট বা কেল্ট জাতি। ইহারা আর্য্যবংশোদ্ভব। ইহাদের উত্তর পুরুষগণ অধুনা ওয়েলস আয়র্লণ্ড, স্কটলাণ্ড, কর্ণওয়াল, ও ফ্রান্স দেশে বাস করিতেছে।

৮৯ পং নভশ্চুম্বী—নভচুম্বীও হয়।

৯৬৬ পং বায়ু—'গ্রহণ' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

৯৭৫ পং কালেরদূত—মূল Hours.

১০২৭ পং তুফান— মূল টাইফুন (Typhoon) ; প্রবল ঘূর্ণি বাত্যা ; উষ্ণ ও শীতল বায়ুর মিলনে উত্থিত ঘূর্ণি বায়ু। এই শব্দে তুফানের অধিষ্ঠাত্রী মিশর পুরাণের উপদেবতা টাইফন (Typhon) কে লক্ষ্য করা হইয়াছে (১ম অঙ্ক ৪২৭ পং টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০২৮ পং পাহাড়ের গায়—মূল Atlas ; এটলাস উত্তর আফ্রিকার পর্ব্বত বিশেষ। আর্গসের রাজা এক্রিশিয়াসের কন্যা ডেনেয়ীর গর্ভে দেবরাজ জিয়সের ঔরস জাত পুত্র মহাবীর পারসিউস্‌কে বিপদ কালে আশ্রয় দান না করায় তিনি ইহাকে এই পর্ব্বতে পরিণত করিয়াছিলেন।

গ্রীক পুরাণের অন্য উপাখ্যান মতে ইনি দেবতাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র শাস্তিস্বরূপ সমস্ত স্বর্গরাজ্য ইহার মস্তকোপরি চাপাইয়া দেন। আবার অপর কোন উপাখ্যান মতে ইনি স্বীয় শিরে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, স্বর্গ নহে।

১০৩১ পং ভূমণ্ডলে নিশাকরে—ভূমণ্ডল ও নিশাকরকে।

১০৬৬ পং বরুণ কুমারী—মূল নীরীদ (Nereids); প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবকুমারীগণকে সাধারণতঃ নিমফ্ (Nymph) বলে। ইহারা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত (১) নীরীদ (Nereides) সাগর কুমারী (২) ঈষিদ (Aeseides) কুঞ্জকুমারী (৩) ড্রাইয়েদ Dryades কানন কুমারী ও (৪) অর্কেদ (Orcades) গিরিকুমারী।

১০৭০ পং প্রাচ্যভূখণ্ডের কূলে মূল Among the Ægean isles and by the shores which bear thy name ; গ্রীস্ তুরস্ক ও এশিয়া মাইনরের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের নাম Ægean isles. By the shores which bear thy name অর্থাৎ এশিয়া। ডিম্বকোষ ভূমধ্য সাগরের পশ্চিমদিক হইতে ভাসিয়া আসিয়া এশিয়ার কূলে লাগিলে স্ফটিকের কোষ ভাঙ্গিয়া গেল এবং এশিয়া সেই ভগ্ন কোষ হইতে নামিয়া কূলে দাঁড়াইল; তদবধি তাহারই নামানুসারে এই প্রাচ্য মহাদেশের নামকরণ হইল (দ্বিতীয় অঙ্ক ১ম পং দেখ)।

১০৯১ পং যার—যে বাক্যের অর্থাৎ পুরঞ্জনের বাক্যের।

১০৯১ পং তাঁর—পুরঞ্জনের।

১০৯৬ দেয়া নেয়া—আদান প্রদান, ভালবাসা গ্রহণ ও তাহার প্রতিদান।

১১২৪ পং সে—রবির কিরণ।

১১২৮ কাহার—কাহারও।

১১২৯-১১৩৪ কোমল মধুর……নয়ন—তোমার রূপের প্রভায় দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, সুতরাং সে কেবল তোমার রূপের জ্যোতিঃ মাত্র দেখিতে পায় ও তোমার উচ্চারিত বাক্য শুনিতে পায়, কিন্তু তোমাকে দেখিতে পায় না।

১১৩৭—আত্মারূপে ·…উড়িয়া উড়িয়া—তাহাদের আত্মাগুলি যেন আনন্দে (ছায়ামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া) আকাশে উড়িতে থাকে।

১১৪৭ পং তুমি কর্ণধার—কালের দূত।

১১৫৮ পং শব্দ সিন্ধুনীরে—আকাশে উত্থিত সঙ্গীতের শব্দরাশিতে।

১১৬৩ পং ছুটীয়া চলেছে—'মানস তরণী মোর' কর্ত্তা।

তৃতীয় অঙ্ক

৬ পং মানবের আত্মা—পুরঞ্জনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মূল the soul of man.

১০ পং সন্দেহের বাণী—জ্বলন্ত বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার অভাব।

১১-১২ পং সনাতন…ভুবন—পুণ্যাত্মার পুরস্কারের জন্য ও পাপীর শাস্তির জন্ম একই সময়ে স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি হইয়াছিল এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

১৩ পং জ্বলন্ত…তার—অমর জ্বলন্ত বিশ্বাস চিরদিন তার স্তম্ভ।

৫৬-৬০ পং দয়াময় ভগবান্……হয়ে গেল জল—দুর্ব্বোধ। হয়ত কবি জুপিটর ও তৎপত্নীর রতি ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। মহাশক্তিশালী

জুপিটারের ধর্ষণ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া থিটিস্ দেবী তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিতেছেন।

৫৯ পং বিষে জর্জ্জরিত—মূল Like him whom the Numidian seps did thaw into a dew with poison. Numidian seps আফ্রিকার অন্তর্গত নিউমিডিয়া দেশের একজাতি সর্প। ইহার দংশনে মুহূর্ত্ত মধ্যে মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লিউকেন (Lucan) প্রণীত (Pharsalia) গ্রন্থে বর্ণিত সৈনিক পুরুষ সেবেলাস (Sabellus) এই সর্পের দংশনে অসহ্য যন্ত্রনা ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

৬১-৬৩ পং—সেইদিন……অনঙ্গ অদৃশ্যরূপী—জুপিটর ও থিটিসের মিলনে কামের জন্ম বর্ণিত হইতেছে। ইহা হিন্দুপুরাণের মহেশ ও উমার মিলনে মদনের পুনর্জ্জন্মের অনুরূপ।

৮৯ পং শমন সদনে—মূল Titanian prison; প্রেত রাজ্যের বৃহৎ কারাগার, প্রেতলোক।

১২৯ পং সহস্রলোচন—মূলে সহস্র নাই। হিন্দু পুরাণের বর্ণনানুসারে এবং ছন্দ ও সৌন্দর্য্যের অনুরোধে আমি এই শব্দ যোগ করিয়াছি।

১৫১-১৯০ পং উঠে যথা…আনন্দ অপার—

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ॥
উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে (শমং যযুঃ)।
সরিতো মার্গ বাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে॥

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভর মানসাঃ।

বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বাঃ ললিতং জগুঃ॥

অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।

ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ॥

জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ॥

চণ্ডী, উত্তম চরিত্র-দশম মাহাত্ম্য,

২৮-৩২ শ্লোক।

দুরাত্মা শুম্ভাসুর নিহত হইলে সকল জগৎ প্রসন্ন ও নিরুপদ্রব হইল, আকাশ নির্ম্মল হইল, যে-সকল মেঘ পূর্ব্বে উল্কাপাত দ্বারা উৎপাত জন্মাইত তাহারা শান্ত হইল, নদীগুলি আপন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল, দেবগণ আনন্দে মগ্ন হইলেন, গন্ধর্ব্বগণ মধুরকণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতে লাগিল, দিবাকর দিব্য কিরণজাল বিস্তার করিতে লাগিল, অগ্নি নির্ধূম হইয়া শান্তভাবে জ্বলিতে লাগিল এবং তাহার শিখার মধুর শব্দে দিক সকল পূরিত হইতে লাগিল।

১৬২ পং জলদেবগণ—মূল Proteus ; সাগরবাসী বৃদ্ধ দেবতা, জলদেব বরুণের (গ্রীকপুরাণের Neptune or Poseidon) মেষপালন ইঁহার কার্য্য। এদেশের পুরাণে এরূপ কোনও দেবতা না থাকায় এবং তার সুন্দর হইবে মনে করিয়া আমি ইহাকে জলদেবগণ শব্দে অনূদিত করিয়াছি।

২০২ পং বারি কুমারীর দল—মূল Nereids, (১০৬৬ পং বরুণ কুমারী দ্রষ্টব্য)।

২১৫র পং পর—হর কুলিশ—মূল Hercules, সুরপতি জিয়াসের (জুপিটর) ঔরসে ও থিবিস রাজ্যের অধীশ্বর এম্ফিট্রিয়নের পত্নী এল্কমিণির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ভীমকায়, হস্তীর ন্যায় বলবান ও অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন; বিশেষতঃ দেহের শক্তির জন্যই ইনি গ্রীক্ পুরাণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি বহু অসীম সাহসের কার্য্য করিয়া পরে শত্রুর চক্রে উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া আপন সন্তানগণকে হত্যা করেন। উত্তরকালে মিসিনির রাজা ইউরিথিয়স কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহার উপরে দ্বাদশটী অসম সাহসিক কার্য্যের ভার অর্পণ করেন—১ম ও ২য়, নেমির সিংহ ও ষ্টিম্ফেলিয়ার পক্ষী বধ ৩য় হাইড্রা (Hydra) সংহার ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আর্কেডিয়ার মৃগ উরিসেন্টিসার বরাহ, ক্রীটের বৃষ ও ডাইওমিডিসের বন্ধ ঘোটকী শীকার; ৮ম আগিয়ার অশ্বশালা পরিষ্করণ; ৯ম, ১০ম ১১শ, হিপলিইট নাম্নী ভীমকায়া রমণীর মেখলা হরণ, জিরিয়ণ দৈত্যের বৃষ হরণ এবং ১২শ পাতাল হইতে তথাকার ভীষণ সারমেয় সারবিরণকে আনয়ন। পংক্তি ৬৭৭ ১ম অঙ্ক, থিবিসের অধীশ্বরী দ্রষ্টব্য।

২৪৭ পং কম—'শ্বেতহার' এর বিশেষণ।

৩২০ পং তারাই—ছায়ামূর্ত্তি কত (উপরে দ্রষ্টব্য)।

৩৪২ .. ৩৪৩ সেই বক্রশঙ্খ—সিন্ধুদত্ত উপহার—"শঙ্খঞ্চ বরুণঃ দদৌ"

চণ্ডী, মধ্যমচরিত্র, দ্বিতীয় মাহাত্ম্য ২১ শ্লোক।

৪৫৮ পং কহি দৈববাণী—পুরোহিত মুখে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাণী শুনাইয়া। ডেলফির মন্দির এই জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। (২৪১ পংক্তি

২য় অঙ্ক বনদেবী দ্রষ্টব্য)।

৪৮৪ পং চষকে—চষকের আকারে। চষক সুরাপাত্র বা পানপাত্র। চষক অর্থ মধু ও এক প্রকার সুরাও হয়। মূল bowls.

৫৮৪ পং অঙ্গে অঙ্গ ঢালি—প্রকৃতির প্রতি অঙ্গে আপনার অঙ্গ মিশাইয়া।

৭১৩—৭২০ পং হেরিনু অদূরে—দিতেছে তুলিয়া—"একে অপরের মুখে দিতেছে তুলিয়া" এইটুকু মূলে নাই। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৬৪ তম সূক্ত, ২১ ঋক্ ও শ্রুতি ৩য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড ১ম শ্লোক। ইহার বঙ্গানুবাদঃ—

"দেখ শাখীপরে দু বিহগবরে
সুখে বসবাস করে।
একজন সুরস রসাল লইয়া আদরে
দিতেছে তার সখারে,
আর একজন লভিয়া সে ফল প্রেমেতে বিহ্বল
সুখেতে ভোজন করে।" ব্রহ্মসঙ্গীত।

ইহার ব্যাখ্যা "পুরুষ অর্থাৎ জীব একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ দেহকে আত্মা মনে করিয়া শক্তিহীনতা বা দীনতা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত হয়। কিন্তু সে যখন সাধকদিগের সেবিত অপরকে অর্থাৎ

ঈশ্বরকে এবং ইহার এই মহিমা দেখে তখন বিগত শোক হয়"—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৭৩৪ পং বালিকা তুমি—এখানে সাধনাকে ধরার মাতৃরূপিণী ও ও ধরাকে কন্যারূপিণী করা হইয়াছে, অথচ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ধরাদেবী পুরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "আমি সেই ধরাদেবী জননী তোমার" ও পুরঞ্জন ধরাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "ও গো পূজ্যা জননী আমার ;" ইহা দ্বারা সাধনার অনাদিত্ব ও মানবাত্মার তাহার (অনাদিত্বের) অভাব সূচিত হইতেছে। আমাদের মহাদেব স্বয়ং ও যোগ সাধনা করিয়া থাকেন।

৭৬৯ পং ভুঞ্জি যে অনলপ্রভ কুসুম সকল—মূল Pasturing flowers of vegetable fire অর্থাৎ তুচ্ছ সলিল বা তৃণের পরিবর্ত্তে সুন্দর স্বচ্ছ অমল রক্তাভ কুসুম সকল তাহাদের খাদ্যরূপে পাইবে।

৮০৮-৮০৯ পং প্রবেশ করিলে · ...আশা ভরসায়—মূল "All hope abandon Ye who enter here" ; ইটালীয় প্রসিদ্ধ কবি দান্তের 'ডিভাইনা কমিডিয়া' কাব্যের (ফ্রান্সিস্ কেরি কৃত) Francis Cary দান্তের স্বপ্ন (Vision of Dante) নামক ইংর্‌াজী অনুবাদের তৃতীয় সর্গের ৯ম পংক্তি। কবি দান্তে মহাকবি ভার্জ্জিল সহ স্বর্গ ভ্রমণে যাত্রা করিয়া প্রথমে নরকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে দ্বারে লিখিত আছে :—

"Through me you pass into the city of Woe
Through me you pass into e.ernal pain ;
Through me among the people lost for aye."

Justice the founder of my fabric moved :
To rear me was the task of power divine,
Supremest wisdom, and primaeval love.
Before me things create were none, save things
Eternal, and eternal I endure,
All hope abandon, ye who enter here."

বঙ্গানুবাদ :—

এ দুঃখের রাজ্যে তুমি করিলে প্রবেশ
অফুরন্ত যাতনায় কাটাবে জীবন ;
সুখ যার চিরতরে হ'য়ে গেছে শেষ
তাহারি দুঃখের তরে ইহার সৃজন।
রক্ষিতে ন্যায়ের বিধি, যিনি শক্তিময়,
জ্ঞানময়, প্রেমময়, যিনি ভগবান,
না সৃজিতে জগতের পদার্থ নিচয়
করিলেন রাজ্যে তাঁর আমার বিধান।
ছিল যাহা অক্ষয়, যা নিত্য, সনাতন,
তাহারি প্রকৃতি বিধি দিলেন আমায়,
প্রবেশ করিলে হেথা দিবে বিসর্জ্জন
তোমার সকল সুখ, আশা ভরসায়।

৮১৩-৮১৭ পং আতঙ্কের নাহি অস্থিরতা......অশ্ব বেগবান— লে' ও 'নরে যায়' ক্রিয়ার কর্ত্তা অস্থিরতা।

৮৪৪ পং তার—সেই বিষয়ের।

৮৪৬ পং তার—পুরাঙ্গনাগণের।

চতুর্থ অঙ্ক

কাব্যের ঘটনার সহিত এই অঙ্কের বিশেষ সম্বন্ধ না থাকাতে প্রথমতঃ ইহা একটু দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। এ অঙ্কে আনন্দের ক্রীড়া ও দুঃখের প্রস্থান, যাহা কিছু সত্য, ন্যায়, পবিত্র তাহার স্ফূর্ত্তি ও যাহা তাহার বিপরীত তাহার বিলোপ, পরিণামে অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মের বিজয়োল্লাস এবং তাহাই যে চিন্ময়ী প্রকৃতির স্বরূপ ইহা দেখান হইয়াছে, এই ভাব মনে রাখিয়া পড়িলেই এ অঙ্কের রচনা অনেকটা বোধগম্য হয়।

৮৮ পং মৃত্যু যবনিকা—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ।

৮৯ পং দিয়াছে জাগায়ে—কর্ত্তা 'যত প্রেতগণ।'

৯০ পং ব্যোমচারী ধরাবাসী—ব্যোমচারী ও ধরাবাসী ; মূলে Spirit of Air & Earth.

১০৯ পং তার—দিবার, দিবসের।

২৯৮ পং শীতল প্রস্ফুট দিবা—'রেশ' শব্দের বিশেষণ।

২৯৯ পং পশিয়া—কর্ত্তা রেশ।

৩৩১ সুধাকর—মূল Mother of months.

৩৩১ পং তাহে—সেই রথে।

৩৪৩ পং রজত পুতুলি—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রদেব।

৩৯৫ পং জ্যোতিষ্ক ক্রীড়নে—জ্যোতিষ্কগণের ক্রীড়ণকে।

৪৬২—৬৭ পং অনন্ত কর্দ্দমময়......নিদাঘে বিহরে—কর্দ্দমময় বেলা ভূমিতে অনেক বন জঙ্গল জন্মিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন ধরণী

অসংখ্য জীবকুল বিচরণ করিতেছে, অথবা মনে হয় যেন গ্রীষ্মকালে কোনও গলিত শব দেহের উপরে অসংখ্য ক্রিমিকুল নড়িতেছে।

৪৬৮-৪৭৩—পং একদিন মহাসিন্ধু..... বিশ্ব লুকাল কোথায়—প্রলয়ের প্লাবন।

৫০১-৩ অগ্নি গর্ভে...আনন্দের রাশি—শৈলশির, গহ্বর ও উৎস, ইহার প্রত্যেকটীই ধরাদেবীর অর্থাৎ পৃথিবীর অঙ্গ।

৭২৮ পং—বহুরূপী—কৃকলাস।

৭২৯ পং সবুজ......রক্তময়—'পদার্থ' শব্দের বিশেষণ। রক্তময়—লাল।

৭৩১ পং তাহার......লয়—আপনি সেই পদার্থের বর্ণ গ্রহণ করে অর্থাৎ সেই বর্ণে রঞ্জিত হয়।

৭৫১ পং আপনার স্থানে—গন্তব্য স্থানে।

৭৯৯ পং উভয়ে—উভয়কে।

৮১০-১৭ পং ওহে প্রেত পুরবাসী......যদি তাহাও এখন—মূলের ভাব এখানে অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ।

সমাপ্ত